প্রকাশক—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার—কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

যাত্রাজগতের জনপ্রিয়

যশস্বী প্রতিভাশালী অভিনেতা

সোদর প্রতিম

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের নাম-ভূমিকা অভিনয়ে

বিমুগ্ধ গ্রন্থকারের সাদর উপহার।

গুণমুগ্ধ—

আনন্দময়।

থিয়েটারের নাটক

রাজদূতের (পুরুষ বর্জিত)

কুমারী মা

—শিল্পীবৃন্দ ও সংগঠনকারীগণ—

পৃথ্বীরাজ—জনপ্রিয়নট শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

গোবিন্দ—শ্রীসত্য পাঠক ও শ্রীঅভয়কুমার ।

সমরসিংহ—শ্রীসুজিতকুমার পাঠক ।

তুঙ্গাচার্য্য—শ্রীফণী গাঙ্গুলী ।

চাঁদকবি—শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস ও শ্রীবিনোদ ধাড়া ।

জয়চাঁদ—শ্রীবরদা সর্দ্দার ও শ্রীরাখাল সিং ।

ভীমসিংহ—শ্রীশুভঙ্কর গণ ও শ্রীশচীন আচার্য্য ।

নরনাথ—শ্রীশশী অধিকারী ।

মহম্মদ ঘোরী—নটকেশরী শ্রীভোলানাথ পাল ।

বক্তিয়ার—শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

কুতুবউদ্দিন—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সৈনিক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ আচার্য্য ।

সংযুক্তা—শ্রীছবি রায়, শ্রীমুকুল বোস ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

তরঙ্গ—শ্রীললিতচন্দ্র দাস, ও শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ।

মেঘা—শ্রীসন্তোষকুমার বসু ।

বিজয়া—শ্রীশশাঙ্ক আচার্য্য ও শ্রীফণিভূষণ নস্কর ।

বীরাবাঈ—শ্রীসতীশ মাজি ও শ্রীপ্রজাপতি পাত্র ।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীগোষ্টবিহারী ঘোষ ।

ম্যানেজার—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ । এ্যাঃ ম্যানেজার—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ।

হারমনিয়ম বাদক—কানাই পাল

বংশীবাদক—শ্রীঅশোক ঘোষ ।

সুরশিল্পী—শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য ।

নাট্য পরিচালক—শ্রীফণী গাঙ্গুলী ।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

পাদুকাভিষেক শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত প্রণীত ও শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে এম-এ, বি-টি, সংশোধিত। অভিনব পৌরাণিক নাটক। দি ভাণ্ডারী অপেরার বিজয় পতাকা। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের শব্দভেদী বাণে সিন্ধুমুনির অকালমৃত্যু, অন্ধমুনি দম্পতির পুত্রশোকে দেহত্যাগ, অভিশপ্ত রাজার জীবনে দুঃখের ঘনঘটা, রামের বনবাস, ভরতের বুকফাটা বেদনা, তার পর সিংহাসনে রামচন্দ্রের পূত পাদুকার অভিষেক। অশ্বপতির সারল্য, মন্থরার কুটিলতা, কৈকেয়ীর জীবনে মেঘরৌদ্রের খেলা, গুহকের মহত্ত্ব, একাধারে পাঁচ ফুলের সাজি এই পাদুকাভিষেক। মূল্য ২.৫০ টাকা।

রাজা গণেশ "কার দোষ" নাটকের যশস্বী লেখক শ্রীঅরুণ কুমার দে, এম-বি, বি-এস, প্রণীত ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, কর্তৃক সংশোধিত। নিউ চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। দেশের হিতে নিবেদিত প্রাণ এক বাঙ্গালী রাজার চমকপ্রদ কাহিনীর অপূর্ব্ব নাট্যরূপ। সেই গনেশ নারায়ন, সেই সেই যদুনারায়ন, সেই দস্যুভ্রাতৃদ্বয়, সেই রামাশ্রামা ইতিহাসের পাতা হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের পুনরুজ্জীবন যদি দেখিতে চান, 'রাজা গনেশ' পাঠ করুন। মূল্য ২.৫০ টাকা।

সোরাব রুস্তম শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম-এ, বি-টি, বিরচিত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির বিজয় বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। পারস্যবার দি গ্বজয়ী রুস্তমের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলেখ্য, পিতৃদর্শনাভিলাষী বীর সোরাবের পিতার হস্তে নিধন, কবরের দ্বার দেশে পিতাপুত্রে পরিচয়। রাজকন্যা ঝুমুর, রুস্তম পুত্র খুরম, ভাগ্যহীনা ফাতিমা ও তাহমিনা, বিড়ম্বিত রুস্তম ও জাল, সবাই মিলিয়া কি অশ্রুর তাজমহল রচনা করিয়াছে, যদি দেখিয়া থাকেন, মিলাইয়া নিন, যদি না দেখিয়া থাকেন, আজই কিনিয়া পাঠ করুন। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

সোনাই দীঘি শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। নবাবী আমলের বাংলার পল্লীবধূর চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত। হাসিতে করুণায় মাখামাখি, বিস্ময় ও আনন্দের মুক্তাধারা। যদি 'সোনাই-দীঘি শাড়ি' দেখিয়া থাকেন, 'দেবরাণী হার' পরিয়া থাকেন, কোথায় তাদের উৎস জানেন? এই পঞ্চাঙ্ক যাত্রা নাটকে। মূল্য ২.৭৫।

পরিচয়

—পুরুষগণ—

পৃথ্বীরাজ	...	...	দিল্লীশ্বর।
গোবিন্দ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
সমর সিংহ	...	...	ঐ ভগ্নীপতি।
তুঙ্গাচার্য্য	...	...	রাজগুরু।
চাঁদকবি	...	...	পৃথ্বীরাজের সভাকবি।
জয়চাঁদ	...	...	কনোজের রাজা।
উদয়চাঁদ	...	...	ঐ পুত্র।
ভীমসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
নরনাথ	...	...	ঐ পুরোহিত।
মহম্মদঘোরী	...	...	গজনীর সুলতান।
বক্তিয়ার খিলজী কুতুবউদ্দিন	}	...	ঐ সেনাপতি।

খালাজী, সৈনিক, প্রহরী।

—স্ত্রীগণ—

সংযুক্তা	...	...	জয়চাঁদের কন্যা।
তরঙ্গ	...	...	ছবিওয়ালী।
মেঘা	...	...	আলাহ্-উদালের মাতা।
বিজয়া	...	...	সন্ন্যাসিনী।
বীরাবাঈ	...	...	ভারতনারী।

কুমারীগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ।

ভূমিকা

আর্য্যকুল গৌরব দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ছিলেন আদর্শ মাটির মায়ের পূজারি। বৈদেশিক শত্রুর আচম্বিত আক্রমণে হুহুঙ্কারে কোনদিন তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নি। সেই বীরেন্দ্রকেশরীর অস্ত্রের ঝনঝনায় সপ্তসিন্ধু তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল। বৈদেশিক শত্রু বিধর্ম্মী ইসলাম পতি মহম্মদঘোরীর তীক্ষ্ণধার তরবারি আর্য্য গৌরব পৃথ্বীরাজের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ভারত জয়ের স্বপ্ন সেদিন অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঘরভেদি বিভীষণ জয়চাঁদের স্বাথ হিংসার যূপকাষ্ঠে বলিদান হইল ভারতের সেই আদর্শ সন্তানের। চূর্ণ হইল তাহার মানদণ্ড। সেইদিন হতেই এই দেবভূমি ভারতের মাটিতে সুরু হ'লো ইসলামের জয়যাত্রা। যেদিন আবার এই ভারত তাহার ভ্রাতৃপ্রেমের মধুর আস্বাদনে আত্মভোলা হইয়া দাঁড়াইবে হয়তো সেইদিন মুক্ত হইবে সে ভগবানের ক্রূর অভিশাপ হইতে।

নিউ গণেশ অপেরা পার্টির সুযোগ্য প্রোপাইটার শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারি ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে "পৃথ্বীরাজ" নাটকখানি অভিনয় জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। গোষ্ঠবাবুর এই দান চিরদিন আমার স্মরনীয় হইয়া থাকিবে। যেদিন আমি থাকিব না, সেইদিন এই লেখাই আমার কৃতজ্ঞতা বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে। ইতি—

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল। আনন্দময়।

পৃথ্বীরাজ

—:(*):—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

তারাগড়—কালীমন্দির প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে দেবদাসীগণের প্রবেশ।

দেবদাসীগণ। গীত।

হে জননী—
নমি তব পায়, মন মোর গায় তব আগমনী।
ভকতি কুসুমে পুজিয়া তোমায়,
তোমাতে মিলাই আমি আমায়,
তোমার করুণা যদি গো পাই,
এ ধরায় আর কিছু নাহি চাই।
তুমি দাও মোরে দাও শুধু ও রাঙা চরণ দুখানি।

প্রস্থান।

হিন্দু সাধুর বেশে ক্রুত কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ।

কুতুবউদ্দিন। এই সেই বিশ্ববিখ্যাত তারাগড় মন্দির! এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দর্শন করেই আমি ভারত ভ্রমণ শেষ করবো। [অগ্রসর]

দ্রুতপদে তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। দাঁড়াও—

কুতুবউদ্দিন। কেন?

তুঙ্গাচার্য্য। কে তুমি?

কুতুবউদ্দিন। মানুষ।

তুঙ্গাচার্য্য। জাতি?

কুতুবউদ্দিন। যদি বলি চণ্ডাল—

তুঙ্গাচার্য্য। তাহলে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাবে না।

কুতুবউদ্দিন। যদি বলি ব্রাহ্মণ—

তুঙ্গাচার্য্য। মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাবে। তবে তোমায় প্রমাণ দিতে হবে যে সত্যই তুমি ব্রাহ্মণ।

কুতুবউদ্দিন। আমার দুর্ভাগ্য! ঈশ্বর আমার গায়ে জাতের ছাপ মেরে দেন নি। কাজেই আপনি বুঝতে পারবেন না, আমি কোন জাতি।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি বলবে না?

কুতুবউদ্দিন। না।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি ফিরে যাও।

কুতুবউদ্দিন। কেন?

তুঙ্গাচার্য্য। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পিতামহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করে বলে গেছেন—"ব্রাহ্মণ এই মন্দিরে দেবী পূজা করবে, আর ক্ষত্রিয় মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবে।"

কুতুবউদ্দিন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাড়া যদি অন্য জাতি মায়ের মূর্ত্তি দর্শন করতে চায়?

তুঙ্গাচার্য্য। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আরতির সময় মন্দির দ্বার খোলা হলে—দূর থেকে শুধু দেবী দর্শন করে চলে যাবে।

কুতুবউদ্দিন। এ আদেশের অর্থ?

তুঙ্গাচার্য্য। অস্পৃশ্যের করস্পর্শে যাতে মায়ের মূর্ত্তি অপবিত্র না হয়, সেইজন্যই তিনি এই আদেশ দিয়ে গেছেন।

কুতুবউদ্দিন। বিশ্ব প্রসবিনী মা কি শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্যই ব্যাকুল, কোটি কোটি মেথর, মুচি, কৃষাণ কি মায়ের কৃপালাভে বঞ্চিত?

তুঙ্গাচার্য্য। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।

কুতুবউদ্দিন। তর্ক করবার ভাষাও আপনার নেই।

তুঙ্গাচার্য্য। যুবক!

কুতুবউদ্দিন। ধাপ্পাবাজীর দিন চলে গেছে—আর চলবে না ব্রাহ্মণ।

তুঙ্গাচার্য্য। জানো, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো।

কুতুবউদ্দিন। জানি, ভারতের এক শ্রেণীর মানুষকে যাঁরা অমানুষ করে রেখেছে—আপনি তাঁদেরই বংশধর।

তুঙ্গাচার্য্য। যে ব্রাহ্মণ ভারতে বৈদিক নীতির প্রবর্ত্তন করেছেন, সেই ব্রাহ্মণকেই তুমি অপমান করতে চাও?

কুতুবউদ্দিন। না। ভারতের বৈদিক ব্রাহ্মণকে আমি শতবার প্রণাম করি।

তুঙ্গাচার্য্য। তবে—?

কুতুবউদ্দিন। ভারতের ব্রাহ্মণগণ যখন বৈদিক নীতির প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তখন পুতুল তৈরি করে তার পায়ে গড়াগড়ি দিতে হতো না। যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করে অনলে ঘৃতাহুতি

দিলেই স্বয়ং ঈশ্বর সামনে এসে মনস্কামনা পূর্ণ করতেন। তার প্রমাণ রাজা দশরথ। পুত্রার্থে যজ্ঞ করেছিলেন, তাই ভগবানকে পুত্ররূপে তার গৃহে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি ভ্রান্ত যুবক।

কুতুবউদ্দিন। অভ্রান্ত ব্রাহ্মণের শাসনেব ফলেই ভারতের সমাজ-ধর্ম আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফিবিয়ে আনবার যোগ্য ব্যক্তি ভারতেই আছে।

কুতুবউদ্দিন। জাতি বিভাগ আর ভেদনীতি যতদিন না ভারত থেকে উঠে যাবে, ততদিন ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না।

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতবর্ষের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে—তোমাব কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে না।

কুতুবউদ্দিন। ওই একাধিপত্যের মোহতেই হিন্দুর শৌর্য্য-বীর্য্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

তুঙ্গাচার্য্য। কে তুমি?

কুতুবউদ্দিন। মুসলমান।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি মুসলমান!

কুতুবউদ্দিন। হ্যাঁ। কিন্তু আগে ছিলাম না। জন্মেছিলাম হিন্দুর ঘরে বাংলার বুকে, চাঁড়াল মায়ের গর্ভে—লম্পট ব্রাহ্মণের ঔরসে। মা যখন গর্ভবতী, ব্রাহ্মণ তখন সেই অসহায়া নারীকে ত্যাগ করে সমাজে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ পুরুষ, তাই তাঁর জাত গেল না, আমার মা হলেন পতিতা। ব্রাহ্মণের বিধানে চাঁড়ালের সমাজেও তাঁর স্থান হলো না।

তুঙ্গাচার্য্য। যুবক!

কুতুবউদ্দিন। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন শুনলাম—সমাজের চক্ষে আমি অস্পৃশ্য, হেয়, হীন ঘৃণ্য জারজ, তখন একদিন রাতের অন্ধকারে আমার জন্মদাতা ব্রাহ্মণকে হত্যা করে বেরিয়ে পড়লাম অনন্তের পথে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম গজনীর দ্বারে। গজনীর মানুষ জাতি বিচার না করে—আমায় আদর করে বুকে তুলে নিলে। আমার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে—দিলে প্রভূত সম্মান আর অতুলন মর্য্যাদা।

তুঙ্গাচার্য্য। গজনীর সাহায্য লাভে যদি ধন্য মনে কর—তবে আবার ভারতে ফিরে এলে কেন?

কুতুবউদ্দিন। দেখতে এলুম একদল মানুষকে—শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম থেকে বঞ্চিত করে ভারতের বর্ণশ্রেষ্ঠরা কেমন আছেন।

তুঙ্গাচার্য্য। বর্ণশ্রেষ্ঠরা যেমন ছিলেন ঠিক তেমনিই আছেন—

কুতুবউদ্দিন। আর তা থাকবে না ব্রাহ্মণ।

তুঙ্গাচার্য্য। এ তোমার প্রলাপ।

কুতুবউদ্দিন। প্রলাপ নয় ব্রাহ্মণ। এখনও সময় আছে—যদি বাঁচতে চান, জাতিকে যদি বাঁচাতে চান, তবে ভারতের বুক থেকে জাতি বিভাগ আর ভেদনীতি তুলে দিয়ে—মেথর মুচি কৃষাণকে আদর করে ভাই বলে বুকে তুলে নিন। নতুবা খোদার অভিশাপে এ জাতি রসাতলে চলে যাবে [প্রস্থানোদ্যোগ]

তুঙ্গাচার্য্য। দাঁড়াও যুবক—

কুতুবউদ্দিন। কেন?

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি আমার বন্দী।

কুতুবউদ্দিন। আমার অপরাধ?

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি বিনা অনুমতিতে দেবালয়ে প্রবেশ করেছ—

কুতুবউদ্দিন। ব্রাহ্মণ!

তুঙ্গাচার্য্য। কে আছ, এই যুবককে বন্দী কর—

কুতুবউদ্দিন। কেউ নেই। মহম্মদঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিনকে বন্দী করবার মত মানুষ এখানে নেই।

[সহসা ছদ্মবেশ খুলিয়া অস্ত্র করে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

তুঙ্গাচার্য্য। মহম্মদঘোরী!

কুতুবউদ্দিন। হ্যাঁ, স্বার্থবাদীর নির্য্যাতন থেকে পতিত মানুষকে উদ্ধার করে, পৃথিবীতে একজাতি গঠন করতে বিধাতার প্রেরিত রুদ্র দূত সুলতান মহম্মদঘোরী দাঁড়িয়ে আছেন ভারতের দ্বারদেশে।

প্রস্থান।

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতের দ্বারদেশে শত্রু, আর ভারতবাসী মহাঘুমে অচেতন?

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। গীত।

ওই কাঁদে—
নীরব রাতে আঁধার পথে—
অবিরল ঝরে নয়ন পাতে।

তুঙ্গাচার্য্য। কে কাঁদছে বিজয়া?

বিজয়া। ভারতমাতা!

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতমাতা?

বিজয়া। গুরুদেব, ভারতবর্ষের দ্বারে শত্রু এসে হানা দিয়েছে।

তুঙ্গাচার্য্য। আমি কি করতে পারি মা?

বিজয়া। তোমাকে এই অচেতন জাতিকে জাগাতে হবে

তুঙ্গাচার্য্য। আমি!

বিজয়া। পূর্ব্ব-গীতাংশ।

গুরু তুমি কর্ণধার,
তুমি পার বহিতে ভার,
তোমার অমিয় বাণীতে আন জাগরণ এ মহাভারতে।
উঠিবে ঝঞ্ঝা ভারত গগনে,
এ ঘোর নীরবতা বহে কানে কানে,
জাগো জনগণ কর আয়োজন,
শত্রু কর হতে রক্ষিতে সোণার ভারতে।

প্রস্থান।

তুঙ্গাচার্য্য। তুচ্ছ ওই মহম্মদঘোরী! পৃথ্বীরাজ, জয়চাঁদ, সমরসিংহ যদি একত্রে মিলিত হয়; তবে মহম্মদঘোরীর আশার সমাধি হবে ভারতের মাটিতে।

দ্রুত গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ।

গোবিন্দ। গুরুদেব— তুঙ্গাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ! যুদ্ধের সংবাদ কি?

গোবিন্দ। নাগোরার যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে গুরুদেব—

তুঙ্গাচার্য্য। আলাহ্-উদাল।

গোবিন্দ। রাজস্থানের বিখ্যাত দস্যু আলাহ্-উদাল দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত।

তুঙ্গাচার্য্য। আলাহ্-উদালের বিদ্রোহের কারণ কিছু জানতে পারলে?

গোবিন্দ। মরবার সময় তারা বলে গেছে—দিল্লীশ্বরকে হত্যা করবার জন্যই আজমীরের পথে তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

তুঙ্গাচার্য্য। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে আলাহ্-উদালের কোন শত্রুতা ছিল ?

গোবিন্দ। না গুরুদেব।

তুঙ্গাচার্য্য। তবে কেন তারা দিল্লীশ্বরকে হত্যা করতে চেয়েছিল ?

গোবিন্দ। আলাহ্-উদালকে দিয়ে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কনোজরাজ জয়চাঁদ।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ !

গোবিন্দ। হাঁ্যা গুরুদেব।

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ।

গোবিন্দ। তিনিই এ লীলার নায়ক। মূর্খ আলহ্-উদাল অর্থের লোভে জীবন দিয়ে গেল, কিন্তু চতুর জয়চাঁদ নিজেকে যবনিকার অন্তরালে রেখে আত্মগোপন করে গেলেন।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজকে হত্যা করবার জন্য জয়চাঁদের কেন এই উন্মাদনা ?

গোবিন্দ। জয়চাঁদ বলেন—"দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পালের জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমি, তাই দিল্লীর সিংহাসনে প্রকৃত অধিকার আমার। কনিষ্ঠ কন্যার গর্ভজাত পুত্র পৃথ্বীরাজ প্রতারণায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে।" তাই জয়চাঁদ চান পৃথ্বীরাজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে।

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ, আমি কনোজে যাব।

গোবিন্দ। কেন গুরুদেব ?

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজের হত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য আমি জয়চাঁদকে অনুরোধ করবো।

গোবিন্দ। তাতে কোন ফল হবে না গুরুদেব—

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ আমার শিষ্য—আমার অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারবে না।

গোবিন্দ। আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বিষয়লোভী মানুষের মনের ভাব—ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না।

তুঙ্গাচার্য্য। আমি কিছুই বুঝতে চাই না গোবিন্দ। আমি শুধু জানতে চাই, যে ভারতের এই ঘনায়মান দুর্য্যোগের দিনে রাঠোর চৌহান গৃহবিবাদে মত্ত থাকবে, না ভারতের রাজশক্তি একত্রে সমবেত করে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবে।

গোবিন্দ। বৈদেশিক আক্রমণ?

তুঙ্গাচার্য্য। হ্যাঁ গোবিন্দ, ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার জন্যই ভারতের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে মহম্মদঘোরী!

গোবিন্দ। মহম্মদঘোরী!

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের এই বিবাদের মীমাংসা যদি না হয়, অচিরেই সোণার ভারত বৈদেশিক প্রভুত্বের ঘূর্ণাবর্ত্তে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

গোবিন্দ। গুরুদেব! বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে আমি জীবন দেবো তবু বিদেশীর প্রভুত্ব স্বীকার করবো না।

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ, এ কথা যদি একবার জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজ এক সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করতো, তবে পৃথিবীর সমস্ত রাজশক্তি সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো।

মেঘার প্রবেশ

মেঘা। কে আছ মন্দিরে?

তুঙ্গাচার্য্য। আমি পুরোহিত।

মেঘা। বলতে পারো, আজমীর কতদূর?

তুঙ্গাচার্য্য। বহুদূর—

মেঘা এখনও বহুদূর।

তুঙ্গাচার্য্য। হাঁ্যা, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—আজ আর তুমি সেখানে যেতে পারবে না।

মেঘা। না—না, আজই আমায় যেতে হবে।

তুঙ্গাচার্য্য। পায়ে হেঁটে রাতের অন্ধকারে তুমি পথ ঠিক করতে পারবে না।

মেঘা। তুমি জান না ঠাকুর, প্রয়োজন হ'লে তাদের জন্য আমি পাহাড়-পর্ব্বত নদ-নদী অতিক্রম করেও ছুটতে পারি।

গোবিন্দ। কাদের জন্তে তুমি আজমীরে যেতে চাও?

মেঘা। আমার দুটো যোয়ান ছেলেকে রাজা জয়চাঁদ টাকার লোভ দেখিয়ে আজ তিনদিন আজমীরে নিয়ে গেছে।

তুঙ্গাচার্য্য। তোমার ছেলেদের নাম?

মেঘা। আলাহ্-উদাল।

গোবিন্দ। ও—তুমিই আলাহ্-উদালের মা?

মেঘা। হাঁ্যা, আমিই তাদের মা! আমার মাইদুধ খেয়ে তারা এত শক্তিশালী যে ভারতের রাজা মহারাজা, তাদের নাম শুনলে ভয় পায়। তাদের কণ্ঠের হুংকারে বনের হিংস্র বাঘ ভালুকেরাও ভয়ে পালিয়ে যায়।

তুঙ্গাচার্য্য। তোমার নাম?

মেঘা। মেঘা।

তুঙ্গাচার্য্য। মেঘা! তুমিই রাজা অনঙ্গ পালের রক্ষিতা, মেঘা?

মেঘা। হ্যাঁ, তুমি কে?

তুঙ্গাচার্য্য। আমি পৃথ্বীরাজ, জয়চাঁদ, সমরসিংহের গুরু—

মেঘা। ও—তুমি তাহ'লে সব জান?

তুঙ্গাচার্য্য। তুমিই না একদিন রাজা অনঙ্গপালকে বিষ খাইয়ে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিলে?

মেঘা। ব্রাহ্মণ—!

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ জননী কমলাবতীর বুদ্ধিচাতুর্য্যেই রাজা অনঙ্গপাল সেদিন তোমার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। কনিষ্ঠা কন্যা বাল্য বিধবা নিষ্ঠাবতী কমলার পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়েই রাজা অনঙ্গপাল—কমলার পুত্র পৃথ্বীরাজের করেই দিল্লীর ভার অর্পণ করে বাণপ্রস্থে চলে গেলেন।

মেঘা। অনঙ্গপাল চলে গেছে—কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন পড়ে আছে, সেই সিংহাসন অধিকার করবার আশাও আমার আছে।

গোবিন্দ। সে আশা আর সফল হবে না নারী।

মেঘা। অনঙ্গপালের ঔরসজাত পুত্রদের সিংহাসনে বসাতেই আজও আমি বেঁচে আছি।

গোবিন্দ। তোমার সেই পাপলব্ধ ফল—মহাবীর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত।

মেঘা। কি বললে?

গোবিন্দ। আলহ্-উদাল আর ইহজগতে নেই। তাদের বিশাল দেহ আজমীরের পথে—নাগোরার পাহাড়ে পড়ে আছে।

মেঘা। আমার আলাহ্-উদাল নেই!

তুঙ্গাচার্য্য। না, তোমার মহাপাপের ফলেই আজ তোমায় পুত্র-হারা হ'তে হয়েছে।

মেঘা। কষ্ট করে যাদের মানুষ করলুম—এক কথায় পৃথ্বীরাজ তাদের হত্যা করলে!

গোবিন্দ। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করবে—তাকেই এইভাবে ধ্বংস হ'তে হবে।

মেঘা। পৃথ্বীরাজ এতই শক্তিমান?

গোবিন্দ। ভারত গৌরব মহাবীর পৃথ্বীরাজ!

গীতকণ্ঠে চাঁদকবির প্রবেশ।

চাঁদকবি। গীত।

ভারত গৌরব পৃথ্বীরাজ বীর!
জয় তার ঘোষিছে জগৎ নত করি সবে গর্ব্বিত শির।
বহুকাল পরে এসেছে ভারতে,
করুণায় ভরা ত্যাগের মূর্ত্তিতে,
সত্য ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক—!
আলোড়িত করিল বীর—
হিমালয় হতে সাগর তীর।

তুঙ্গাচার্য্য। চাঁদকবি!

চাঁদকবি। গুরুদেব! মহারাজ আপনাকে দিল্লীতে আহ্বান করেছেন।

তুঙ্গাচার্য্য। আমি দিল্লী যাব না কবি—আমি কনোজে যাবো। গোবিন্দ! তুমি পৃথ্বীরাজকে ব'লো কনোজ থেকে ফিরে এসে আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।

চাঁদকবিসহ প্রস্থান।

মেঘা। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! আলাহ্-উদালকে হত্যা ক'রে ভারতের বুকে যে গৌরব তুমি অর্জ্জন করেছ—তোমার সেই গৌরব আমি ধূলিসাৎ ক'রে দেবো।

গোবিন্দ। মারি—

মেঘা। অতীতের কথা ভুলে—মাতৃজাতি ভেবে—বারবণিতা হয়েও স্নেহময়ী মা হ'তে গিয়েছিলাম—তোমরা যখন আমার সে সাধেও বাঁদ সাধলে, তখন তোমাদের ধ্বংসের জন্য আমি পিশাচী হবো।

গোবিন্দ। মেঘা—

মেঘা। যে পৃথ্বীরাজের মোহে—অনঙ্গপাল আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে গেছে—সেই পৃথ্বীরাজের ধ্বংসই আমার জীবনের চরম-লক্ষ্য।

গোবিন্দ। এ তোমার পাগলের প্রলাপ।

মেঘা। আমার বুকে যে আগুন জেলে দিলে, চৌহান বংশের রক্ত ঢেলে সে আগুন নির্ব্বাণ করতে হবে। চৌহান বংশ ধ্বংস করতে ভারতের বুকে আমি জালিয়ে তুলবো—লেলিহান হুতাশন

প্রস্থান।

গোবিন্দ। তুচ্ছ একটা নারীর রক্তচক্ষুতে মহাবীর পৃথ্বীরাজ ভয় পায় না।

প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কনোজ—নারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণ।

নরনাথের প্রবেশ॥

নরনাথ। যাক্ বাবা—মন্দির ফাঁকা! আমি মনে করেছিলাম, আমার আসতে দেরী হয়ে গেছে বলে হয়তো এখানে সবাই অপেক্ষা করছে। চাই কি মহারাজকে বলে আমায় পদচ্যুত করবারও ব্যবস্থা করবে। বেলা অনেক হয়ে গেছে—এই বেলা ঠাকুরের পায়ে দুটো ফুল দিয়ে যাই। ওঁ—নমো নারায়ণ—

দ্রুত বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

বীরাবাঈ। পুরোহিত মশাই আছেন? পুরোহিত মশাই—

নরনাথ। আছেন, কি দরকার?

বীরাবাঈ। ও—আপনি! প্রণাম—

নরনাথ। স্বস্তি,—নাও কি বলতে চাও চট্‌পট্ বলে ফেল—আমার অনেক কাজ।

বীরাবাঈ। আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।

নরনাথ। কি?

বীরাবাঈ। বিধবার একাদশীর বিধান কে দিয়েছিল?

নরনাথ। এই সেরেছে! এ যে একেবারে কলি-দ্বাপর ত্রেতা ছেড়ে—সত্যযুগ ধরে টান দিতে চায়।

বীরাবাঈ। বলুন না, এ বিধান কে দিয়েছিল?

নরনাথ। থাম। এ কি সহজ কথা—যে এক কথায় উত্তর পাবে।

বীরাবাঈ। আপনি রাজ পুরোহিত হয়ে এই সামান্য কথার জবাব দিতে পাচ্ছেন না?

নরনাথ। তোমার তো বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা দেখছি—

বীরাবাঈ। বলুন না—

নরনাথ। বলবো না যাও—

বীরাবাঈ। ও—তার মানে, আপনি জানেন না।

নরনাথ। কি—আমি রাঠোর রাজ জয়চাঁদের পুরোহিত হয়ে এই সামান্য কথার জবাব দিতে পারব না? জানো রাজসভায় আমায় কত বড় বড় মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে হয়?

বীরাবাঈ। অত জানবার প্রয়োজন নেই। আমার প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি ধন্য হব।

নরনাথ। আমি কি তোমার চাকর, যে প্রশ্ন করলেই উত্তর দিতে হবে?

বীরাবাঈ। সে কি! আপনি চাকর হবেন কেন? আপনি দেবতার পূজারী—আমাদের পূজনীয় প্রণম্য বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

নরনাথ। হ্যাঁ, ওইখানে গলায় কাপড় দিয়ে দাঁড়াও।

বীরাবাঈ। বলুন, কেন এ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল?

নরনাথ। তোমার কি ব্যাপার বল দেখি?

বীরাবাঈ। এক পক্ষ আগে আমার বিবাহ হয়েছে। আমার স্বামী কনোজরাজের একজন সৈনিক ছিলেন। নাগোরার যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নরনাথ। আ—হা—ভগবান—

বীরাবাঈ। আমার আত্মীয়-স্বজন—আমার স্বামীর বিষয়ের লোভে জোর করে আমায় পুড়িয়ে মারতে চায়।

নরনাথ। সতীদাহ প্রথা ভারতের চিরন্তন নীতি।

বীরাবাঈ। যার সঙ্গে আমার ভালভাবে পরিচয় হয় নি—তার জন্ত কেন আমি আমার জীবন বিসর্জ্জন দেবো?

নরনাথ। ঠিক কথা, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে তোমায় বিধবার নিয়মই পালন করতে হবে।

বীরাবাঈ। সে আমি পারবো না—

নরনাথ। তোমার যা বয়েস—তাতে না পারবারই ত কথা।

বীরাবাঈ। বলুন তো আমি এখন কি করি?

নরনাথ। তা—তুমি দিনকতক নারায়ণের সেবাদাসী হয়ে থাক না—

বীরাবাঈ। না—তা আমি পারবো না।

নরনাথ। কেন?

বীরাবাঈ। আমার প্রাণে অনেক আশা! আমার মন রঙ্গিন নেশায় বিভোর। আমার স্বামী চাই, পুত্র চাই, সংসার চাই—

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। পুরোহিত মশাই, নারায়ণের আরতি শেষ হয়েছে?

নরনাথ। এই সেরেছে।

ভীমসিংহ। এ কি! মন্দির প্রাঙ্গণে ষোড়শী মহিলা।

নরনাথ। ও হালেই বিধবা হয়েছে, তাই দেবতার পায়ে আত্ম-নিবেদন করতে এসেছে।

বীরাবাঈ। না—না, উনি ভুল বলছেন। আমি ব্রাহ্মণের কাছে বিধান জানতে এসেছি।

ভীমসিংহ। কিসের বিধান ?

বীরাবাঈ। বিধবাকে কেন একাদশী করতে হয় ?

ভীমসিংহ। একাদশী করতে হ'তো না যদি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে।

বীরাবাঈ। সতীদাহ প্রথা কে সৃষ্টি করেছিল ?

ভীমসিংহ। বৈদিক যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে।

বীরাবাঈ। ওই প্রথা অনুসারে মরতে আমার ইচ্ছা নেই।

ভীমসিংহ। বেঁচে থাকতে হলে তোমায় বিধবার নিয়মই পালন করতে হবে।

বীরাবাঈ। মনে আশা রেখে, লোক দেখানো নিয়ম পালনে কোন ফল হয় না।

ভীমসিংহ। সমাজের বিধান তোমায় মানতেই হবে।

বীরাবাঈ। চোখের উপর শত শত নারী—স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার করবে—আর সমাজের বিধানে একটা বাল্য-বিধবার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

নরনাথ। কি করবে বল ? আর্য্য ঋষিদের উপর আমাদের তো হাত নেই।

বীরাবাঈ। বিধবা বিবাহের বিধান দিতে পারবেন না ?

নরনাথ। না।

বীরাবাঈ। তবে কিসের ব্রাহ্মণ আপনারা ? প্রাণে আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা—আর আপনারা নিয়ে এলেন সমাজের শুষ্ক বিধান।

ভীমসিংহ। এস সুন্দরী, আমি তোমায়—

বীরাবাঈ। শাস্ত্রমতে বিবাহ করবেন ?

ভীমসিংহ। না, বিবাহ করতে পারবো না।

বীরাবাঈ। তবে?

ভীমসিংহ। আমি তোমায়—

বীরাবাঈ। রক্ষিতা রাখতে চান—

ভীমসিংহ। তুমি বুদ্ধিমতি!

বীরাবাঈ। সমাজের বিধানে যাকে বিয়ে করতে পারবেন না—তাকে রক্ষিতা রাখতে লজ্জা করবে না?

নরনাথ। ঠিক কথা। তুমি একজন সামান্য সৈনিক। তোমার কাছে থেকে ওর কি লাভ? আবার কবে কোন যুদ্ধে ফস করে মরে যাও—আর ও বেচারী এইভাবে পথে পথে কেঁদে বেড়াক্। বাছা, তুমি এই মন্দিরে নারায়ণের সেবাদাসী হয়ে থাক—তোমার সব সাধ মিটবে।

ভীমসিংহ। তার মানে—আপনি এই মন্দিরে মেয়েমানুষ নিয়ে পাপাচার করতে চান?

নরনাথ। কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—আমি লম্পট?

ভীমসিংহ। সাবধান ব্রাহ্মণ! এসো সুন্দরী, চলে এসো। [বীরাবাঈয়ের হাত ধরিল]

বীরাবাঈ। সরে যাও, লম্পট, পিশাচ—[হাত ছিনাইয়া লইল]

নরনাথ। সাবাস্ সুন্দরী! এসো, তুমি মন্দিরে এসো—

ভীমসিংহ। সাবধান—

নরনাথ। খবরদার—

[কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ]

কুতুবউদ্দিন। হুঁসিয়ার—

ভীমসিংহ। কে তুমি?

কুতুবউদ্দিন। যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিক—

নরনাথ। জাতি ?

কুতুবউদ্দিন। চাঁড়াল।

ভীমসিংহ। চণ্ডাল !

নরনাথ। এত স্পর্দ্ধা তোমার, যে অস্পৃশ্য চণ্ডাল হয়ে তুমি নারায়ণ মন্দিরে প্রবেশ করেছ ?

কুতুবউদ্দিন। যে মন্দিরে পুরোহিত মাতৃজাতির ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায়, সেখানে দেবতা থাকে না।

নরনাথ। অসভ্য ছোটলোক—

কুতুবউদ্দিন। মায়ের জাতের ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায় যারা—তাদের চেয়ে ছোট নই।

ভীমসিংহ। যাও, এখান থেকে চলে যাও।

কুতুবউদ্দিন। যাচ্ছি, এসো নারী—

ভীমসিংহ। ক্ষত্রিয় নারী চণ্ডালের সঙ্গে যাবে না।

কুতুবউদ্দিন। চণ্ডালও মাতৃজাতির সম্মান রাখতে জানে—জানে না শুধু বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর অস্ত্রধারি ক্ষত্রিয়।

ভীমসিংহ। সাবধান যুবক।

কুতুবউদ্দিন। এসো আমার সঙ্গে।

বীরাবাঈ। কোথায় ?

কুতুবউদ্দিন। মানুষের দেশে।

বীরাবাঈ। সে কোন দেশ ?

কুতুবউদ্দিন গজনী—

ভীমসিংহ। সত্য বল যুবক, কে তুমি ?

কুতুবউদ্দিন। বাংলার ছেলে—বাঙ্গালী হিন্দু কুমার। স্বার্থবাদীর ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, আজ মুসলমান কুতুবউদ্দিন।

ভীমসিংহ। তুমিই মহম্মদঘোরীর বিখ্যাত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন?

কুতুবউদ্দিন। হ্যাঁ, তোমরা যাদের ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও—গজনীর মানুষ তাদের আদর করে বুকে তুলে নেয়।

ভীমসিংহ। গজনীর মানুষ যদি তোমার কাছে এতই বড়, তাহলে তুমি সেই দেশেই ফিরে যাও যুবক।

কুতুবউদ্দিন। যাব—কিন্তু এ নারীকে না নিয়ে যাব না।

ভীমসিংহ। তাহলে তোমায় জীবন দিতে হবে।

কুতুবউদ্দিন। চাঁড়ালের ছেলে জীবন দিতে ভয় করে না।

নরনাথ। তুমি যেও না নারী, ও একা পেয়ে তোমার মর্য্যাদা নাশ করবে।

কুতুবউদ্দিন। নারীর মর্য্যাদানাশের ভয়ঙ্কর পরিণাম আমি জানি, তাই তাদের শুধু একটা কথাই বলি—

বীরাবাঈ। কি?

কুতুবউদ্দিন। মা!

বীরাবাঈ। কুতুবউদ্দিন!

কুতুবউদ্দিন। মা! জীবনে যদি জয় চাস্—আমার সঙ্গে চলে আয়—

ভীমসিংহ। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে ভারত-নারীকে গজনীতে নিয়ে যেতে দেব না। [অস্ত্রধারণ]

কুতুবউদ্দিন। সামান্য ক্রীতদাস থেকে যে নিজের কর্ম্মদক্ষতায় গজনীশ্বরের প্রধান সেনাপতি হতে পারে, সে অস্ত্রের ভয় করে না।

[উভয়ের যুদ্ধ, ভীমসিংহ পরাজিত হইল।]

নরনাথ। কে আছো—মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি কর! রক্ষী প্রহরীদের সংবাদ দাও।

কুতুবউদ্দিন। রক্ষি-প্রহরীগণ আসবার আগেই কুতুবউদ্দিন এখান থেকে চলে যাবে। মা, এই শৃঙ্খলে সেনাপতিকে বন্দী কর।
[কুতুবউদ্দিন ভীমসিংহের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ধরিলেন, বীরাবাঈ ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন।

বীরাবাঈ। নমস্কার। [প্রস্থান

নরনাথ। এই—এই খবরদার—[অগ্রসর

কুতুবউদ্দিন। সাবধান, আর এক পা অগ্রসর হলে আমি তোমায় হত্যা করবো। [প্রস্থান

নরনাথ। যা বাবা—সব ফক্কা।

ভীমসিংহ। আপনার জন্যই আমার এ অবস্থা হলো।

নরনাথ। কি রকম? তুমি বীরত্ব দেখিয়ে লৌহ শৃঙ্খল পুরস্কার পেলে, তবু আমার দোষ।

ভীমসিংহ। আমি আপনার নামে মহারাজের কাছে অভিযোগ করবো।

নরনাথ। থাক না ভায়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি?

ভীমসিংহ। ব্রাহ্মণের এই অনাচারের আমি প্রশ্রয় দেবো না।

নরনাথ। তাহ'লে যে ভায়া তুমিও বাদ যাবে না।

ভীমসিংহ। দেখা যাবে।

নরনাথ। রাগ থামাও ভায়া! সব গায়ে মেখে গুটী গুটী সরে পড়ি চল! [ভীমসিংহের শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন]

ভীমসিংহ। তখন যদি খুলে দিতেন, ব্যাটা ছোটলোকটাকে একবার দেখে নিতুম। [প্রস্থান।

নরনাথ। ও বাবা! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। [প্রস্থান

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

কনোজ প্রাসাদ।

সংযুক্তা বসিয়াছিলেন। সখীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল।

সখীগণ। **গীত।**

খেলাঘরের খেলা শেষে সাজবে সখী বধূর বেশে।
দখিণ হাওয়ায় দুলবে দোলায় প্রিয়র সাথে ফাগুন রাতে।
দোদুল দোলায় দোল খেয়ে হায়—
লুটিয়ে যাবে সাথির বুকে' মৃদু হাসি হেসে।

সংযুক্তা। তোমরা যাও—আজ আমার কিছু ভাল লাগছে না।

১ম সখী। আজ যে তোমার জন্ম-উৎসব।

সংযুক্তা। উৎসব হবে না। যাও—[সখীগণের প্রস্থান।] যে দেশের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে, সে দেশের রাজকুমারীর জন্ম-উৎসবে আমোদ-আহ্লাদ করা সাজে না। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ যাই হোন্, তবু তিনি বীর।

কতকগুলি ছবি লইয়া তরঙ্গের প্রবেশ

তরঙ্গ। রাজকুমারী!

সংযুক্তা। কে?

তরঙ্গ। আমি, ছবিওয়ালী।

সংযুক্তা। ও—তা এখানে কি চাও?

তরঙ্গ। ছবি বিক্রী করতে এসেছিলাম, রাণীমা বললেন আপনাকে ছবি দেখাতে।

সংযুক্তা। তুমি এ বয়সে ছবি বিক্রি কর?

তরঙ্গ। কি কব্বি বলুন, পোড়া পেটে তো কিছু দিতে হবে, তাই এই স্বাধীন ব্যবসাই করছি।

সংযুক্তা। কি কি ছবি আছে?

তরঙ্গ। এই দেখুন না, —অনেক রকম ছবি আছে।

সংযুক্তা। কই দেখি—

তরঙ্গ। এই দেখুন—আদ্যাশক্তি মহামায়ার দনুজদলনী মূর্ত্তি।

সংযুক্তা। মহিষমর্দ্দিনী আদি মাতা জগৎ-জননী—

তরঙ্গ। এই দেখুন—শ্রীরামচন্দ্রের ছবি।

সংযুক্তা। নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম—আজানু-লম্বিত-বাহু—সুন্দর মূর্ত্তি।

তরঙ্গ। এই দেখুন—কুরু বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেবের ছবি—

সংযুক্তা। রাজনীতি বিশারদ মহাজ্ঞানী কুরু-বৃদ্ধ পিতামহ—

তরঙ্গ। এই দেখুন—সুভদ্রা হরণের ছবি—

সংযুক্তা। চমৎকার! পতি রথী, পত্নী সারথি, যদুবীরগণ বাধা দিচ্ছে, পতি যুদ্ধ কচ্ছে—আর পত্নী তীরবেগে রথ চালিয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গ। কেমন, মনের মত ছবি আছে কিনা?

সংযুক্তা। আচ্ছা, তোমার কাছে কোন রাজা বা রাজকুমারের ছবি নেই?

তরঙ্গ। কেন থাকবে না। এই দেখুন—

সংযুক্তা। এ কার ছবি?

তরঙ্গ। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের—

সংযুক্তা। এই পৃথ্বীরাজ—

তরঙ্গ। হ্যাঁ রাজকুমারী! কেমন সুন্দর দেখুন দেখি! ঠিক যেন দ্বাপর যুগের অর্জ্জুন। টানা টানা চোখ, প্রশস্ত ললাট—

সংযুক্তা। থাক্, আর বলতে হবে না। আমি তাঁকে জানি। ছেলেবেলায় আমি তাঁকে দেখেছি।

তরঙ্গ। উনি বুঝি আপনার আত্মীয়—

সংযুক্তা। হ্যাঁ, আচ্ছা সংসারে তোমার কে আছেন?

তরঙ্গ। কেউ নেই।

সংযুক্তা। পিতা-মাতা?

তরঙ্গ। তাঁদের কথা মনে পড়ে না। আমি পরের কাছেই মানুষ হয়েছি।

সংযুক্তা। তোমার বিয়ে হয় নি?

তরঙ্গ। না।

সংযুক্তা। কেন?

তরঙ্গ। বর পছন্দ হয় নি তাই—

সংযুক্তা। এত দেশ ঘুরে বেড়াও-আর তোমার মনের মত বর পাচ্ছ না?

তরঙ্গ। যাকে পছন্দ হয়, সে আমার মত ছবিওয়ালীকে বিয়ে করতে চায় না, আর যাকে পছন্দ হয় না, সে আমার পেছু পেছু ঘুরে বেড়ায়।

সংযুক্তা। আচ্ছা, তুমি কি রকম বর চাও?

তরঙ্গ। সে কথা থাক, ছবির দাম দিন, চলে যাই।

সংযুক্তা। আর তোমায় ছবি বিক্রি করতে হবে না।

তরঙ্গ। সে কি! ছবি বিক্রি না করলে পেট চলবে কি করে?

সংযুক্তা। তুমি যদি আমার একটা কাজ করে দাও, আমি তোমায় অনেক টাকা দেব।

তরঙ্গ। কি কাজ বলুন ?

সংযুক্তা। তোমায় একবার দিল্লী যেতে হবে।

তরঙ্গ। ও বাবা, সে যে অনেক দূর—

সংযুক্তা। এই যে বললে সামান্য টাকার জন্যে দেশে দেশে ছবি বিক্রি করতে যাও।

তরঙ্গ। হ্যাঁ—তা যাই বটে, তা বলে দিল্লী—

সংযুক্তা। তোমার কোন ভয় নেই।

তরঙ্গ। সেখানে গিয়ে কি করতে হবে ?

সংযুক্তা। আমি একখানা পত্র লিখে দেব, সেই পত্রখানি গোপনে দিল্লীশ্বরকে দিয়ে তার একটা উত্তর নিয়ে আসবে।

তরঙ্গ। ও, বৃন্দাবনে বৃন্দেদূতিব কাজ ?

সংযুক্তা। হ্যাঁ, পারবে ?

তরঙ্গ। তা আপনি যদি টাকা-কড়ি দেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সংযুক্তা। হ্যাঁ···পত্রের কথা কনোজ বা দিল্লীতে যেন প্রকাশ না হয়।

তরঙ্গ। সে কি—প্রেমের কথা কি প্রকাশ করতে আছে ?

সংযুক্তা। তুমি বুদ্ধিমতি।

তরঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক ধরেছেন।

সংযুক্তা। তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি। [প্রস্থান]

তরঙ্গ। হা আমার বরাত, যাকে চাই তাকে পাই না, যাকে চাই না, সে আমার লোভ ছাড়ে না।

উদয়চাঁদের প্রবেশ

উদয়। দিদি! ও দিদি—

তরঙ্গ। আ—আপনি বুঝি রাজকুমার?

উদয়। হ্যাঁ, তুমি কে?

তরঙ্গ। আমি ছবিওয়ালী, রাজকুমারীর কাছে ছবি বিক্রি করতে এসেছি।

উদয়। দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

তরঙ্গ। হয়েছে।

উদয়। দিদি কোথায়?

তরঙ্গ। ভেতরে গেছেন, এখুনি আসবেন।

উদয়। দিদি! ও দিদি! [অগ্রসর]

তরঙ্গ। আপনি একটু দাঁড়ান। [বাধা দিয়া]

উদয়। কেন?

তরঙ্গ। আপনার দিদি যে বলে গেলেন।

উদয়। কি বলেছে?

তরঙ্গ। বলেছেন—যে—

উদয়। বল—

তরঙ্গ। ওই যে নামটা···পেটে আসছে মুখে আসছে না···হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

উদয়। কি?

তরঙ্গ। বলেছেন, আপনাকে ছবি দেখাতে।

উদয়। আমি ছবি দেখব না, যাও—

তরঙ্গ। দেখুন না, কত ভাল ভাল—

উদয়। যাও, আমায় বিরক্ত করো না।

তরঙ্গ। কি বলেই বা আটকে রাখি।

উদয়। দিদি—দিদি—

[পুনঃ সংযুক্তার প্রবেশ]।

সংযুক্তা। উদয়—

উদয়। দিদি, দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক তোকে দেখতে এসেছে, আর তুই ঘরের কোণে চুপটি করে বসে আছিস?

সংযুক্তা। আজ আমার শরীর ভাল নেই, আমি কাউকে দর্শন দিতে পারব না।

উদয়। সে হবে না দিদি, তোকে যেতেই হবে।

সংযুক্তা। ছিঃ, অবাধ্য হতে নেই। তুই যা ভাই—

উদয়। তোকে ছেড়ে আমি এক পাও কোথাও যাব না।

তরঙ্গ। দিদির কথা না শোনা আপনার অন্যায় হচ্ছে রাজকুমার।

উদয়। দিদি, এ মেয়েটা কে বল ত?

সংযুক্তা। ও ছবিওয়ালী।

উদয়। তোমার নাম?

তরঙ্গ। তরঙ্গ।

উদয়। দিদির ছবি নেওয়া হয়েছে. তবু তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সংযুক্তা। দাঁড়িয়ে আছে। [কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] তোর গান শুনবে বলে, না?

তরঙ্গ। শুনেছি রাজকুমার খুব ভাল গান জানেন। তাই একখানা শিখব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

উদয়। তুমি তো ছবি বিক্রি করে বেড়াও, গান শিখে কি করবে ?

তরঙ্গ। দেশে দেশে গেয়ে বেড়াবো। বলবো, যে কনোজের রাজকুমারের কাছ থেকে এই গান শিখেছি।

সংযুক্তা। তাতে আমাদের উদয়কে লোকে খুব ভাল বলবে, না ?

তরঙ্গ। নিশ্চয়ই।

উদয়। তবে শোন।

গীত।

ধন্য আমি—
ভারত মাতার চরণ চুমি।
সুজলা সুফলা স্বদেশ আমার,
জগতের বুকে তুলনা নাই যাহার,
সেই সে আমার পুণ্য জন্মভূমি।
শিরে শোভিত রজত ভূধর,
বক্ষে বহে নদ-নদী খরতর,
বিশাল বারিধি আছে পদতলে ধন্য হয়ে পুণ্যভূমির চরণ চুমি।

[এই গানের মধ্যে সংযুক্তা উদয়ের অলক্ষ্যে তরঙ্গকে পত্র দিলে তরঙ্গ পত্রখানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।]

তরঙ্গ। ~~আহা হা—চমৎকার গান~~। আচ্ছা রাজকুমার, আর একদিন এসে আপনার গান শুনে যাবো।

উদয়। দিদি, মেয়েটা পাগল না কি রে ?

সংযুক্তা। হ্যাঁ ভাই!

উদয়। চল না দিদি আমরা সভায় যাই।

সংযুক্তা। না গেলে চলবে না ?

উদয়। না দিদি, তোকে যেতেই হবে।

[সংযুক্তাকে লইয়া প্রস্থান।

[জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ! ঈশ্বর! পৃথ্বীরাজ কোন গুণে আজ পৃথিবীর রাজা হতে চলেছে?

[নরনাথের প্রবেশ।

নরনাথ। মহারাজ! সভাসদগণ আপনার দর্শন আশায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

জয়চাঁদ। সভাসদগণকে বলুন, আমি অসুস্থ—আজ তাঁদের দর্শন দিতে পারবো না।

নরনাথ। মহারাজ, আপনার মত মহৎ ব্যক্তির এ অভিমান সাজে না।

জয়চাঁদ। অভিমান নয় ব্রাহ্মণ, নাগোরার পরাজয় আমার বক্ষে সপ্তশেল বিদ্ধ করেছে।

নরনাথ। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে মহারাজ!

জয়চাঁদ। আমি পরাজয় চাই না, চাই জয়।

নরনাথ। জয়ের নেশায় আত্মহারা হলে চলবে না। যুদ্ধ জয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

জয়চাঁদ। বলতে পারেন ব্রাহ্মণ—কোন শক্তিবলে আমি পৃথ্বী-রাজকে জয় করতে পারি?

নরনাথ। আমি পূজারী ব্রাহ্মণ—যুদ্ধের ব্যাপার কি করে বলি বলুন? তবে এ কথা বলতে পারি, যদি শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধ করেন জয় আপনার অনিবার্য্য।

জয়চাঁদ। জয় হবে?

নরনাথ। নিশ্চয়ই হবে।

জয়চাঁদ। সভাসদগণকে বলুন, আমি সভায় যাচ্ছি।

নরনাথ। মহারাজের জয় হোক্।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে অগ্রসর হব। আমি একবার দেখতে চাই পৃথ্বীরাজ কত শক্তিধর?

(তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ)

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ অসীম শক্তিধর!

জয়চাঁদ। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজের শক্তির পরিচয় পেয়ে রাজা অনঙ্গপাল তাকেই দিয়ে গেছেন দিল্লীর সিংহাসন।

জয়চাঁদ। না গুরুদেব, পৃথ্বীরাজ চক্রান্ত করে বৃদ্ধ মাতামহের হাত থেকে দিল্লীর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি ভুল বুঝেছ রাজা!

জয়চাঁদ। আদিম যুগ থেকে চলে আসছে—জ্যেষ্ঠই চিরদিন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভ-জাত পুত্র আমি—তাই দিল্লীর সিংহাসনে একমাত্র অধিকার আমার। পৃথ্বীরাজ কনিষ্ঠার গর্ভজাত তাই দিল্লীর সিংহাসনে তার কোন অধিকার নেই।

তুঙ্গাচার্য্য। আমার অনুরোধ রাজা, দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ভায়ে ভায়ে বিবাদ করে শক্তিক্ষয় করো না।

জয়চাঁদ। এ বিবাদ নয় গুরুদেব, এ আমার ন্যায্য দাবী।

তুঙ্গাচার্য্য। এ দাবী আদায় করতে গেলে—তোমার জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হবে।

জয়চাঁদ। কেন গুরুদেব?

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতবর্ষ গ্রাস করতে ভারতের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে মহম্মদঘোরী। যখনই তোমরা ভায়ে ভায়ে কলহে মেতে উঠবে, তখনই সে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে ভারতবর্ষ কেড়ে নেবে!

জয়চাঁদ। জয়চাঁদ দুর্ব্বল নয় গুরুদেব, মহম্মদঘোরীকে বাধা দেবার শক্তি তারও আছে।

তুঙ্গাচার্য্য। পাশ্চাত্য অভিযানকে কোন রাজা একা বাধা দিয়ে কোনদিন জয়ী হতে পারে নি। জয়পালই তার জীবন্ত প্রমাণ।

জয়চাঁদ। জয়পাল ভীরু দুর্ব্বল, কিন্তু জয়চাঁদ বীর।

তুঙ্গাচার্য্য। বীরত্বের অভিমানে স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিও না রাজা।

জয়চাঁদ। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি রাজা, পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের বিবাদের মীমাংসা যদি না হয়—জয়লক্ষ্মী মহম্মদ ঘোরীর গলায় জয়মাল্য দেবে।

জয়চাঁদ। বৈদেশিক শক্তিকে বাধা দেবার জন্য—আমি অচিরেই শক্তি সঞ্চয়ের আয়োজন করবো।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজকে বাদ দিয়ে শক্তি সঞ্চয় হতে পারে না।

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজের যদি ইচ্ছা হয় আমার পতাকাতলে সমবেত হবে।

তুঙ্গাচার্য্য: জয়চাঁদ!

জয়চাঁদ। আমি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছি—

তুঙ্গাচার্য্য। কোন গুণে তুমি রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী?

জয়চাঁদ। রাঠোররাজ জয়চন্দ্র কি রাজচক্রবর্তী নাম ধারণের উপযুক্ত নয়?

তুঙ্গাচার্য্য। না।

জয়চাঁদ। ভুলে যাবেন না গুরুদেব, ভারতে রাজসূয় যজ্ঞে যদি কারও অধিকার থাকে—সে আছে একমাত্র আমার।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ, তোমার চেয়েও শক্তিশালী রাজা ভারতে আছে।

জয়চাঁদ। জানি গুরুদেব, আমার চেয়ে শক্তিশালী রাজা পৃথ্বীরাজ।

তুঙ্গাচার্য্য। সত্য।

জয়চাঁদ। কিন্তু আমি থাকতে রাজসূয় যজ্ঞে তার কোন অধিকার নেই।

তুঙ্গাচার্য্য। কেন?

জয়চাঁদ। জ্যেষ্ঠ না হলে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী হয় না, তাই কুরুরাজ দুর্য্যোধন মহামানি সম্রাট হয়েও রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারেন নি। যজ্ঞ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি কি মনে কর ভারতের রাজন্যবর্গ সাদরে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন?

জয়চাঁদ। রাজসূয় যজ্ঞ শেষে আমার আদরিণী কন্যা সংযুক্তা স্বয়ম্বরা হবে। [illegible] সংযুক্তার বরমাল্য লাভের আশায় বহু রাজা মহারাজাই আমার দ্বারস্থ হবেন।

তুঙ্গাচার্য্য। সংযুক্তার মনের কথা জেনেছো?

জয়চাঁদ। কি?

তুঙ্গাচার্য্য। কাকে সে ভালবাসে?

জয়চাঁদ। সরলা বালিকা সে—তার মনে এ বাসনা জাগতে পারে না। আমার মনোনীত ব্যক্তির গলায় সে বরমাল্য দেবে।

তুঙ্গাচার্য্য। তোমার জন্যে সে মৃত্যু বরণ করতে পারে সত্য, কিন্তু তোমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির গলায় বরমাল্য দেবে না।

জয়চাঁদ। না—তা হতে পারে না।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চন্দ্র, সংযুক্তাকে যদি যোগ্য ব্যক্তির করে সমর্পণ করতে চাও, তবে তুমি নিজে গিয়ে পৃথ্বীরাজকে কনোজে নিয়ে এসো।

জয়চাঁদ। সেই গর্ব্বিত চৌহানের কাছে রাঠোররাজ কখনই মাথা নত করবে না।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞ যদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে চাও—তবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেমন দুর্য্যোধনকে ডেকে এনে তার করে যজ্ঞ ভার অর্পণ করেছিলেন, তুমিও তেমনি পৃথ্বীরাজকে নিয়ে এসে তার করে যজ্ঞ ভার অর্পণ কর।

জয়চাঁদ। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। ছোট ভাইকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে এলে বড় ভাইয়ের মান যায় না—সম্মান বাড়ে।

জয়চাঁদ। আমার ডাকে পৃথ্বীরাজ কনোজে আসবে?

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি যদি স্নেহের দাবীতে তাকে আদেশ কর, সে নতশিরে তোমার আদেশ পালন করবে। রাজা! জয়চাঁদ আর পৃথ্বীরাজের মিলনে ভারতবর্ষে নবযুগ সৃষ্টি হবে—ভারতের শত্রুগণ ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে। জয়চন্দ্র! আমার অনুরোধ—তুমি নিজে গিয়ে পৃথ্বীরাজকে কনোজে নিয়ে এসো।

[প্রস্থান]

জয়চাঁদ। তাই যাবো গুরুদেব! আমি নিজে গিয়ে পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবো কনোজে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মেঘার প্রবেশ

মেঘা। না, তা হতে পারে না রাজা!

জয়চাঁদ। কে তুমি?

মেঘা। তোমার স্বার্থ সিদ্ধি করতে যাদের তুমি নাগোরায় বলি দিয়ে এলে, আমি তাদের মা!

জয়চাঁদ। তুমিই মেঘা?

মেঘা। হ্যাঁ, তোমার জন্যই আমি পুত্র বলি দিয়েছি রাজা।

জয়চাঁদ। তোমার দানের বিনিময়ে আমি তোমায় কনোজের সিংহাসন দেব—নেবে?

মেঘা। না, সিংহাসন আমি চাই না। আমি চাই—

জয়চাঁদ। কি চাও?

মেঘা। পৃথ্বীরাজের রক্ত।

জয়চাঁদ। মেঘা!

মেঘা। বল আমার আশা পূর্ণ করবে?

জয়চাঁদ। যদি না পারি—

মেঘা। মনে যদি সাহস থাকে—নিশ্চয়ই পারবে। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু কামনা করতে আমি করি শব সাধনা—তুমি কর যুদ্ধ ঘোষণা।

জয়চাঁদ। যদি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে?

মেঘা। রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণে এলে—এখানেই তাকে বলি দেব—

জয়চাঁদ। আমার নিমন্ত্রণ যদি প্রত্যাখ্যান করে?

মেঘা। রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত রাজন্যবর্গের সামনে তাকে অপমানে লাঞ্ছনায় ধিক্কারে ক্ষেপিয়ে তুলবে। এ সংবাদ যখন তার কানে পৌঁছবে, তখন নিশ্চয়ই সে নীরব থাকবে না।

জয়চাঁদ। রাজসূয় যজ্ঞের পরও যদি সে যুদ্ধে অগ্রসর না হয়, তবে ভারতের বুক থেকে চৌহানের গৌরব চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

মেঘা। সেই সঙ্গে তুমিও পাবে দিল্লীর সিংহাসন। রাজসূয় যজ্ঞে সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করে বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করবে রাঠোর সম্রাট জয়চাঁদ।

জয়চাঁদ। তোমার আশা পূর্ণ হবে?

মেঘা। নিশ্চয়ই হবে। মা কালীর নামে শপথ করে বল পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তুমি মিত্রতা করবে না।

জয়চাঁদ। আদ্যাশক্তি কালীর নামে শপথ করে বলছি, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আমি কোনদিন মিত্রতা করব না?

মেঘা। যদি সে তোমার কাছে ক্ষমা চায়?

জয়চাঁদ। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

মেঘা। এ শপথ তোমার মনে থাকবে?

জয়চাঁদ। আমরণ মনে থাকবে।

[প্রস্থান]

মেঘা। মা মঙ্গলময়ী—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান]

———

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—প্রাসাদ।

[চারিদিক দেখিতে দেখিতে তরঙ্গের প্রবেশ।]

তরঙ্গ। বাবা—কি বিশ্রী বাড়ী! তিনদিন ঘুরেও রাজার বিশ্রাম কক্ষ ঠিক করতে পারলাম না। কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পাচ্ছি না। কি জানি, হয়তো গুপ্তচর মনে করে সিপাই দিয়ে ধরিয়ে দেবে। ও কি! সামনে একটা সিঁড়ি রয়েছে না—যাই, উঠে গিয়ে দেখি কি হয়। [অগ্রসর]

[গোবিন্দর প্রবেশ।]

গোবিন্দ। গুপ্তপথ দিয়ে কে যায় রাজার বিশ্রাম কক্ষে?

তরঙ্গ। এই রে বাবা! [এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইল]

গোবিন্দ। কে তুমি?

তরঙ্গ। চিনতে পারছেন না, আমি আপনাদের দাসী।

গোবিন্দ। মিথ্যা কথা। দাস-দাসীরা কোনদিন গুপ্তপথ দিয়ে রাজার বিশ্রাম কক্ষে যায় না।

তরঙ্গ। আমি ত রাজার বিশ্রাম কক্ষে যাই নি।

গোবিন্দ। কোথায় যাচ্ছিলে?

তরঙ্গ। এইদিকে একটু কাজ ছিল, তাই—

গোবিন্দ। না, বিশ্বাস হয় না।

তরঙ্গ। কেন?

গোবিন্দ। তুমি রাজবাড়ীর দাসী নও।

তরঙ্গ। সে কি?

গোবিন্দ। রাজবাড়ীতে এত সুন্দরী দাসী নেই।

তরঙ্গ। বা রে, আমি যে নূতন ভর্ত্তি হয়েছি।

গোবিন্দ। না—হতে পারে না। সত্য বল, কে তুমি?

তরঙ্গ। আমার সব কথাই যদি আপনার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়—আর কি বলি বলুন?

গোবিন্দ। আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি—যদি বলতে পার আমি কে?

তরঙ্গ। [কিছুক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া] আপনি তো রাজার ভাই।

গোবিন্দ। আমার নাম।

তরঙ্গ। নাম! আ-হা-হা কি কঠিন প্রশ্নই করলেন। যার নাম বিশ্ববিখ্যাত, তাঁর নাম আর আমি জানি না।

গোবিন্দ। বল, আমার নাম কি?

তরঙ্গ। ছিঃ, মানি লোকের নাম বুঝি সামনা-সামনি বলতে আছে?

গোবিন্দ। তার মানে আমার নাম তুমি জান না।

তরঙ্গ। জানলেও বলবো না।

গোবিন্দ। কেন?

তরঙ্গ। আপনার নাম ধরে ডাকতে বুঝি আমার লজ্জা করে না।

গোবিন্দ। ভণিতা রাখ, সত্য বল—তুমি কে?

তরঙ্গ। সত্যি বলছি—আমি আপনাদের দাসী।

গোবিন্দ। এবার আমি তোমায় হত্যা করব। [অস্ত্রধারণ]

তরঙ্গ। না-না, আমায় মারবেন না, তাতে আপনার কোন লাভ হবে না।

গোবিন্দ। তুমি শত্রুর গুপ্তচর। সেই অপরাধে তুমি আমার বাধ্য। [তরঙ্গকে হত্যায় উদ্যত]

[দ্রুত পৃথ্বীরাজের প্রবেশ]

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ!

গোবিন্দ। দাদা!

পৃথ্বীরাজ। শুনিয়াছ ভাই—
মহম্মদ ঘোরী আসিতেছে—
আক্রমণ করিতে ভারত?

গোবিন্দ। কোন স্পর্দ্ধায় তুরুকদল
আসে বারে বারে ভারতের দ্বারে?

পৃথ্বীরাজ। শস্য-শ্যামলা ভারতের
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নেহারি
মরুভূমি হতে ছুটে আসে
তাতার তুরুকদল
ভারতের সুশীতল পানীয়ের তরে।

গোবিন্দ। মামুদ কাশিম সম—
মহম্মদ ঘোরীও কি চায় ভারত লুণ্ঠিতে?

পৃথ্বীরাজ। নাহি জানি কিবা চায় মহম্মদ ঘোরী!
পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক লয়ে
খাইবার গিরিপথ পারে
সুযোগের আছে অপেক্ষায়।

গোবিন্দ। কেমনে জানিলে তুমি ঘোরীর সংবাদ?

পৃথ্বীরাজ। পঞ্চনদ সামন্ত রাজন—
সবিনয়ে জানাইয়া গেল মোরে
মহম্মদ ঘোরীর আগমন বারত্তা।

গোবিন্দ। বল দাদা, এবে কিবা কর্ত্তব্য মোদের?

পৃথ্বীরাজ। সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গে
সমবেত করি
বাধা দিব মোরা ঘোরীর সেনায়।

গোবিন্দ। খাইবার গিরিপথ পারে
কেমনেতে বাধা দিবে তারে?

পৃথ্বীরাজ। খাইবার গিরিপথে বাধা নাহি দিব।
বাধা দিব মোরা—আসিবে যেদিন ঘোরী
বিশাল বাহিনী সাথে সিন্ধুনদ তীরে—
সেইদিন তাতার তুরুক রক্তে,
সিন্ধুর সুনীল নীর
লাল হয়ে মিশে যাবে আরব সাগরে।

গোবিন্দ। আসুক ভারতে তাতার তুরুক দল
তাহে নাহি ভয় মোর, শুধু ভয় দাদা—
মিত্রবেশী শত্রু গুপ্তচরে।

পৃথ্বীরাজ। কোথায় হেরিলে গুপ্তচর?

গোবিন্দ। অনুমান মোর এই নারী—
গুপ্তচর বেশে পশি দিল্লীর প্রাসাদে
গোপন বারতা লয়ে, ধন্য হবে
শত্রুপুরে দিয়ে সমাচর।

পৃথ্বীরাজ। সত্য কহ নারী—কেবা তুমি?

তরঙ্গ । হে রাজন্, শত্রু নহি আমি—মিত্র তব ।

পৃথ্বীরাজ । কি কারণ পশিয়াছ দিল্লীর প্রাসাদে ?

তরঙ্গ । গোপন বারতা লয়ে
বহু আশে আসিয়াছি তব পাশে !

পৃথ্বীরাজ । ত্বরা করি কহ কি বারতা লয়ে
আসিয়াছ দিল্লীশ্বর পাশে ?

তরঙ্গ । অন্যের সম্মুখে কেমনে কহিব
সেই গোপন বারতা ?

পৃথ্বীরাজ । গোবিন্দ চির সহচর আমার !
রামের লক্ষ্মণ সম
চিরদিন আজ্ঞাবাহী মোর ।
তার পাশে নাহি তব সঙ্কোচ কারণ !

তরঙ্গ । থাকে যদি প্রেমপত্র ?

পৃথ্বীরাজ । রাজার প্রেমিকা হবে যেবা
গোপন বারতা কিছু নাহি রবে তার ।

তরঙ্গ । হে রাজন্ ! করহ গ্রহণ
কনোজ কুমারীর কাতর নিবেদন । [পত্রদান]

[পৃথ্বীরাজ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন]

গোবিন্দ । কনোজ কুমারী ?

তরঙ্গ । হ্যাঁ প্রভু, জয়চাঁদ রাজার কন্যা
সংযুক্তা তাহার নাম ।

গোবিন্দ । ও—সংযুক্তা লিখিয়াছে এই পত্র ?

তরঙ্গ । ওই পত্র লয়ে কনোজ হইতে—
কত ক্লেশে আসিনু দিল্লীতে,

নাহি দিয়ে তার যোগ্য পুরস্কার
হত্যা করিতে আমায় তুলিলে কৃপাণ।

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। দাদা!

[সমরসিংহের প্রবেশ]

সমরসিংহ। শুনিয়াছ দিল্লীশ্বর—
রাজসূয় যজ্ঞ করে কনোজ ঈশ্বর?

পৃথ্বীরাজ। শুনিয়াছি মহারাণা, আর—
পত্র লিখিয়াছে সংযুক্তা আমায়—
যজ্ঞ শেষে হবে স্বয়ম্বর তার।
সেই স্বয়ম্বর সভামাঝে
চাহে বালা বরমাল্য তার
মম গলে করিতে অর্পণ।

সমরসিংহ। বুঝিয়াছি রাজা—
তোমাগত সংযুক্তার মন।

তরঙ্গ। বার বার লিখিয়াছে সরলা বালিকা
স্বয়ম্বর সভামাঝে পায় যেন দিল্লীশ্বরে।

পৃথ্বীরাজ। জানি আমি সরলা বিমুগ্ধচিতা
পুলকিতা বালা প্রেম লোভে
মম করে সঁপেছে হৃদয়।

সমরসিংহ। চতুর ভূপাল কনোজ ঈশ্বর!
রাজসূয় যজ্ঞ করি
শক্তিরে লভিয়া

সংযুক্তায় দানিয়া সুযোগ্য বরে—
মহাবলে হয়ে বলিয়ান
হবে আগুয়ান দিল্লী অধিকারে।

গোবিন্দ। হে অগ্রজ দেহ আদেশ আমায়—
বিশাল বাহিনী লয়ে
কনোজ আক্রমণ করিয়া
পণ্ড করি রাজসূয় যাগ
দণ্ড দিয়া রাঠোর ঈশ্বরে
সংযুক্তায় এনে দিই তব পাশে!

পৃথ্বীরাজ। ওরে ভাই! ভারতের এ ঘোর দুর্দ্দিনে
জয়চাঁদ সনে মাতিলে সংগ্রামে
সোণার ভারত গ্রাসিবে তুরুকদল!

সমরসিংহ। তুরুকের ভয়ে থাকিলে নীরব
দিল্লীর সিংহাসন দিতে হবে রাঠোর করে।

পৃথ্বীরাজ। যাক্ রাজ্য, রাজসিংহাসন,
তবু রাঠোর চৌহানে বিবাদ করিয়া
ভারতের স্বাধীনতা
নাহি দিব তুরুকের করে।

গোবিন্দ। ব্যর্থ হবে সতীর সাধনা?

পৃথ্বীরাজ। সতীরে রক্ষিতে হলে, গৌরব বিক্রম বল
সব যাবে রসাতলে।

তরঙ্গ। হে রাজন, নিরজনে বসি গাঁথি মালা
তোমারই তরে আঁখিনীরে
সংযুক্তা ভাসিছে নিশিদিন।

পৃথ্বীরাজ। বলো সংযুক্তায়—
অন্যজনে বরমাল্য করিয়া অর্পণ
সার্থক সফল করে যেন জীবন তাহার।

তরঙ্গ। চিনি আমি ভাল তারে।
দেহে তার থাকিতে জীবন
অন্যজনে নাহি দিবে বরমাল্য তার।

গোবিন্দ। জয়চাঁদের নিমন্ত্রণ করিবে না গ্রহণ?

পৃথ্বীরাজ। না ভাই! রাজসূয় নিমন্ত্রণ
করিয়া গ্রহণ
দিল্লীশ্বর কনোজের অধীনতা
কভু নাহি করিবে স্বীকার।

সমরসিংহ। দূত মুখে শুনেছি শ্রবণে
রাঠোরের রাজসূয় যজ্ঞে—
তুমি যদি নাহি যাও নিমন্ত্রণ—
প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোমার
প্রহরীর বেশে রাখি দ্বারদেশে
অপমানে হতমান করিবে তোমায়!

পৃথ্বীরাজ। আমার প্রহরীমূর্ত্তি রাখি দ্বারদেশে
হয় যদি তার গৌরব প্রচার
হোক্,—কিবা ক্ষতি তাহে মোর?

গোবিন্দ। দাদা!

পৃথ্বীরাজ। ওরে "মানীর না মান যায়
প্রতিমূর্ত্তি লাঞ্ছিলে তাহার"।

তরঙ্গ। মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। জানি আমি আমারি কারণ
সংযুক্তা সুন্দরী সেথা আছে অপেক্ষায়,
কিন্তু নাহিক উপায়।
সংযুক্তা কারণে যদি করি বলক্ষয়—
রাজধর্ম্ম সমুদয়—
ডালি দিতে হবে মোরে তুরুকের করে।

তরঙ্গ। বুঝেছে সংযুক্তা সতী তুমি পতি তার।
মানস-মহিষী সে তোমার।
তুমি যদি নাহি লও বরমাল্য তার—
আত্মহত্যা করি সংযুক্তা সুন্দরী
সতীর মর্য্যাদা তার রাখিবে ধরায়।

পৃথ্বীরাজ। দেবি!

গোবিন্দ। দাদা, থাক তুমি রাজধর্ম্ম লয়ে।
শুন নারী, তুচ্ছ করি নিজপ্রাণ
আমি যাবো কনোজ নগরে
চৌহান কৃপাণে চূর্ণ করি
রাঠোরের দর্প অভিমান
সংযুক্তায় আনি দিল্লীর প্রাসাদে
রাম-সীতারূপে একাসনে বসাইব দোঁহে।

[গীতকণ্ঠে·চাঁদকবির প্রবেশ।

চাঁদকবি। [গীত

জাগো বীর—
ভারত নারীর রাখো মান।
বসি নিরজনে কাঁদে একমনে আঁখিনীরে ভাসায়ে বয়ান।

ধ্যানের প্রতিমা ডেকেছে তোমায়,
মুছাও তুমি তার অশ্রুধারায়,
আন তারে রাজপুরে—
জীবন বীণায় তুলিয়া তান,
সতীর প্রেমের দাও প্রতিদান।

পৃথ্বীরাজ। চাঁদকবি!

চাঁদকবি। হে রাজন্, কনোজ নগরে গিয়া
সংযুক্তায় লয়ে এসো দিল্লীর প্রাসাদে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। মহারাণা!

সমরসিংহ। হে রাজন্, কিবা চিন্তা তব?
মেবারের রাণা যতদিন রহিবে জীবিত
ততদিন নাহি সাধ্য তুরুকের
সিন্ধুপারে করিতে প্রবেশ।

তরঙ্গ। মহারাজ! আহার নিদ্রা ত্যজিয়া
সংযুক্তা সুন্দরী
পত্রের উত্তর আশে আছে অপেক্ষায়।

পৃথ্বীরাজ। লহ দেবী রত্নহার মোর! [হার দিলেন]
এই রত্নহার দিয়া বলো সংযুক্তায়
যথাকালে হবে মিলন মোদের।

তরঙ্গ। [হার লইয়া] মহারাজ মিনতি চরণে তব—
কুমারীর বাসনা পুরায়ে
মহত্ত্ব তোমার রাখিও মহীতে।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। মহারাণা মেবার ঈশ্বর!
সংযুক্তার তরে যাবো আমি কনোজ নগরে।
সেই অবসরে সুশিক্ষিত সেনাদল লয়ে
রবে তুমি প্রহরায় সিন্ধুনদ তীরে।

সমরসিংহ। দিল্লীর প্রাধান্য রাখিয়া ভারতে
মেবার ঈশ্বর নতশিরে পালিবে আদেশ তব।

[প্রস্থান]।

গোবিন্দ। দেহ অনুমতি দাদ।—
সুশিক্ষিত সেনাদল লয়ে
মহারবে ঘোর ঝঞ্ঝা কবিয়া সৃজন—
আক্রমণ করিব কনোজ নগরী—
খণ্ড খণ্ড করি তারে ফেলে দেব
গাঙ্গিনীর নীরে।

পৃথ্বীরাজ। ওরে না—না,
ছদ্মবেশে যাবো মোরা কনোজ নগরে!

গোবিন্দ। দাদা!

পৃথ্বীরাজ। হ'লে প্রয়োজন
জানাবো তোমায় অতি সংগোপনে,—
চৌহান কৃপাণে—
রাঠোরের দর্প গর্ব্ব করে দেব চির অবসান।

[উভয়ের প্রস্থান]

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গজনী—প্রাসাদ।

[বাঈজীগণ গাহিতেছিল]

বাঈজীগণ। গীত

সাঁজের হাওয়ায় রোশ্‌নি জ্বলে।
ম্যায় দিল মহলার মিনার তলে॥
মলয় হাওয়ায় আপনহারা
উঠছে মনে সাঁজের তারা
আঁধার ভরা আকাশ কোলে॥
এ কোন হুরির শিরিন্‌ বুলি
ডাক দিয়ে বলে আয়না চলি
ও পিয়ারি আয়না চলে, প্রিয়র পরশ চাস্‌ যদি তুই অধর তলে॥

[প্রস্থান।

[বক্তিয়ারের প্রবেশ]

বক্তিয়ার। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—তবু সেনাপতির দর্শন পেলুম না। তবে কি আমার পত্র তাঁর কাছে পৌঁছোয়নি?

[মহম্মদঘোরীর প্রবেশ]

মহম্মদ। কোথায় তাতার যুবক?

বক্তিয়ার। বন্দেগী জাঁহাপনা!

মহম্মদ। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন ঘোরীর পত্র নিয়ে তুমিই গজনীতে এসেছ ?

বক্তিয়ার। হ্যাঁ জনাব—

মহম্মদ। সম্রাটের দৈহিক সংবাদ ?

বক্তিয়ার। কুশল!

মহম্মদ। তোমার নাম ?

বক্তিয়ার। গোলামের নাম বক্তিয়ার খিলজী, এই বান্দা তাতার সেনাপতি।

মহম্মদ। তাতার থেকে তোমার গজনী আগমনের উদ্দেশ্য ?

বক্তিয়ার। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন জানতে চেয়েছেন—কেন আপনি এখনও ভারতে প্রবেশ করেন নি ?

মহম্মদ। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করতে আমার ইচ্ছা নেই।

বক্তিয়ার। তবে কেন জাঁহাপনা বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতের দ্বারদেশে বসে আছেন ?

মহম্মদ। এ প্রশ্ন কি সম্রাট গিয়াসুদ্দিনের—না তোমার ?

বক্তিয়ার। এ প্রশ্ন সমগ্র ইসলাম ধর্ম্মের।

মহম্মদ। যুবক—

বক্তিয়ার। মক্কার পবিত্র মাটি স্পর্শ করে শত শত ইসলামের সামনে আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় হজরৎ মহম্মদের বাণী প্রচার করে সেই দেশের অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করবেন।

মহম্মদ। ভারত লুণ্ঠন করলেই ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার হবে না যুবক!

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। উচ্ছৃঙ্খল লম্পটদের অনাচারে ইসলাম ধর্ম্মের উপর ভারতবাসীর অশ্রদ্ধা এসেছে।

বক্তিয়ার। অস্ত্রের দ্বারাই আমরা তাদের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনবো।

মহম্মদ। অস্ত্রের দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়—মন পাওয়া যায় না যুবক।

বক্তিয়ার। হজরৎ!

মহম্মদ। প্রেমের দ্বারা মানুষের মন জয় করতে না পারলে—ধর্ম্ম প্রচার হবে না।

বক্তিয়ার। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মহম্মদ। লুণ্ঠন, পীড়ন আমি চাই না, আমি চাই প্রেমের যাদু মন্ত্রে ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে।

কুতুবউদ্দিন ও বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

কুতুবউদ্দিন। ভারতবর্ষ আপনাকে ডাকছে হজরৎ!

মহম্মদ। কুতুব—

কুতুবউদ্দিন। বন্দেগী জাঁহাপনা!

মহম্মদ। ও নারী কে?

কুতুবউদ্দিন। ভারত নারী!

মহম্মদ। এখানে কি চায়?

কুতুবউদ্দিন। ভারতবাসীর বিরুদ্ধে জাঁহাপনার কাছে ওর অভিযোগ আছে।

মহম্মদ। কি অভিযোগ?

কুতুবউদ্দিন। অন্যায় শাসনের।

মহম্মদ। আমি তো ভারত সুলতান নই—আমি কি করে তাদের অন্যায়ের বিচার করবো?

কুতুবউদ্দিন। আপনি ভারত জয় করে, ন্যায়ের আঘাতে—অন্যায়ের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে, বিধাতার সৃষ্ট মানুষকে একপথে চালনা করুন।

মহম্মদ। বল নারী, কি চাও তুমি?

বীরাবাঈ। বিধাতার সৃজিত সৃষ্টিতে পুরুষের কাছে নারীর যা প্রাপ্য!

মহম্মদ। ভারত তোমায় সে অধিকার দেয় নি?

বীরাবাঈ। দিয়েছিল, কিন্তু বিবাহের এক পক্ষ পরেই আমার স্বামী মারা যান।

মহম্মদ। তুমি আবার বিবাহ করলে না কেন?

বীরাবাঈ। ভারতের সমাজে সে বিধান নেই।

মহম্মদ। সে কি!

কুতুবউদ্দিন। সত্য জনাব।

মহম্মদ। তাহ'লে এখন তোমার উপায়?

বীরাবাঈ। আমার আত্মীয়-স্বজন আমায় জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে তাদের ভার লাঘব করতে চায়।

মহম্মদ। মানুষ খোদার উপরেও কর্ত্তৃত্ব করতে চায়?

বীরাবাঈ। বৈদিক যুগে ভারত নারীরা স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতেন, কিন্তু আজ সেই প্রথা চলেছে—সদ্য বিবাহিত বিধবাকে জলন্ত চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করে।

মহম্মদ। এ অন্যায় প্রথা!

বক্তিয়ার। এ অন্যায়ের উচ্ছেদ করতেই খোদা আপনার মনে ভারত জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছেন।

মহম্মদ। আমার কতটুকু শক্তি আছে বক্তিয়ার! যার বলে

আমি এই বিশাল ভারতের প্রতিটি মানুষের অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারি?

কুতুবউদ্দিন। প্রতিকার আপনি করবেন না হজরৎ—প্রতিকার করবেন খোদা।

মহম্মদ। কুতুব! আমার ভারত জয়ের সঙ্কল্প কি আমার দাম্ভিকতা—না খোদার ইচ্ছা?

কুতুবউদ্দিন। এ খোদার ইচ্ছা জাঁহাপনা!

মহম্মদ। কিন্তু দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ—

কুতুবউদ্দিন। উদার মহান্—

বীরাবাঈ। কিন্তু যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন—সে সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হবে।

মহম্মদ। নারি—

বীরাবাঈ। জাঁহাপনা, এ আমার কথা নয়। ভারতবর্ষের কোটী কোটী নিপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত অভিযোগ নিয়ে আজ আমি জাঁহাপনার দরবারে এসেছি।

মহম্মদ। ভারতবাসী কি চায়?

বীরাবাঈ। ভারতের এক শ্রেণীর মানুষ—স্বার্থবাদীদের অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করে আর সমাজপতিদের পায়ের তলায় পড়ে থাকতে চায় না।

মহম্মদ। মানুষকে মানুষের অধিকার দিলে ভারতবাসীর কি ক্ষতি?

বীরাবাঈ। স্বার্থে আঘাত লাগবে। তাই চতুর ব্রাহ্মণগণ, রাজশক্তির সাহায্যে ভেদনীতি সৃষ্টি করে নীচ অন্ত্যজের নামে একটা বিরাট জাতিকে পায়ের তলায় ফেলে রাখতে চায়।

মহম্মদ। বিধবার বিবাহ দিলে তাদের কি ক্ষতি?

মীরাবাঈ। বিধবার বিবাহ হ'লে সমাজে পাপের ছোঁয়াচ লাগবে। কিন্তু সেই বিধবার সঙ্গে গোপনে পাপাচার করতে সমাজপতিদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

মহম্মদ। কুতুব—

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনা! আমিই তার জীবন্ত প্রমাণ! অস্পৃশ্য বিধবা চাঁড়াল মেয়ের গর্ভে সমাজপতির ব্যাভিচারে আমার জন্ম! সমাজপতি জাতিচ্যুত হ'লো না, আমার মা হলেন ভ্রষ্টা—আর জন্মদাতা পিতা বর্ত্তমানে আমিই হলুম জারজ।

মহম্মদ। বক্তিয়ার! ভারতবর্ষের কুসংস্কার দূর করতে মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে—সত্যধর্ম্ম প্রচার করতে আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করব।

বক্তিয়ার। খোদার ইচ্ছায় জাঁহাপনার মহৎ সঙ্কল্প পূর্ণ হোক।

মহম্মদ। তুমি ছদ্মবেশে ভারতে যাও বক্তিয়ার। হিন্দু বৌদ্ধের রণনীতি, সমাজনীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে অচিরেই গজনীতে ফিরে আসবে।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা মহানুভব।

মহম্মদ। পথে, ঘাটে, শ্মশানে, মন্দিরে মসজিদে, প্রতিটি স্থানে গিয়ে—সেখানকার মানুষের মনোভাব জানবে।...আর জানবে দিল্লীশ্বরের কোন শত্রু আছে কি না?

বক্তিয়ার। তার অর্থ?

মহম্মদ। দিল্লীশ্বরের যদি শত্রু থাকে—সেই শত্রুই দেখিয়ে দেবে আমাদের তাঁর গৃহ প্রবেশের গুপ্তপথ।

বক্তিয়ার। রাজনীতিজ্ঞ জাঁহাপনা আদাব। [প্রস্থান।

কুতুবউদ্দিন। ওই সঙ্গে আমাকেও একটা আদেশ দিন জনাব—

মহম্মদ। তোমাকে একটা গুরুভার দেবো কুতুব—

কুতুবউদ্দিন। আপনার আদেশ যত কঠোরই হোক, আমি সানন্দে তা পালন করবো। আপনার অনুকম্পায় ভারতের নীচ অন্ত্যজ ঘৃণিত চণ্ডাল আজ সুলতান মহম্মদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি। আমার মর্য্যাদা আমার এই আত্ম-সম্মান আমি কোন-দিন ভুলতে পারবো না জনাব।

মহম্মদ। বক্তিয়ারের ভারত ভ্রমণ শেষেই, আমি ভারত আক্রমণ করব। এই সময়ের মধ্যে তোমায় আরব, ইরাণ, পারস্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করে খাইবার গিরিপথে সমবেত করতে হবে।

কুতুবউদ্দিন। আপনার আদেশে আমি বায়ুবেগে ছুটে যাবো জঁাহাপনা। ভারতের প্রতিটি মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে অচিরেই আমি বিশাল বাহিনী নিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হব খাইবার গিরিপথে। আদাব। [প্রস্থান]

মহম্মদ। নারি!

বীরাবাঈ। ওই সঙ্গে আমাকেও একটা আদেশ দিন হজরৎ।

মহম্মদ। তুমি নারী, তোমার কাজ রণক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে নয়—

বীরাবাঈ। জঁাহাপনা—

মহম্মদ। তোমার কাজ রণক্লান্ত পুরুষের মনে নূতন উৎসাহ এনে দেওয়া।

বীরাবাঈ। আমায় আশ্রয় দেবেন জঁাহাপনা?

মহম্মদ। তোমায় আশ্রয়স্থান শুধু গজনীর প্রাসাদেই নয়—মহম্মদঘোরী অধিকৃত সমগ্র আফ্‌গানীস্থান সসম্ভ্রমে তোমায় জানাবে আদাব। [উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কনোজ—উদ্যান।

[ভীমসিংহের প্রবেশ]

ভীমসিংহ। কই, কোথায় রাজকুমারি? পরিচারিকা যে বললে—সন্ধ্যার সময় রাজকুমারী বাগানে আসবে?…সে কি তবে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিয়ে গেল?

— [দ্রুত তরঙ্গের প্রবেশ]

তরঙ্গ। এই ত অন্তঃপুর প্রবেশের গুপ্তপথ।

ভীমসিংহ। কে তুমি?

তরঙ্গ। আ—মি? আমায় বলছেন?

ভীমসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমায়।

তরঙ্গ। আমায় চেনেন্ না?

ভীমসিংহ। না।

তরঙ্গ। আমি রাজকুমারীর সখী।

ভীমসিংহ। তোমায় দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

তরঙ্গ। হ্যাঁ—যা ভেবেছি ঠিক তাই।

ভীমসিংহ। কি?

তরঙ্গ। কোন অসদ্ উদ্দেশ্য না থাকলে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজকুমারীর উদ্যানে সৈনিক পুরুষ থাকবে কেন?

ভীমসিংহ। জানো আমি কে?

তরঙ্গ। খুব জানি।

ভীমসিংহ। কি করে জান্‌লে?

তরঙ্গ। রাজকুমারী যে বল্‌লে—

ভীমসিংহ। কি বল্‌লেন?

তরঙ্গ। বললে,—মহারাজ অনর্থক স্বয়ম্বরের আয়োজন করেছেন। স্বয়ম্বরের কোন প্রয়োজন নেই। রাজকুমারী আগেই পতি নির্ব্বাচন করে ফেলেছেন।

ভীমসিংহ। সে ভাগ্যবান্‌টী কে?

তরঙ্গ। আপনি!

ভীমসিংহ। আমি! রাজকুমারী তোমায় এ কথা বলেছেন?

তরঙ্গ। তবে কি আমি আপনাকে মিথ্যা বলছি?

ভীমসিংহ। না—না, মিথ্যা বলবে কেন?

তরঙ্গ। আহা-হা বলেও তো কোন লাভ নেই। আপনার উপর যখন রাজকুমারীর দৃষ্টি পড়েছে—তখন আমার তো আর কোন আশাই নেই।

ভীমসিংহ। তুমি কিছু মনে করো না। রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের পরই আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবো।

তরঙ্গ। আমার প্রতি আপনার অসীম করুণা।

ভীমসিংহ। রাজকুমারী যদি মাঝখানে না থাকতো আমি তোমার—

তরঙ্গ। তা যখন হবে না, তখন বৃথা লোভ দেখিয়ে লাভ কি বলুন?

ভীমসিংহ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তরঙ্গ। আপনি উদ্যানের পাশে অপেক্ষা করুন। রাজকুমারী বলেছেন—

ভীমসিংহ। কি বলেছেন?

তরঙ্গ। বলেছেন, সন্ধ্যার পর তিনি গোপনে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

ভীমসিংহ। বহুৎ আচ্ছা।

তরঙ্গ। রাজকুমারী আরও বলেছেন—এখান থেকে একটু দূরে থাকবেন।

ভীমসিংহ। কেন?

তরঙ্গ। কেউ দেখতে পেলে সন্দেহ করতে পারে?

ভীমসিংহ। তোমার কোন ভয় নেই। আমি উদ্যানের বাইরে অপেক্ষা করবো। রাজকুমারী এলে তুমি আমায় সংবাদ দেবে—কেমন?

[প্রস্থান]।

তরঙ্গ। গোবিন্দ! নামটা যেন মধুভরা! দেখি রাজকুমারীর স্বয়ম্বর শেষে কি হয়?…ও—হ্যাঁ, আজ রাত্রির মধ্যেই আমাকে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

[সাজি হস্তে নরনাথের প্রবেশ]।

নরনাথ। সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখন কোথায় ফুল খুঁজে পাই?… আরে এই যে—তুমিই বুঝি মালিনী?

তরঙ্গ। হ্যাঁ, রাজকুমারীর ফুল যোগাই।

নরনাথ। বেশ বেশ, তা কতদিন?

তরঙ্গ। এই দিন কতক।

নরনাথ। এই নির্জ্জন অন্ধকারে কি মনে করে?

তরঙ্গ। রাজকুমারীর ফুল তুলতে এসেছি।

নরনাথ। আমরা দুজনেই তাহলে এক পথের পথিক।

তরঙ্গ। স্ত্রী পুরুষের নির্জ্জন মিলন ভগবানের আশীর্ব্বাদ!

নরনাথ। নিশ্চয়ই।

তরঙ্গ। আচ্ছা, এখন আসি।

নরনাথ। কোথায় যাবে?

তরঙ্গ। রাজকুমারীর ফুল দিতে।

নরনাথ। তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?

তরঙ্গ। দেরী হলে তিনি যে রাগ করবেন।

নরনাথ। রাজকুমারী রাগ করলে—তোমার কি ক্ষতি হবে?

তরঙ্গ। বারে! আমার যে চাকরী যাবে?

নরনাথ। চাকরী যায়—আমি তোমায় চাকরী দেবো।

তরঙ্গ। ও, তাই না কি! তাহ'লে তো আমার পরম সৌভাগ্য।

নরনাথ। সৌভাগ্য তোমার নয় সুন্দরী, সৌভাগ্য আমার।

তরঙ্গ। আমার উপর দেখছি আপনার বেজায় টান্।

নরনাথ। তোমায় যে আমি একবার দেখেই ভালবেসে ফেলেছি। এখন এসো—

তরঙ্গ। অপেক্ষা করুন, আগে চাকরীটায় ইস্তফা দিয়ে আসি।

নরনাথ। না—না, গেলে আর ছাড়বে না।

তরঙ্গ। বেশ ফুল ক'টা দিয়েই চলে আসবো।

নরনাথ। ঠিক ত?

তরঙ্গ। নিশ্চয়ই। আচ্ছা রাজকুমারীর মহলে যাবার কাছাকাছি কোন পথ নেই?

নরনাথ। ঝরণার পাশ দিয়ে খানিকটা গেলেই রাজকুমারীর মহল পাবে।

তরঙ্গ। আচ্ছা, আমি কাজটা সেরে আসি। আপনি অপেক্ষা করুন।

নরনাথ। এ অধমকে মনে থাকবে ত।

তরঙ্গ। আপনাকে কি ভুলতে পারি?

নরনাথ। কিন্তু এই বাগানের মাঝে আমি একা—

তরঙ্গ। ও—আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন।

নরনাথ। কি?

তরঙ্গ। আমার কাছে একখানা শাড়ী আছে, এই কাপড়খানা গায়ে ঢাকা দিয়ে দিন।

নরনাথ। সে যে মেয়েমানুষের মত দেখতে হবে?

তরঙ্গ। সে তো ভালই হবে। এই কাপড় পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে—একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

নরনাথ। কেউ যদি দেখতে পায়?

তরঙ্গ। মিহিসুরে দুটো কথা বলে দেবেন—তাহলেই ভেগে যাবে।

নরনাথ। তারপর?

তরঙ্গ। আমি এসে আপনাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রেমালাপ জমিয়ে দেবো।

নরনাথ। উত্তম!

তরঙ্গ। বেশ আপনি সেজে পড়ুন। আমি এখুনি আসছি।

[প্রস্থান]

নরনাথ। এ এক রকম হ'লো মন্দ নয়—[স্ত্রীলোক সাজলেন]

[পুনঃ ভীমসিংহের প্রবেশ।]

ভীমসিংহ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? মেয়েটা কি আমায়…ও কি! ওখানে দাঁড়িয়ে কে? কে তুমি?

নরনাথ। আমি অবলা নারী।

ভীমসিংহ। দাঁড়িয়ে কেন?

নরনাথ। আপনার সে কথায় প্রয়োজন?

ভীমসিংহ। সত্য বল কি জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

নরনাথ। দেখুন, মেয়েমানুষের সঙ্গে চেঁচামেচি করলে ভাল হবে না!

ভীমসিংহ। আমার ভাল মন্দ আমি বুঝবো।

নরনাথ। আপনি এখান থেকে যান্।

ভীমসিংহ। সত্য বল তুমি কে?

নরনাথ। সহজে যদি না যান্—চেঁচিয়ে লোক জড় করে আপনাকে তাড়াবো।

ভীমসিংহ। খবরদার, চীৎকার করলে বিপদে পড়বে।

নরনাথ। কি, আপনি আমায় একা পেয়ে ধর্ম্ম নষ্ট করতে চান?

ভীমসিংহ। চুপ কর বলছি।

নরনাথ। আপনি এখান থেকে না গেলে আমি চুপ করব না।

ভীমসিংহ। সাবধান।

নরনাথ। ওগো, কে কোথায় আছ—

ভীমসিংহ। আমি তোমায় হত্যা করব। [অসি উত্তোলন]

নরনাথ। [ঘোমটা খুলিয়া] এই খবরদার—

ভীমসিংহ। এ কি নরনাথ ঠাকুর!

নরনাথ। ভীমসিংহ মশাই!

ভীমসিংহ। আপনি এখানে স্ত্রীলোক সেজে দাঁড়িয়ে কেন? ব্যাপার কি?

নরনাথ। তুমি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

ভীমসিংহ। কাজ আছে।

নরনাথ। আমারও ওই রকম কিছু আছে।

ভীমসিংহ। আপনি আমার সর্ব্বনাশ করলেন।

নরনাথ। কপালে নেইকো ঘি—ঠক্ ঠকালে হবে কি?

ভীমসিংহ। কি রকম?

নরনাথ। ওই ঘোরা-ফেরাই সার—আসলে ফক্কা!

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। আচ্ছা, আমিও দেখব আমায় বাদ দিয়ে কি করে স্বয়ম্বর হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কনোজ—প্রাসাদ।

সখীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল।

সখীগণ।

গীত।

আজি নিশা ভোরে।
ফুল সাজে সেজে সখী যাবে স্বয়ম্বরে॥
ভোরের হাওয়া লাগলে মনে,
কত আশা জাগবে প্রাণে,
হৃদয় তুলিবে তান নহবৎ মধুস্বরে॥
রাগিনীর সে মধুর তানে,
মাতিবে সবে হাসি আর গানে,
সেই শুভক্ষণে পাবে তুমি প্রাণেশ্বরে॥

এই গানের মধ্যে সংযুক্তা আসিয়া
কাকে যেন খুঁজিতেছিলেন।

সংযুক্তা। তোমরা চুপ কর, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

১ম সখী। কাল না হয় রাণী হবে—তা বলে আজ থেকেই আমাদের ভুলে গেলে।

সংযুক্তা। ভুলি নি। আমার মনটা ভাল নয়—তাই।

১ম সখী। বেশ আমরা চলে যাচ্ছি।

[সখীগণের প্রস্থান।

সংযুক্তা। তরঙ্গ আজও ফিরে এল না! তবে কি দিল্লীশ্বর আমায় গ্রহণ করবেন না! ভগবান তোমার মনে কি আছে জানি না। শুধু এই প্রার্থনা দয়াময়! যেন এই কাল-নিশার অবসান না হয়।

[ভীমসিংহের প্রবেশ]

ভীমসিংহ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। কে? ও ভীমসিংহ! এসো—

ভীমসিংহ। কাল তোমার স্বয়ম্বর, শুনেছ বোধহয়?

সংযুক্তা। হ্যাঁ—শুন্‌ছিলাম বটে।

ভীমসিংহ। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে এলুম।

সংযুক্তা। কি বল?

ভীমসিংহ। এ স্বয়ম্বরে তোমার মত আছে?

সংযুক্তা। পিতা যখন আয়োজন করেছেন, তখন আমায় স্বয়ম্বরা হতেই হবে।

ভীমসিংহ। তাহ'লে স্বয়ম্বর সভাতেই আমায় মালা দেবে?

সংযুক্তা। তোমার গলায়!

ভীমসিংহ। হ্যাঁ—চমকে উঠলে যে? ছেলেবেলা থেকে তোমায় কত আদর করে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। কতবার সোহাগ ভরে তোমার মুখ চুম্বন করেছি।

সংযুক্তা। তাই ত ভাইয়ের অধিকার দিয়ে নির্জ্জনে আমার কক্ষে প্রবেশাধিকার দিয়েছি।

ভীমসিংহ। তোমার উপর আমার দাবী আছে।

সংযুক্তা। ভাইয়ের দাবী পূর্ণ করতে ভগ্নী সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ভীমসিংহ। তুমি আমায় বিবাহ করবে কি না?

সংযুক্তা। ভাই বোনের মধুর সম্পর্কের কাছে—ও কথা চলে না ভাই!

ভীমসিংহ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। দাদা, যা পেয়েছো—তাই নিয়েই সুখে থাক। ওর বেশী আর আমার কাছে আশা করো না—তাহ'লে কিছুই পাবে না।

ভীমসিংহ। তুমি আমায় বিবাহ করবে না?

সংযুক্তা। না।

ভীমসিংহ। অন্যের গলায় বরমাল্য দিলে—আমি তোমায় সুখ-ভোগ করতে দেবো না। [প্রস্থান।

সংযুক্তা। মানুষ এত নীচ হতে পারে? এত দিনের মধুর সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে—রূপের নেশায় মাতাল হয়ে উঠতে পারে!

[উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদয়। দিদি!

সংযুক্তা। কিরে উদয়?

উদয়। আবার তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ।

সংযুক্তা। আমার যে কিছু ভাল লাগছে না ভাই।

উদয়। কেন দিদি! কাল তোর স্বয়ম্বর। কত দেশ থেকে কত রাজা রাজকুমার এসেছে তোর মালা নিতে!

সংযুক্তা। আমি স্বয়ম্বরা হব না ভাই!

উদয়। ছি! ও কথা বলতে নেই দিদি। তাতে যে পিতার অপমান হবে।

সংযুক্তা। পিতার অপমানের ভয়ে আমায় যার-তার গলায় বরমাল্য দিতে হবে?

উদয়। কেন দিদি? তোর মনোমত পাত্রের গলায় মালা দিবি।

সংযুক্তা। আমার মনোমত পাত্র রাজসূয় যজ্ঞে আসে নি।

উদয়। সে কি রে! এত রাজা, রাজকুমারের মধ্যে কাউকে তোর পছন্দ হচ্ছে না দিদি?

সংযুক্তা। না রে।

উদয়। কেন দিদি?

সংযুক্তা। ওদের মধ্যে মানুষ নেই? ওরা সব প্রাণহীন শবদেহ:

উদয়। বল না দিদি—তুই কার গলায় মালা দিবি?

সংযুক্তা। যাকে চাই—তাকে হয়ত এ জীবনে পাবো না।

[গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ]।

বিজয়া। গীত।

মনের ঘরে কর তার রূপ সাধনা।
তোমার আশা ব্যর্থ হবে না—হবে না।
প্রেমিকার আবাহনে আসে প্রিয় গোপনে
প্রেম চুম্বন দিতে প্রতিদানে
সকল বাধা সরিযে দিয়ে
প্রেমের নেশায় মাতাল হয়ে,
রূপ সাগরের অতল তলে ভাসনা।

সংযুক্তা। কে তুমি?

বিজয়া। সন্ন্যাসিনী।

সংযুক্তা। কোন সন্ন্যাসীর আশ্রিতা?

বিজয়া। মহর্ষি তুঙ্গাচার্য্যের।

সংযুক্তা। তিনি কোথায়?

বিজয়া। হিমালয় ভ্রমণে গেছেন।

সংযুক্তা। তুমি এখানে কি চাও?

বিজয়া। তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি।

সংযুক্তা। কি কথা?

বিজয়া। তোমার বিবাহের উপরই নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ।

সংযুক্তা। কেন?

বিজয়া। রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজা জয়চাঁদ—খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক পতাকা তলে সমবেত করেছেন। বাকি আছে মাত্র দিল্লী আর মেবার। মেবারের রাণা সমরসিংহ—দিল্লীশ্বরের ভগ্নীপতি। জয়চাঁদের এই রাজসূয় যজ্ঞে যদি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন হয়—তবেই বৈদেশিক শত্রুর কবল থেকে ভারত রক্ষা পাবে।

সংযুক্তা। আমি কি করতে পারি বলুন?

বিজয়া। তুমি পারো দিল্লী কনোজের চির শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়ে—মৈত্রীর বন্ধন পরিয়ে দিতে।

সংযুক্তা। সন্ন্যাসিনী!

বিজয়া। আজ রাত্রি শেষে আসবে ভারতের সেই শুভদিন।

সংযুক্তা। আমি কি করবো?

বিজয়া। প্রেমের অর্ঘ্যে—তুমি স্বার্থের নেশা ভুলিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। উদয়।

উদয়। দিদি, তুই দিল্লীশ্বরের গলায় বরমাল্য দে! তার সঙ্গে আমাদের সব বিবাদ মিটে যাক। ~~দিল্লী কনোজের মিলনে [illegible]~~।

সংযুক্তা। কিন্তু পিতা?

উদয়। তোর মুখ চেয়ে পিতাকে শত্রুতা ভুলে তাঁর জামাতা দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে আদর করে বরণ করে নিতে হবে।

সংযুক্তা। দিল্লীশ্বর যে রাজসূয় যজ্ঞে আসেন নি—

উদয়। তোবণ দ্বারে তাঁর মূর্ত্তি আছে—তাঁর গলাতেই মালা দে দিদি।

সংযুক্তা। তারপব ?

উদয়। গীত।

বিদর্ভের স্বয়ম্বরে—
রুক্মিণী বরিল যবে শ্যাম সুন্দরে।
সঘনে গরজিয়া সমবেত রাজন্
রুক্মিণী বধে করিল আয়োজন,
ডাকিল নারী কোথা মুরারী—
রক্ষিতে মোরে এসো প্রভু চক্র করে।
তুলিয়া বিশ্বে আলোড়ন,
আসিযা সভায নারায়ণ,
রুক্মিণীর কর ধরি শ্রীকরে রথে উঠি গেল মথুরা নগরে।

সংযুক্তা। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী ভগবান—তাই তিনি দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন রুক্মিণীব কাতর ক্রন্দন। আমাব দেবতা যে মানব—এত দূর থেকে আমার ডাক ত' তাঁর কানে পৌঁছয় না।

দ্রুত তরঙ্গের প্রবেশ।

তরঙ্গ। আপনাব ডাক তিনি শুনতে পেয়েছেন!

সংযুক্তা। তরঙ্গ—

তরঙ্গ। এই নিন দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত রত্নহার।

সংযুক্তা। দিল্লীশ্বর স্বয়ম্বরে আসবেন ?

তরঙ্গ। আসবেন। তবে—[উদয়কে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইলেন]

উদয়। বলনা তরঙ্গ তিনি কি বললেন ?

তরঙ্গ। দিল্লীশ্বর কনোজকুমারীর বরমাল্য গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন।

উদয়। আর ভয় নেই দিদি! দিল্লী কনোজের এই মিলনে ভারতে নব যুগ সৃষ্টি হবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]।

সংযুক্তা। উদয়—

উদয়। ভয় নেই দিদি! আজ এ কথা কাউকে বলবো না! শুধু ভগবানকে জানাবো তিনি যেন তোর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। [প্রস্থান]।

সংযুক্তা। তরঙ্গ, তোমার পুরস্কার—

তরঙ্গ। প্রয়োজন নেই।

সংযুক্তা। সে কি?

তরঙ্গ। আমি আপনার দৌত্য করি নি, করেছি শুধু দেশের কাজ।

সংযুক্তা। দেশের কাজ।

তরঙ্গ। ভারতের এই দুর্দ্দিনে রাঠোর চৌহানের মিলনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

[প্রস্থান]।

সংযুক্তা। সবারই মুখে এক কথা—ভগবান আমার এই বিবাহে তোমার কি উদ্দেশ্য জানি না।

[জয়চাঁদের প্রবেশ]

জয়চাঁদ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। [হার লুকাইয়া] পিতা—!

জয়চাঁদ। আমার যজ্ঞ শেষ হয়েছে—কাল পূর্ণাহুতি। তুমি হবে আমার যজ্ঞাহুতি।

সংযুক্তা। পিতা! কেন তুমি আমার উপর এ গুরুভার চাপিয়ে দিলে?

জয়চাঁদ। তুমি যে আমার মা,—তাই তোমার পতি নির্ব্বাচন অধিকার ভার আমি তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম।

সংযুক্তা। তোমার কথা বুঝি আমি কোনদিন শুনি নি? তাই তুমি আমায় এই বিপদে ফেললে?

জয়চাঁদ। বিপদ নয় মা! নারীর যদি মনোমত পতি না হয়, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও তার জীবনে শান্তি দিতে পারে না।

সংযুক্তা। পতিই বুঝি নারীর সব? আর পিতা-মাতা বুঝি কেউ নয়?

জয়চাঁদ। পতিই নারীর একমাত্র গতি মা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি যেন তোমার উপযুক্ত পতি লাভ কর।

সংযুক্তা। বলে দাও—আমি কার গলায় মালা দেবো?

জয়চাঁদ। তোমার যাকে ভাল লাগে—তুমি তার গলাতেই মালা দেবে।

সংযুক্তা। তুমি যদি রাগ কর?

জয়চাঁদ। রাঠোররাজ জয়চাঁদ তাঁর কন্যাকে দ্বিচারিণী হতে দেবে না।

সংযুক্তা। পিতা—

জয়চাঁদ। কাল সকালে স্বয়ম্বর সভায় তোমার মনোনীত ব্যক্তির গলায় বরমাল্য দেবে—কেমন?

সংযুক্তা। আচ্ছা। [প্রস্থান]।

জয়চাঁদ। আমার আদরিণী কন্যাকে কাল আমায় বিদায় দিতে হবে।

[ছদ্মবেশে গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। কনোজ ঈশ্বর !

জয়চাঁদ। কে তুমি ?

গোবিন্দ। আমি পাণ্ডুরাজ্যের দূত।

জয়চাঁদ। কি চাও ?

গোবিন্দ। আমার প্রভু স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশাধিকার চান।

জয়চাঁদ। দাক্ষিণাত্যের-চোল-পাণ্ডুরাজ্য······তোমার প্রভু রাজসূয় যজ্ঞে আমার অধীনতা স্বীকার করেছেন ?

গোবিন্দ। না মহারাজ !

জয়চাঁদ। কেন ?

গোবিন্দ। তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে।

জয়চাঁদ। আমার অধীনতা স্বীকার না করেই আমার কন্যা-লাভের আশায় স্বয়ম্বর সভায় আসন গ্রহণ করতে চান ?

গোবিন্দ। আমার প্রভু সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন।

জয়চাঁদ। তোমার প্রভুকে বলো—দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র হীন পাণ্ডু রাজ্যেশ্বরকে রাজচক্রবর্ত্তী জয়চাঁদ কন্যাদান করবে না, তাই স্বয়ম্বর সভায় তিনি আসনও পাবেন না।

গোবিন্দ। অতিথিকে আপনি অপমান করতে চান ?

জয়চাঁদ। আমি রাজা—মান অপমান বোধ আমারও আছে।

গোবিন্দ। সে জ্ঞান থাকলে নিমন্ত্রিত অতিথিকে অপমান করতে পারতেন না।

জয়চাঁদ। স্তব্ধ হও দূত।

গোবিন্দ। আপনার রক্ত চক্ষুতে আপনার বেতন ভোগী গোলামরা ভয় পাবে। মহাবীর পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর ভয় পাবেন না।

জয়চাঁদ। ক্ষুদ্র পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর—মহাবীর?

গোবিন্দ। পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর বীর কি না স্বয়ম্বর সভাতেই তার পরিচয় পাবেন।

জয়চাঁদ। স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর প্রবেশাধিকার পাবে না।

গোবিন্দ। উত্তম! কিন্তু পাণ্ডুরাজ্যেশ্বরও এ অপমান ভুলে যাবেন না।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। তুচ্ছ পাণ্ডুরাজ্যের রাজা,—আর রাঠোররাজ জয়চাঁদ—হাঃ-হাঃ-হাঃ। পৃথ্বীরাজ! এইবার দেখ্‌বো কোন শক্তি বলে তুমি দিল্লী অধিকার করে রাখো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান।

[পিশাচিনী মূর্ত্তিতে মেঘার প্রবেশ।]

মেঘা। আয়—আয় নরমাংস খাবি যদি ছুটে আয়। মরবার সময় আমি তোদের মুখে এক ফোঁটা জলও দিতে পারি নি। এখন কিন্তু প্রাণ ভরে রক্তমাংস খাওয়াতে পারি।

[বিজয়ার প্রবেশ।]

বিজয়া। কে তুমি?

মেঘা। পূজারিণী।

বিজয়া। এত রাত্রে শ্মশানে কি করতে?

মেঘা। শ্মশান কালীর পূজো করতে এসেছি।

বিজয়া। কাকে চীৎকার করে ডাক্‌ছো?

মেঘা। আমার ছেলেদের।

বিজয়া। কোথায় তারা?

মেঘা। পরলোকে।

বিজয়া। সেখান থেকে এখানকার ডাক শুনতে পায় না।

মেঘা। আমার ডাক শুনতে পাবে।

বিজয়া। কি করে?

মেঘা। আমি শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি। আমি মড়া জাগাই, মড়ার মাংস খাই, কারণ পান করি।

বিজয়া। তুমি পিশাচিনী?

মেঘা। তুই ঠিক ধরেছিস্‌।

বিজয়া। নারী।

মেঘা। আমায় বিরক্ত করিস নি। আমার অনেক কাজ। মায়ের পূজো দিতে হবে—নরবলির আয়োজন করতে হবে—

বিজয়া। নরবলি হবে না।

মেঘা। নরবলি দিতেই হবে।

বিজয়া। না।

মেঘা। ওই চেয়ে দেখ—ভারতের আকাশে রাহু-স্বাতী দুই নক্ষত্র এক সঙ্গে উঠেছে। এবার ধ্বংস অনিবার্য্য—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বিজয়া। সত্য বল পিশাচী—তুমি কি চাও?

মেঘা। রক্ত! রক্ত! নরবলির রক্ত দিয়ে মায়ের পা দুখানি রাঙ্গিয়ে দিতে চাই।

বিজয়া। সন্তানের রক্তে মায়ের পূজো হয় না।

মেঘা। শ্মশান কালীর পূজো হয় নরবলির তপ্তরক্তে।

বিজয়া। গীত।

রক্তের নাহি প্রয়োজন ॥
শ্যামা-মায়ের চরণ তলে কর শুধু আত্ম নিবেদন ॥
মা-মা বলে তারে ডাকো না,
জাগিবে শ্যামা করিবে করুণা,
সে রূপ হেরিলে সব যাবে ভুলে হৃদয় জাগিবে শুধু মুক্তির আবেদন ॥

[প্রস্থান।

মেঘা। পাগল! ও একটা বদ্ধ পাগল! জানে না আমি মারণ যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আয়—আয়—

[ধীরে ধীরে বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কে তুমি? এই গভীর রাত্রে চীৎকার করে কাকে ডাকছো?

মেঘা। ঘাতককে—

বক্তিয়ার। ঘাতককে কি প্রয়োজন?

মেঘা। মায়ের পূজোর বলি চাই।

বক্তিয়ার। উঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি তোমার! [মেঘার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেঘা। এ ত সামান্য; আরও দেখ্‌বি আয়—আয়-

বক্তিয়ার। কোথায়?

মেঘা। এই বুক চিরে দেখাবো, সেখানে দিবারাত্র কি রাবণের চিতা জ্বলছে।

বক্তিয়ার। তুমি কি চাও নারি?

মেঘা। প্রতিশোধ।

বক্তিয়ার। কিসের?

মেঘা। আমার পুত্র হত্যার।

বক্তিয়ার। কে তোমার পুত্র হত্যা করেছে?

মেঘা। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ!

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজ!

মেঘা। পারবি তুই পৃথ্বীরাজের মুণ্ডটা ছিঁড়ে আনতে?

বক্তিয়ার। নারি!

মেঘা। দূর—কাকে কি বলছি। তুই পারবি না—তোর সে সাহস নেই।

বক্তিয়ার। তাতার সেনানী ভয় কাকে বলে জানে না!

মেঘা। কে তুই?

বক্তিয়ার। গজনীশ্বর মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী।

মেঘা। আঃ—মিটবে—মিটবে এবার তোদের আশা মিটবে! শুধু একটা মানুষের রক্ত নয়—রক্তস্রোতে ভারতের বুকে নদী বয়ে যাবে।

বক্তিয়ার। চুপ্। এখুনি কেউ শুনতে পাবে!

মেঘা। তোর আবার কাকে ভয়?

বক্তিয়ার। কাউকে নয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যেন প্রকাশ না হয়।

মেঘা। কি উদ্দেশ্য?

বক্তিয়ার। অচিরেই আমার প্রভু মহম্মদঘোরী ভারত আক্রমণ করবে।

মেঘা। তোকে দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছি।

বক্তিয়ার। বল—তুমি আমার সৈন্যদের পথ দেখিয়ে দেবে?

মেঘা। কোন পথ?

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজের গৃহ প্রবেশের পথ।

মেঘা। বিনিময়ে আমায় কি দেবে?

বক্তিয়ার। যা চাইবে—

মেঘা। পৃথ্বীরাজের মৃতদেহটা আমার চাই।

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। গভীর রাত্রে শ্মশানে দাঁড়িয়ে—কে চায় পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ?

মেঘা। মা!

সমরসিংহ। কে তুমি ভয়ঙ্করী নারি?

মেঘা। পূজারিণী!

সমরসিংহ। তবে মায়ের নামে এ চাওয়া তোমার?

মেঘা। হ্যাঁ।

সমরসিংহ। তোমার আশা মিটবে না। মেবারের রাণা যতদিন জীবিত থাকবে—ততদিন কেউ পৃথ্বীরাজের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

বক্তিয়ার। আপনিই মেবারের রাণা?

সমরসিংহ। হ্যাঁ—আপনার পরিচয়?

বক্তিয়ার। আমি আরবদেশীয় পরিব্রাজক। ভারত ভ্রমণে এসেছি।

সমরসিংহ। রাত্রে শ্মশান ভ্রমণের উদ্দেশ্য?

বক্তিয়ার। পঞ্চনদ যাবার জন্য রওনা হয়েছিলাম। পথ হারিয়ে এখানেই এসে পড়েছি।

সমরসিংহ। আমার সঙ্গে আসুন—আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

বক্তিয়ার। আমার অনুচরগণ—

সমরসিংহ। তারা বন্দী হয়ে আছে। আসুন—

মেঘা। না, তুই ওর সঙ্গে যাস নি। ও তোকে একা পেয়ে হত্যা করবে।

সমরসিংহ। সবাই তোমার মত পিশাচ নয়।

মেঘা। সমরসিংহ।

সমরসিংহ। আমি জানি কে এই যুবক? কোথা থেকে এসেছে—কোথায় যাবে—কি করবে সব আমার নখ-দর্পণে।

বক্তিয়ার। আপনি কি করে জানলেন?

সমরসিংহ। পঞ্চনদ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছায়ার মত আপনাব অনুসরণ করছি।

বক্তিয়ার। আমায় একা পেয়ে—

সমরসিংহ। ভয় নেই, রাজপুত শত্রুকে গুপ্ত হত্যা করে না। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুর প্রাণ নেয়—কিংবা বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে হাসিমুখে প্রাণ দেয়।

বক্তিয়াব। ধন্যবাদ। আপনার এই অযাচিত উপকারে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

সমরসিংহ। এখান থেকে আপনি যাবেন না?

বক্তিয়ার। যাব। দিনের আলোয় আমি নিজেই পথ খুঁজে নিতে পারবো।

সমরসিংহ। না, আপনি পথ খুঁজে পাবেন না।

মেঘা। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

সমরসিংহ। হ্যাঁ, তুমিই পার এই যুবককে পঞ্চনদে পৌঁছে দিতে। কিন্তু জেনো নারী, তোমার সাহায্যে বৈদেশিক শত্রু পৃথ্বীরাজের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজ এতই শক্তিমান?

সমরসিংহ। পৃথ্বীরাজের শক্তির পরিচয় যদি নিতে চান্—নিমন্ত্রণ রইলো। স্বসৈন্যে এসে রণক্ষেত্রে তার পরিচয় নিয়ে যাবেন।

বক্তিয়ার। দেখবো রাণা, কত শক্তিধর পৃথ্বীরাজ!

সমরসিংহ। একটা পৃথ্বীরাজের কাছে—সহস্র বক্তিয়ার খিল্‌জী তুচ্ছ তৃণের মত।

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। রাজপুতের এত দর্প!

মেঘা। ওই দর্প তোকে খর্ব্ব করতে হবে।

বক্তিয়ার। ভারত জয়ের পর—ভারতের উচ্চবর্ণের দর্প গর্ব্বের চির অবসান করে দেবো।

মেঘা। পৃথ্বীরাজ জীবিত থাকতে ভারত জয় অসম্ভব।

বক্তিয়ার। তাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ।

[প্রস্থান।

মেঘা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আগুন জ্বলছে! পৃথ্বীরাজ, এইবার তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

স্বয়ম্বর সভার একাংশ।

নেপথ্যে—"জয় দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের জয়।"

ভীমসিংহ ও নরনাথের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। এত বড় অপমান কখনও সহ্য করা যায় না।

নরনাথ। ঠিক কথা!

ভীমসিংহ। এতদিন আশায় রেখে—আর্জ কনৌজের প্রধান শত্রু পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় বরমাল্য দিলে?

নরনাথ। সত্যি ভায়া এ ভয়ানক অন্যায়।

ভীমসিংহ। আপনিই বলুন, এটা কি তাঁর ভাল হয়েছে?

নরনাথ। মোটেই নয়।

ভীমসিংহ। আমায় উপেক্ষা করে দৌবারিক পৃথ্বীরাজের গলায় যখন সংযুক্তা মালা দিয়েছে, তখন তার ফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

নরনাথ। নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু ভায়া—

ভীমসিংহ। বলুন?

নরনাথ। যা হবার তাতো হয়ে গেল!

ভীমসিংহ। কখনও নয়। এ হয় না—হতে পারে না!

নরনাথ। কিন্তু মালাতো দৌবারিকের গলাতেই দিয়েছে।

ভীমসিংহ। আরে ওতো একটা কাঠের পুতুল। ওর গলায় মালা দিয়েছে তো হয়েছে কি?

নরনাথ। না হয় নি কিছু—কিন্তু মালা বদল—

ভীমসিংহ। পুতুলের গলায় মেয়েরা দিনে দশবার মালা দেয়, তাবলে সেই নির্জীব পুতুলকে কেউ কি বিয়ে করে?

নরনাথ। আচ্ছা ভায়া, ওই নির্জীব পুতুল যদি এখন সজীব হয়ে ওঠে?

ভীমসিংহ। কখনই নয়, আমি বেঁচে থাকতে রাঠোর কুমারীকে চৌহানের ঘরে যেতে দেবো না।

নরনাথ। দেখা যাক কি হয়—

ভীমসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখে নেবেন!

[জয়চাঁদ ও সংযুক্তার প্রবেশ]

সংযুক্তা। স্বয়ম্বর হয়ে গেল পিতা—
এইবার বিদায়ের কর আয়োজন।

জয়চাঁদ। কি করিলি মাতা?
কার গলে দিলি মালা?
অনুমান মোর ভুল তোর
হয়েছে কোথাও!

সংযুক্তা। ভুল আমি করি নাই পিতা!
মানস নয়নে সুন্দর দেখেছি যারে—
তার গলে দিয়ে বরমাল্য
ধন্য আমি নশ্বর জীবন।

জয়চাঁদ। চির শত্রু পৃথ্বীরাজ মোর—
তার করে কন্যাদান কেমনে সম্ভব মাতা?
অনুরোধ মোর অন্যজনে বরমাল্য দিয়ে
ধন্য কর মোরে!

সংযুক্তা। স্বয়ম্বরে পতি নির্ব্বাচন ভার
দিয়াছ আমায়।
তাই মনোমত পুরুষের গলে—
বরমাল্য দিয়েছি আমার।

জয়চাঁদ। ব্যর্থ হবে অনুরোধ মোর?

সংযুক্তা। অনুরোধে তব—
এ জীবন দিতে পারি বিসর্জ্জন,
কিন্তু নারীত্ব আমার
সঁপেছি যাহার পায়—
শত অনুরোধে ফিরিবে না আর।

নরনাথ। তোমা সম জ্ঞানী রমণীর
নাহি সাজে মাতা পিতৃ-অপমান।

সংযুক্তা। পিতাই শিখায়েছেন মোরে
"নারী ধর্ম্ম করিতে পালন,
হলে প্রয়োজন—
তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জ্জন!"

ভীমসিংহ। তাই বুঝি সুযোগ বুঝিয়া—
অপমান করিয়া পিতার—
পিতৃশত্রু গলে বরমাল্য দানি
উজ্জ্বল আলোক ভরা কনোজ নগরে—
গভীর আঁধারে ঢাকি—
মহানন্দে দিল্লীর প্রাসাদে যাপিবে জীবন?

সংযুক্তা। ভীমসিংহ!

নরনাথ। যাই কহ মাতা—এ তব অন্যায়!

জয়চাঁদ। স্থির হও সেনাপতি;
স্থির হও বরেণ্য ব্রাহ্মণ।
অজ্ঞান বালিকা সংযুক্তা আমার
নাহি জানে কারে দেছে বরমাল্য তার,
নিজগুণে ভ্রম তার করহ মার্জ্জনা।

সংযুক্তা। ভ্রম নহে পিতা!
স্বজ্ঞানে সরল মনে
পৃথ্বীরাজ মূর্ত্তি গলে দানিয়াছি মালা।

নরনাথ বিবাদের হ'লো অবসান।
যাই আমি সভামাঝে—
দিতে এই শুভ সমাচার। [প্রস্থান।

জয়চাঁদ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। সাক্ষ্য তুমি আকাশ বাতাস—
সাক্ষী তুমি অন্তর্য্যামী শ্রীমধুসূদন—
স্বামী মোর পৃথ্বীরাজ দিল্লীর ঈশ্বর!

জয়চাঁদ। কি কহিলি?
স্বামী তোর দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ!
অমৃত ধারায় এতদিন
কাল সর্পে করেছি পালন?
ভেবেছিস মনে কন্যা স্নেহে
ভুলে যাবো সব অপরাধ?

সংযুক্তা। কোন অপরাধে নহি অপরাধী আমি।
স্বয়ম্বরে স্বাধীনতা দিয়াছ আমায়—
সেই স্বয়ম্বর নীতি আমি করেছি পালন।

জয়চাঁদ। কহি শেষবার, চাস যদি আপন মঙ্গল
অন্যজনে দেহ বরমাল্য তোর।

সংযুক্তা। আজীবন পতিরূপে জানিয়াছি যারে—
ভুলি তারে বরি অন্যজনে
কুলটা হবে না কভু কনোজকুমারী!

জয়চাঁদ। রে পাপীয়সী!
ওই কাল মুখে—
কনোজের নাম করিস্ না উচ্চারণ!
পৃথ্বীরাজে বরিতে এতই যদি সাধ,
তবে শাস্তি দিতে তোরে—
কনোজের রাজদণ্ড
নাহি রবে নীরব নিথর।

সংযুক্তা। রাজদণ্ড ভয়ে দ্বিচারিণী নাহি হবে
তনয়া তোমার!

জয়চাঁদ। কে তনয়া?
মরে গেছে সংযুক্তা আমার!
যে তনয়া পিতৃ-অপমান করি
হরষিত মনে যেতে চায় পিতৃশত্রু গৃহে,
সেই তনয়ারে
জয়চাঁদ কভু করিবে না ক্ষমা।

সংযুক্তা। নাহি চাহি ক্ষমা!
বীর জায়া আমি,
পড়ি যদি বিপদ সাগরে
রক্ষিবেন স্বামী মোর দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ!

জয়চাঁদ । পৃথ্বীরাজ ! পৃথ্বীরাজ !
সেই পাপিষ্ঠ চৌহান তরে
এত যদি উন্মাদিনী তুই—
তবে কনোজ প্রাসাদে—
পৃথ্বীরাজ মাহষীর হোক্ বলিদান !

[সংযুক্তাকে হত্যা করিতে অস্ত্র তুলিলেন]

সহসা পৃথ্বীরাজের প্রবেশ ।

পৃথ্বীরাজ । [জয়চাঁদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া]
সতীরে রক্ষিতে
বীর পতি তার উপনীত
কনোজ প্রাসাদে ।

জয়চাঁদ । পৃথ্বীরাজ !

পৃথ্বীরাজ । কাপুরুষ ! ক্রোধে অন্ধ হয়ে
ভুলিয়া অপত্য স্নেহ—
কন্যারে বধিতে চাও !

জয়চাঁদ । কোন স্পর্দ্ধায় তস্কররূপে
পশিয়াছ কনোজ প্রাসাদে ?

পৃথ্বীরাজ । সতী আর্ত্তনাদে
দিল্লী হতে এসেছি ছুটিয়া—

জয়চাঁদ । সাধ করি পশিয়াছ সিংহের গহ্বরে—
ফিরে নাহি যাবে আর দিল্লীর প্রাসাদে ।

পৃথ্বীরাজ । জামাতা হত্যার এত যদি সাধ—
অস্ত্র করে রণক্ষেত্রে হও আগুয়ান !

সহস্র চৌহান বীর—
শক্তির পরীক্ষা দেবে কনোজের রণে।

জয়চাঁদ। এসো সেনাপতি—
একসাথে আক্রমণ করি দোঁহে পাপিষ্ঠ তস্করে।

[ভীমসিংহের অস্ত্র লইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন।]
[ভীমসিংহ জয়চাঁদের অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।]

[গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। সাবধান সেনাপতি!
ক্ষত্রিয়ের রণনীতি ভুলি—
দু'য়ে মিলি একে যদি কর আক্রমণ,
সোণার কনোজ শ্মশান করিবে আজ
চৌহানের শাণিত কৃপাণ!

জয়চাঁদ। রে চৌহান! ভাবিয়াছ মনে—
রাঠোর বিজয় করি
জয়মাল্য নিয়ে যাবে কন্যারে আমার!
রাখিও স্মরণ গর্ব্বিত চৌহান—
জয়চাঁদ থাকিতে জীবিত—
কন্যারে তাহার নাহি দিবে যেতে
তস্করের গৃহে।

[জয়চাদ পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিল। ভীমসিংহ গোবিন্দকে আক্রমণ করিল।]

জয়চাঁদ। দেখি কোন শক্তি বলে—
আত্মরক্ষা কর দুজনায়?

পৃথ্বীরাজ। শক্তির পরীক্ষা দিতে—
ভীত নয় দিল্লীর ঈশ্বর!

জয়চাঁদ। অস্ত্র মুখে হয়ে যাক—
রাঠোর চৌহান শক্তির পরীক্ষা।

[উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল]

পৃথ্বীরাজ। হের বীর চৌহান বীরত্ব—

[পৃথ্বীরাজের অস্ত্রাঘাতে জয়চাঁদের অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল]

গোবিন্দ। দেখ রাজা ক্ষুদ্র পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর
কত শক্তিধর।

সংযুক্তা। ধন্য আমি!
ওগো মোর উপাস্য দেবতা!
নতি লয়ে মোর, শিরে দিয়ে পদধূলি
ধন্য কর সংযুক্তায় তব!

[পৃথ্বীরাজকে প্রণাম করিল]

পৃথ্বীরাজ। [সংযুক্তার হাত ধরিয়া] এসো প্রিয়া!
বীর জায়া তুমি—আজি হতে
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ প্রাণেশ্বরী!

সংযুক্তা। বিদায়—বিদায় পূজনীয় পিতৃদেব! [প্রণাম]

জয়চাঁদ। সংযুক্তা পাপিষ্ঠা—

পৃথ্বীরাজ। হে রাজন্,
আজি হতে কন্যা তব—
রবে কনোজ সভার দৌবারিক গৃহে।

জয়চাঁদ। কে আছো—
বন্দি কর পাপিষ্ঠ তস্করে।

পৃথ্বীরাজ। প্রণাম চরণে তব
পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর।

[সংযুক্তা সহ প্রস্থান।

[যুদ্ধে ভীমসিংহের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল]

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ।

গোবিন্দ। পরাজিত সেনাপতি,
নাহিক শকতি তার
পদ মাত্র হতে অগ্রসর!
রণসাধ থাকে যদি চিতে
এসো হে রাজন কনোজ প্রান্তরে,
সহস্র চৌহান সেনা—
সতত প্রস্তুত সেথা
মিটাইতে রণ সাধ তব। [প্রস্থান।

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ কি দেখ দাঁড়ায়ে?
ওই চেয়ে দেখ—
সংযুক্তারে লয়ে পলাইল পৃথ্বীরাজ!
ওই দেখ বায়ুবেগে ছুটে তুরঙ্গম!
সর্ব্বশক্তি তব করি নিয়োজিত
বাধা দাও দিল্লীগামী তস্কর চৌহানে।

[প্রস্থান।

ভীমসিংহ। পরাজয় গ্লানি,
নাহি জানি কিসে হবে বিদূরিত। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

শিবির ।

[বীরাবাঈয়ের প্রবেশ]।

বীরাবাঈ। এ আমি কোন পথে চলেছি।...নারী জীবনের যা কিছু কামনা সব সামনে দেখছি, তবু গ্রহণ করতে পাচ্ছি না। ঈশ্বরের কেন এ অবিচার?

[মহম্মদঘোরীর প্রবেশ]।

মহম্মদ। বীরাবাঈ--

বীরাবাঈ। না—না, আর আমায় নাম ধরে ডাকবেন না! আমি করযোড়ে মিনাত করছি—আর আমায় প্রলোভন দেখাবেন না!

মহম্মদ। মহম্মদঘোরী প্রলোভনে নারীর হৃদয় জয় করতে চায় না। সে বীর, যোদ্ধা। নারীর প্রেমের চেয়ে তার কাছে প্রিয়, অস্ত্রের ঝন-ঝনা—অশ্বের হ্রেষা—ভেরীর ভৈরব-নিনাদ।

বীরাবাঈ। হজরৎ—

মহম্মদ। যদি ইচ্ছা হয়—স্বদেশে ফিরে যেতে পারো!

বীরাবাঈ। সে পথে আমার কাঁটা পড়ে গেছে।

মহম্মদ। তাহলে এইখানেই থাকো!

বীরাবাঈ। প্রলোভনের মাঝে আর আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারবো না।

মহম্মদ। প্রলোভনকে জয় করবার চেষ্টা কর।

বীরাবাঈ। তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে পিপাসা নিবারণের উপদেশ দেওয়া বৃথা।

মহম্মদ। বীরাবাঈ—

বীরাবাঈ। আবার প্রলোভন—আবার চুম্বকের আকর্ষণ!

মহম্মদ। আমার আকর্ষণ স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের আকর্ষণ নয় নারী, ভগ্নীর প্রতি ভায়ের প্রীতির আকর্ষণ।

বীরাবাঈ। জঁাহাপনা!

মহম্মদ। মহম্মদঘোরীর সব আছে, নেই শুধু স্নেহময়ী ভগ্নী! আজ আমি স্নেহের বিনিময়ে ভগ্নী পেয়েছি। আমি তৃপ্ত, আমি গৌরবান্বিত।

বীরাবাঈ। হজরৎ! কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো। দুশ্চিন্তায় উন্মাদ হয়ে নরকের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—আপনি আমায় স্বর্গে তুলে দিলেন।

[বক্তিয়ারের প্রবেশ]

বক্তিয়ার। বন্দেগী জঁাহাপনা—

মহম্মদ। বক্তিয়ার! ভারতের সংবাদ?

বক্তিয়ার। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ভারতবাসী উদাসীন!

মহম্মদ। দিল্লীর সংবাদ?

বক্তিয়ার। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ জঁাহাপনার ভারত আক্রমণের কথা প্রচার করছেন।

মহম্মদ। তাঁর কথায় কেউ সাড়া দিয়েছে?

বক্তিয়ার। মেবারের রাণা ছাড়া আর কেউ সাড়া দেয় নি।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের শত্রুর সন্ধান পেয়েছো?

বক্তিয়ার। পেয়েছি জনাব! কনোজের রাজকন্যা হরণ করায়—রাজা জয়চাঁদ তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ কনোজ কুমারীকে হরণ করেছে?

বক্তিয়ার। হ্যাঁ—এই কথাই ভারতবর্ষে প্রচার হয়েছে।

মহম্মদ। ভারতের পথ ঘাট দেখে এসেছো?

বক্তিয়ার। পঞ্চনদ থেকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এক পিশাচিনী নারী!

মহম্মদ। তার স্বার্থ?

বক্তিয়ার। তার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে—সে চায় পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ—

মহম্মদ। মৃতদেহ নিয়ে সে কি করবে?

বক্তিয়ার। শব সাধনা।

বীরাবাঈ। পৃথ্বীরাজকে আপনারা হত্যা করবেন না, তাহ'লে আমার মত তাঁর পত্নীও অনাথিনী হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজকে আমি হত্যা কত্তে চাই না বীরা! তাঁকে বন্দী করে তাঁর চোখের সামনে ভারতের বিষাক্ত সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে—আমি নতুন সমাজ গড়ে তুলব।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা! আমাদের ভারত আক্রমণের এই অপূর্ব্ব সুযোগ।

মহম্মদ। ভারতের নীচ জাতীদের মনোভাব জেনেছ?

বক্তিয়ার। আমাদের ভালবাসা পেলে তারা দলে দলে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করবে জনাব!

মহম্মদ। বক্তিয়ার, আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে ভারতবর্ষে ইসলামের জয় পতাকা ওড়াতে হবে।

কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ

কুতুবউদ্দিন। ভারত জয়ের আশায়, আমি কয়দিনে একলক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছি—খাইবার গিরিপথে!

মহম্মদ। কুতুব, তোমার মত যদি এক হাজার নিষ্ঠাবান সৈনিক পেতুম, তাহ'লে আমি সমগ্র দুনিয়া জয় করতে পারতুম।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা কি আমাদের সন্দেহ করেন?

মহম্মদ। বক্তিয়ার! ইস্‌লাম ধর্ম্মীদের মনে সত্যই যদি ন্যায়-নিষ্ঠা থাকতো—তবে হজরত মহম্মদের বাণী এতদিন দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতো না—বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তো।

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনা! আদেশ দিন, আমি সসৈন্যে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে পেশোয়ারের পথ দিয়ে পঞ্চনদের দিকে অগ্রসর হই?

মহম্মদ। ভারতের সীমান্ত প্রদেশ কার অধিকারে?

বক্তিয়ার। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর থেকে ভারতের সীমান্ত ইসলামের অধিকারে।

কুতুবউদ্দিন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আমাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মহম্মদ। পশ্চিমে পৃথ্বীরাজের রাজ্যের সীমা কত দূর?

বক্তিয়ার। সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের রাজ্যে পদার্পণ করবার আগেই তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে—হজরত মহম্মদের বাণী প্রচার করতে আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে চাই।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনার এ কথার অর্থ?

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে আমি ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাই। তোমাকেই এই দৌত্য করতে হবে কুতুব।

বীরাবাঈ। জাঁহাপনা—আমি ভারতবর্ষে যাব।

বক্তিয়ার। না, তোমার যাওয়া হবে না।

বীরাবাঈ। কেন ?

বক্তিয়ার। নারী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা ধর্ম্মবিগর্হিত।

মহম্মদ। বক্তিয়ার, এ নারী পুরুষের বিলাস সঙ্গিনী নয়—রণক্লান্ত ভাইদের উৎসাহদাত্রী ভগ্নী।

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনা! আপনার এই মহৎ চরিত্রের জন্যই খোদাতাল্লা আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন।

মহম্মদ। কুতুব তুমি দিল্লীর দরবারে আমাদের ভারত আক্রমণের কথা জানিয়ে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করবে।

কুতুবউদ্দিন। দিল্লীশ্বর যদি সম্মত না হন ?

মহম্মদ। প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়িয়ে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

মহম্মদ। বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। তুমি সসৈন্যে খাইবার গিরিপথ পার হয়ে সিন্ধু নদের দিকে অগ্রসর হও।

বক্তিয়ার। যদি বাধা পাই ?

মহম্মদ। যেখানে বাধা পাবে—সেইখানেই অপেক্ষা করবে।

বক্তিয়ার। [illegible]— ..

মহম্মদ। কুতুব দিল্লী থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত ইসলাম সৈনিকের অস্ত্র কোষবদ্ধ থাকবে।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনার উদ্দেশ্য?

মহম্মদ। আমি ধর্ম্ম যুদ্ধে ভারত জয় করতে চাই—অন্যায়ভাবে কেড়ে নিতে চাই না। [illegible], বক্তিয়ার প্রতিটি ইসলাম সৈনিককে হজরত মহম্মদের নামে শপথ করাবে—ভারতে প্রবেশ করে তারা যেন কোন নারীকে স্পর্শ না করে। হিন্দু বৌদ্ধের ধর্ম্ম মন্দির ধ্বংস করে ভারতবাসীর মনে যেন ইসলাম ধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধা এনে না দেয়।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা কি ভাবে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে চান?

মহম্মদ। ভারতবাসীকে পীড়ন করে নয়-তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করে—ধর্ম্মের মহিমা দেখিয়ে তাদের মন জয় করতে চাই। [illegible]। বক্তিয়ার, তুমিও অগ্রসর হও সিন্ধুনদ তীরে।

বীরাবাঈ। আর আমি?

মহম্মদ। তুমি বিজয়িনী মূর্ত্তিতে চির পবিত্র হয়ে—আমার পাশে থেকে আমায় জয়যুক্ত করবে।

সকলে। জয় গজনীশ্বর শিয়াবুদ্দিন মহম্মদঘোরীর জয়।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ অলিন্দ।

[সংযুক্তা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।]

নর্ত্তকীগণ। গীত।

তুমি ভেবো না—।
হৃদয় রতন তুমি—তোমারে সে ভোলে না॥
শত কাজ মাঝে এসে তব পাশে
প্রেম লহরীতে কত সুখে ভাসে
তুমি তার সে তোমার এ-নহেগো ছলনা॥
কত মধু আলাপন কত প্রিয় চুম্বন
সোহাগে সুরভিত করে হৃদি রঞ্জন
নাহি যার তুলনা—তারে কেউ ভোলে না॥

সংযুক্তা। তৃপ্ত আমি সখীগণ!
শুনাইয়া মধুগীত
বড় প্রীত করিলে আমায়!
যাও এবে বিশ্রাম ভবনে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কি আনন্দ আজি মোর প্রাণে।
সারাটি জীবন একমনে ভেবেছি যাহারে—
শত বাধা অপসারি
কনোজ কানন হতে
সেই মোরে সমাদরে করিল চয়ন!

[পৃথ্বীরাজের প্রবেশ]

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। [আসন হইতে উঠিয়া] এসো, প্রভু।

পৃথ্বীরাজ। অপরূপ সাজে সাজিয়াছে আজ
দিল্লীশ্বরী সংযুক্তা আমার!

সংযুক্তা। কৃপায় তোমার ঘন আঁধার ভেদিয়া
উঠিয়াছে পূর্ণ শশধর!
মহত্ত্বে তোমার হৃদে তব দেছো স্থান—
তাই আজ আমি ভাগ্যমানি দিল্লীশ্বরী!

পৃথ্বীরাজ। লো রূপসী—রূপ যেন তব
শতধারে পড়িছে উথলি!
সাধ জাগে মনে—
দূরে রাখি রাজ্য কোলাহল
দিবানিশি ডুবে থাকি ও রূপ-সাগরে।

সংযুক্তা। প্রিয়তম!
কণামাত্র নাহি রূপগুণ মোর!
~~রূপে তব রূপবতী গুণে গুণবতী—~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]।~~
পদাঘাতে ভেঙ্গে যদি ফেল মোরে—
অনাদৃতা রব পড়ে ধরণী ধুলায়।

পৃথ্বীরাজ। নাহি সাধ্য মোর—
অনাদরে বিতাড়িত করিতে তোমায়!

প্রেমে আমি বন্দী তব হৃদয় কারায়—
পারিব না কোনদিন—
সে বন্ধন করিতে খণ্ডন।

সংযুক্তা। ভাগ্যমানি সংযুক্তা তোমার!

পৃথ্বীরাজ। প্রিয়তমে!
ধ্রুবতারা তুমি মোর হৃদয় গগনে!
লক্ষ্য রাখি তোমা পানে
রাজ্যতরী অবাধে চালাই।

সংযুক্তা। সংযুক্তায় এত ভালবাস তুমি?

পৃথ্বীরাজ। মনে পড়ে প্রিয়া—
কনোজের সীমান্ত প্রদেশে
ঘেরিল আমায় যবে রাঠোরের দল—
কাহার সাহায্যে পেনু পরিত্রাণ?
অর্জ্জুনের সুভদ্রা সমান—
রথ-রশ্মি ধরিয়া আমার—
তীরবেগে চালাইয়া রথ—
রক্ষিলে আমায়—
শত শত রাঠোরের অগ্নিবৃষ্টি হতে।

সংযুক্তা। সে কথা ভাবিয়া—
হাসি গাঁথা হৃদয়ের মাঝে
তুলিও না বিষাদের ছায়া!
জানি আমি—আমারি কারণ
কত ক্লেশ সহিয়াছ কনোজ সীমান্তে।
হে দয়িত!

তুমি মোর চিরবাঞ্ছিত দেবতা।
মন প্রাণ সঁপি তব পায়—
পড়ে রব চিরদিন চরণে তোমার!

পৃথ্বীরাজ। প্রিয়তমে,—
পদতল নহে তব স্থান—
বক্ষমাঝে রহ তুমি যুগ যুগান্তর!

[সংযুক্তাকে বক্ষে ধারণ]

[গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। দাদা—

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ—[সংযুক্তাকে ছাড়িয়া দিলেন]

সংযুক্তা। [সংযত হইয়া] এসো হে দেবর—

পৃথ্বীরাজ। কি সংবাদ আনিয়াছ ভাই?

গোবিন্দ। মহারাণা মেবার ঈশ্বর—
এসেছেন দিল্লীর প্রাসাদে!

পৃথ্বীরাজ। জানো তুমি কি কারণ—
মহারাণা এসেছেন দিল্লীর প্রাসাদে?

গোবিন্দ। কহিলেন মোরে।
"রাজকার্য্য তরে দিল্লীশ্বর সাথে—
আছে মোর অতি প্রয়োজন।"

পৃথ্বীরাজ। যাও ভাই ত্বরা করি
লয়ে এসো প্রাসাদ ভিতরে।

গোবিন্দ। আজ্ঞা তব করিতে পালন—
সমাদরে আনিব হেথায় মেবার ঈশ্বরে।

[প্রস্থান]

সংযুক্তা। প্রিয়তম! যাই আমি—
এবে রাজকার্য্য তোমা করে আবাহন!

পৃথ্বীরাজ। রাজকার্য্য! রাজকার্য্য!
রাজকার্য্য তরে ভুলে যেতে হবে মোরে
প্রেমিকার হাসিমাখা সুন্দর বয়ান?

সংযুক্তা। ভুলিও না প্রভু—রাজা তুমি—
বিরাট্ কর্ত্তব্য ভার লয়ে
শত শত প্রজার রক্ষকরূপে
জাগ্রত প্রহরা তুমি তাদের শিয়রে!

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা—প্রেয়সী—

সংযুক্তা। নহি শুধু প্রেয়সী তোমার!
ধর্ম্ম [illegible] সঙ্গিনী।
তাই কহি ওগো প্রিয়তম,
রাজকার্য্য মাঝে—
দিয়ে তব কর্ম্ম পরিচয়
হও তুমি সংযুক্তার গৌরব রতন!

পৃথ্বীরাজ। কোমল বালিকা তুমি
এত কর্ত্তব্য কেমনে জাগিল—
অন্তরেতে তব?

সংযুক্তা। [পৃথ্বীরাজের দুই বাহু ধরিয়া]
নারী যারে ভালবাসে—
তারই গৌরব তরে—
রহে সদা আকুল আগ্রহে!
আসি তবে প্রভু,

পুনঃ দেখা হবে সন্ধ্যা সমাগমে।
নিরালায় রব দুজনায় প্রাসাদ কাননে।

[প্রস্থান]।

পৃথ্বীরাজ। আনন্দময়ী প্রতিমা সংযুক্তা আমার।

[সমরসিংহের প্রবেশ]

সমরসিংহ। দিল্লীশ্বর—

পৃথ্বীরাজ। আসুন রাজর্ষি—

সমরসিংহ। শুনিয়াছ ভাই—বিশাল বাহিনী লয়ে
খাইবার গিরিপথে মহম্মদ ঘোরী
ধীরে ধীরে আসিতেছে সিন্ধুনদ তীরে।

পৃথ্বীরাজ। আসুক সে দস্যু
নাহি তাহে শঙ্কা মোর!
মহাবীর মেবার ঈশ্বর—
যতদিন রহিবেন সহায় আমার,
স্নেহের অনুজ গোবিন্দর বাহু
সতেজ রহিবে যতদিন—
ততদিন নাহি ডরি তাতার তুরুকে।

সমরসিংহ। জানি ভাই—বীরত্ব গৌরবে
অতুলন তুমি এ ভারতে!
কিন্তু শত্রুগণ চাহে সদা বিনাশ তোমার।

পৃথ্বীরাজ। মহারাণা! সজ্ঞানে করি নি
হেন কোন অপরাধ—

[বীরাবাঈয়ের প্রবেশ]

বীরাবাঈ। অপরাধ নহেকো তোমার—
অপরাধ অভিশপ্ত ভারত মাতার।

পৃথ্বীরাজ। কেবা তুমি?

বীরাবাঈ। ক্ষাত্রিয় রমণী আমি—

পৃথ্বীরাজ। কিবা প্রয়োজনে হেথা?

বীরাবাঈ। রাজপদে আছে নিবেদন।

পৃথ্বীরাজ। বল মাতা কোন অভিযোগ লয়ে
আসিয়াছ দিল্লীশ্বর পাশে?

বীরাবাঈ। বিধবার বিবাহ বিধান দানি
দাও তারে মানুষের সম অধিকার।

পৃথ্বীরাজ। ক্ষত্রিয় নৃপতি আমি
কেমনেতে সমাজ শৃঙ্খলা ভাঙ্গি
দানিব আদেশ!

বীরাবাঈ। রাজা তুমি ন্যায় দণ্ডধারী ভারত গৌরব।
বীরত্বে তোমার আসমুদ্র হিমাচল
গাহে জয়গান!
সেই তুমি পারো না কো
অসহায় বাল্য বিধবার,
বিবাহ বিধান করিতে প্রদান?

[তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ]

তুঙ্গাচার্য্য। না। নাহিকো শকতি রাজার—
চালাতে নূতন তন্ত্রে মর্ত্ত্যের মানবে!

পৃথ্বীরাজ । গুরুদেব !
রক্তমাংস দেহধারী নারী,
হলেও বিধবা প্রাণের পিপাসা তার
চাহে যদি বিবাহ করিতে—
কিবা ক্ষতি তাহে আর্য্য সমাজের ?

তুঙ্গাচার্য্য । বিধবা বিবাহ চলিলে সমাজে—
এক নারী দশজনে লয়ে
ধর্ম্মের অমৃতখনি পুণ্য এ ভারতে
পাপের তাণ্ডব লীলা চালাবে অবাধে ।

বীরাবাঈ । আর বাল্য বিধবায় লয়ে—
গোপন ব্যাভিচারে বুঝি নাহি অপরাধ ?

তুঙ্গাচার্য্য । গুরুতর অপরাধ !

বীরাবাঈ । শাস্তি কিবা তার ?

তুঙ্গাচার্য্য । প্রাণদণ্ড !

বীরাবাঈ । তবে দণ্ড দাও ঋষি—
ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজে !

তুঙ্গাচার্য্য । সে কি ?

সমরসিংহ । গুরুদেব ! সত্য বলিয়াছে বালা ।
দিল্লীশ্বর আদেশেতে
ভারত ভ্রমিয়া
দেখিয়াছি শতেক পাপের ছবি !
উচ্চের গৌরবে নীচ জাতিগণে
ঘৃণায় দলিয়া পদতলে—
উপেক্ষায় হেসে চলে যায় !

পুনঃ সেই নীচ ললনায় লয়ে
বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনাচার—
ম্লান করে দেয় ভারত গৌরব।

পৃথ্বীরাজ। সত্য বল রাণা—
স্বচক্ষে দেখেছো তুমি
পাপের জীবন্ত ছবি?

[কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ]

কুতুবউদ্দিন। সত্য রাজা—
আমি তার জীবন্ত প্রমাণ!

তুঙ্গাচার্য্য। কুতুবউদ্দিন—!

পৃথ্বীরাজ। কেবা তুমি?

কুতুবউদ্দিন। পাপের জীবন্ত ছবি!
ব্রাহ্মণের ব্যভিচারে চাঁড়াল দুহিতা গর্ভে
বাংলার জারজ—অন্ত্যজ ঘৃণিত যুবা
সেনাপতি আজি গজনীশ্বর মহম্মদ ঘোরীর!

পৃথ্বীরাজ। গুরুদেব! এই পাপে—
সোণার ভারত ধ্বংস গর্ভে ডুবিবে অচিরে।

গোবিন্দর প্রবেশ ॥

গোবিন্দ। ভেঙ্গে ফেল দাদা, সমাজ বিধান।
রাজশক্তি সহায় তোমার,
তুমি পারো নূতন বিধানে—
অরাজক ভারতের বুকে
শৃঙ্খলা আনিয়া কীর্ত্তিসৌধ করিতে নির্ম্মাণ!

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ বয়সে বালক তুমি,
নাহি পারো বুঝিবারে—
পুণ্যভূমি ভারতের সমাজ মহিমা।

বীরাবাঈ। হে রাজন!
অসহায় বাল্য বিধবার
দাও তুমি সম অধিকার!

পৃথ্বীরাজ। নিরুপায় আমি—

বীরাবাঈ। তুমি প্রভু বরেণ্য ব্রাহ্মণ—
দাও মোরে সেই অধিকার।

তুঙ্গাচার্য্য। নাহিক শকতি মোর—
আর্য্য-ঋষি সমাজ বিধান করিতে লঙ্ঘন!

কুতুবউদ্দিন। কিন্তু বিধর্ম্মীর পদতলে যবে
করিতে হইবে আত্মসমর্পণ—
কোথা রবে সেইদিন—
আর্য্যের সম্মান?

পৃথ্বীরাজ। কুতুব!

কুতুবউদ্দিন। হে রাজন্!
দীক্ষা লয়ে ইসলাম ধর্ম্মে
সম্মানের উচ্চাসন করেছি গ্রহণ!
তবু কহি, ওগো ন্যায় দণ্ডধারী—
নিষ্পাপ বিমল কান্তি
তুমি প্রিয় ভারত গৌরব!
তব পাশে এই শুধু প্রার্থনা আমার—
জীর্ণ সমাজের শীর্ণ কঙ্কাল ধরিয়া

বিষাদ সাগরে ভাসায়ো না—
নন্দন কানন সদৃশ এ ভারত ভুবন।

পৃথ্বীরাজ। কুতুব। ভুলে গিয়ে জন্মের কাহিনী,
দুর্য্যোগের দিনে—
ভাই রূপে পাশে এসে দাঁড়াও আমার!

কুতুবউদ্দিন। ক্ষত্রিয় তনয় হয়ে—
জারজ চণ্ডালে ভাই বলে করিলে গ্রহণ
জাতিচ্যুত হইবে এখুনি!

পৃথ্বীরাজ। না-না, ব্রাহ্মণের রক্তচক্ষু ভয়ে
নীচ জাতিগণে
উপেক্ষায় করিয়া দলিত
করিব না ভারতেব মহা-সর্ব্বনাশ!

কুতুবউদ্দিন। দিল্লীশ্বর—!

পৃথ্বীরাজ। অনুতপ্ত রাজা তব—
জাতিব পাপের প্রায়শ্চিত্ত তরে
জাতিধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন—
আকুল আগ্রহে চাহে ভাই
আজি তব প্রীতি-আলিঙ্গন!

কুতুবউদ্দিন। দিতে পারি আলিঙ্গন—।
তুমি যদি পারো, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ
দিয়া বিসর্জ্জন
বাল্য বিধবার বিবাহ বিধান দানি—
পতিত জাতিরে তুলে নিতে সুখের সোপানে,
তবে আমি দিতে পারি আলিঙ্গন তোমা।

পৃথ্বীরাজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই হবে।

তুঙ্গাচার্য্য। না-না, অসম্ভব!
বিধবা বিবাহ নাহি হবে প্রচলন
ভারতের বুকে।

বীরাবাঈ। আবেদন নিবেদন
ব্যর্থ হবে সব?

পৃথ্বীরাজ। কি করিব মাতা নাহিক উপায়!

বীরাবাঈ। হে ব্রাহ্মণ, করি অনুরোধ—
কৃপা করি স্থান দাও মোরে
সমাজের বুকে।

তুঙ্গাচার্য্য। বিধর্ম্মীর আশ্রিতা রমণী
সমাজের বুকে নাহি পাবে স্থান।

বীরাবাঈ। দাও যারে মায়ের সম্মান—
সমাজের ভয়ে সেই মায়ে তব
ঠেলে দিতে চাও পাপের আবর্ত্তে?

তুঙ্গাচার্য্য। কি করিব এই তব ললাট লিখন!

বীরাবাঈ। মুছে দেবে ললাটের লেখা—
মহম্মদ ঘোরী গজনী ঈশ্বর!

তুঙ্গাচার্য্য। নারি!

বীরাবাঈ। স্বার্থবাদী সমাজ শাসক!
ভাবিয়াছ মনে—দীনজনে হীন ভাবি
চিরদিন করিবে দলিত?
শোন রাজা, শোন রাজগুরু—
মানুষের অধিকার দাও নাই যারে,

অভিশাপে তার
জ্বলে পুড়ে ছাই হবে সমাজ বিধান!

[প্রস্থানোদ্যত।]

পৃথ্বীরাজ। নারি—নারি—!
শুনে যাও রাজার আদেশ! [অগ্রসর]

বীরাবাঈ। না—না, নাহি প্রয়োজন। [প্রস্থান]

পৃথ্বীরাজ। বলহে কুতুব,
কি উদ্দেশ্যে আগমন তব?

কুতুবউদ্দিন। শুন রাজা—শুন সভাসদ্‌গণ—!
গজনীর দূতরূপে আসিয়াছি দিল্লীশ্বর পাশে!

পৃথ্বীরাজ। উত্তম, বল দূত কিবা চায় গজনী ঈশ্বর?

কুতুবউদ্দিন। হজরৎ মহম্মদ বাণী—করিতে প্রচার
দিল্লীর অর্দ্ধাংশ চেয়েছেন প্রভু!

পৃথ্বীরাজ। ওহে দূত! "মূষিক যদ্যপি গৃহমাঝে
করে উপদ্রব—কোন গৃহী কাল সর্পে ডাকে
সেই মূষিক বিনাশ তরে"?

কুতুবউদ্দিন। সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে প্রভু মোর—

তুঙ্গাচার্য্য। প্রচারিতে সত্যধর্ম্ম এত যদি সাধ—
কেন তবে শাণিত কৃপাণ করে—
উপনীত ভারত মাঝারে?
সংযম বৈরাগ্য অস্ত্র দিয়া—
ত্যাগী ধর্ম্মাচার্য্যগণে করুন প্রেরণ।

কুতুবউদ্দিন। তর্কে নাহি প্রয়োজন—
সুলতানের আদেশ শুধু করিনু জ্ঞাপন!

সমরসিংহ। শোন দূত,
ভারতের অধিবাসী
স্বাধীনতা নাহি দিবে ডালি কভু তুরুকের পায়।
কুতুবউদ্দিন। স্বেচ্ছায় যদ্যপি
নাহি দাও অধিকার—
তবে প্রভুর আদেশে এই প্রকাশ্য সভায়
ধর্ম্ম যুদ্ধ করিনু ঘোষণা।
গোবিন্দ। কহিও প্রভুরে তব,
তুরুকের রক্তচক্ষু ভয়ে—
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃ-স্বরূপিণী
ভারত জননী করে—
নাহি দিব দাসত্ব শৃঙ্খল!
যতক্ষণ রবে শ্বাস
ততক্ষণ স্বাধীনতা রাখিব অটুট।
হলে প্রয়োজন—
ভারতের স্বাধীনতা তরে
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন?
কুতুবউদ্দিন। কিন্তু বীরবর! এক ধর্ম্ম মাঝে
শতবর্ণ যেথা—
ধর্ম্ম যুদ্ধে সে জাতির নাহি হয় জয়।
পৃথ্বীরাজ। জয় পরাজয় হইবে মীমাংসা
পুণ্যভূমি ভারতের সমর প্রাঙ্গণে!
কহিও প্রভুরে তব—
সাক্ষাৎ হইবে দোঁহে সমর প্রাঙ্গণে!

থাকে যদি রণসাধ—
সেনাদলে দানিয়া বিদায়
আসুক দ্বৈরথ যুদ্ধে,
শতত প্রস্তুত মোরা—
দিতে তারে যোগ্য সম্ভাষণ।

কুতুবউদ্দিন। হে রাজন্!
স্বজাতি শিয়রে তব
দুর্দ্দিন আসিছে নামি!
বিধাতার সৃজিত মানবে
নাহি দিয়া মানুষের সম-অধিকার
হাড়ি মুচি নীচ অন্ত্যজ বলিয়া
ঘৃণাভরে করি পদাঘাত
অপমান করিয়াছ -
মানুষের প্রাণের ঠাকুরে!
তাই বিধাতার রুদ্র অভিশাপে
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তরে
বক্ষ রক্তে তব লাল হবে
ভারতের শ্যামল প্রান্তর। [প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। বক্ষ রক্তে মোর
হয় যদি জাতির কল্যাণ—
তবে স্বদেশ স্বজাতি—
আর স্বধর্ম্ম রক্ষায়,—
বক্ষ রক্ত দানে বিমুখ হবে না কভু
দিল্লীর ঈশ্বর—

[চাঁদকবির প্রবেশ]

চাঁদকবি। গীত

তোমার অভয়বাণী শুনি ধন্য আজি ভারত ভুবন।
শত যুদ্ধ জয়ী তুমি বীরত্বে তোমার তুমি অতুলন॥
বুকে যার লভেছ জনম তারে তুমি দিও না ডালি,
যে তোমায় দিয়েছে ফল জল তারে যেন যেও না ভুলি,
মায়ের কথা কররে স্মরণ জীবন যাবে হবে-নাকো মরণ॥

তুঙ্গাচার্য্য। চাঁদকবি!

চাঁদকবি। গুরুদেব!
তুর্কি সেনা উপনীত দৃশ্বমতী তীরে।

তুঙ্গাচার্য্য। হে রাজন্।
ত্বরা করি সেনাদল লয়ে
সরস্বতী তীরে তরায়ন পথে তুমি হও অগ্রসর।

[প্রস্থান]

চাঁদকবি। ধর রাজা জাতীয় পতাকা। [প্রস্থান]

পৃথ্বীরাজ। [পতাকা ধরিয়া] মেবার ঈশ্বর—
সীমান্তের সামন্ত রাজারে লয়ে
তরায়ন পথে ত্বরা হও অগ্রসর।

সমরসিংহ। ভাগ্য বলে শার্দ্দূলের মিলেছে শিকার।
হে রাজন্! রাখিও স্মরণ—
ভারত তুরাণ রণে
একটি প্রাণীও নাহি যাবে ফিরে
তুরুকের পরাজয় বারতা ঘোষিতে। [প্রস্থান]

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ! সৈন্যগণে লয়ে
সিন্ধু তীর ধরি হয়ে অগ্রসর
মহম্মদ ঘোরীরে কর আক্রমণ! [অগ্রসর]

গোবিন্দ। আর তুমি?

পৃথ্বীরাজ। আমি যাব সম্মুখ সমরে—
বুঝাইব তারে
পররাজ্য লোলুপ মূর্খ তাতারে
তুরুকের ভয়ে
ভীত নয় দিল্লীর ঈশ্বর।
রাখিতে হিন্দুর মান
হলে প্রয়োজন—
দুইভায়ে দিয়ে যাব প্রাণ বিসর্জ্জন।
যতদিন রহিবে জগৎ—
ততদিন ইতিহাস করিবে প্রচার
দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করি
বক্ষে ধরি জাতীয় নিশান—
দিয়ে গেছে প্রাণ—
তবু মান কভু দেয় নাই ইস্‌লামের পায়ে!

[উভয়ের প্রস্থান]

———

তৃতীয় দৃশ্য।

সরস্বতী তীর।

নরনাথের প্রবেশ।

নরনাথ। যা বাবা, কোথায় যেতে কোথায় এসে পড়লুম! ডান দিকে নদী, বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়, এখন যাই কোথায়?

তরঙ্গের প্রবেশ।

তরঙ্গ। কি বিপদেই পড়লুম। কত দেশ ঘুরে এলুম, এমন গোলক ধাঁধায় তো কখনো পড়ি নি। ওই যে, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? ও মশাই শুনছেন, এদিকে দিল্লী যাবার পথ—

নরনাথ। এঁ্যা! কে বললে? [তরঙ্গকে দেখিয়া]···আরে তুমি?

তরঙ্গ। এ কি! আপনি কে'থেকে এলেন?

নরনাথ। তুমি যেখান থেকে আসছো—আমিও সেইখান থেকেই আসছি।

তরঙ্গ। তা যাবেন কোথায়?

নরনাথ। মহারাজের আদেশে এখুনি দিল্লী যেতে হবে।

তরঙ্গ। কেন? পৃথ্বীরাজকে হত্যা করতে?

নরনাথ। না-না, মহম্মদঘোরী ভারত আক্রমণ করেছে, তাই মহারাজ জয়চাঁদ গোপনে দিল্লীর সংবাদ নিয়ে আসতে বললেন।

তরঙ্গ। ও দৌত্য কার্য্য?

নরনাথ। হ্যাঁ, তা তুমি কি মনে করে এই নির্জ্জন পথে একা—

তরঙ্গ। মহারাণী সংযুক্তাকে দেখতে পাঠালেন। তাই এই পথে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

নরনাথ। ও তুমি সংযুক্তার পক্ষের লোক?

তরঙ্গ। হ্যাঁ, আপনি রাজার লোক—সংযুক্তার শত্রু, তাই আমারও শত্রু!

নরনাথ। কি রকম?

তরঙ্গ। সাবধানে কথা বলুন—নইলে বিপদ হতে পারে।

নরনাথ। তোমার কি মাথা খারাপ?

তরঙ্গ। চুপ করুন, কোনদিকে যাবেন চলুন!

নরনাথ। আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব না।

তরঙ্গ। অসহায় নারীকে ফেলে গেলে মহাপাপ হবে।

নরনাথ। হোক্, তবু তোমার সঙ্গে আমি পথ চলতে রাজী নই।

তরঙ্গ। একা পেয়ে অসম্মান করছেন?

নরনাথ। অপরাধ হয়েছে—আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

তরঙ্গ। বেশ, চুপ করে চলুন—

নরনাথ। যাব না।

তরঙ্গ। ও গম্ভীর হয়ে দর বাড়াচ্ছেন?...দেখুন সে দিন একটা কাজে আট্‌কে পড়েছিলুম, তাই ঠিক সময়ে আসতে পারি নি!

নরনাথ। আ-হা, আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না।

তরঙ্গ। যাবেন তো চলুন?

নরনাথ। না। আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব না

তরঙ্গ। বেশ আমি আপনার পেছু পেছু যাব।

নরনাথ। খবরদার। [তরঙ্গের হাত ধরিল]

তরঙ্গ। হাত ধরছেন কেন? ছেড়ে দিন—

নরনাথ। সেদিনকার কথা মনে আছে, বাগানে দাঁড় করিয়ে রেখে পালিয়েছিলেন?

তরঙ্গ। তাই কি একা পেয়ে নির্জ্জন পথে—

নরনাথ। এইবার কি হয়—

তরঙ্গ। না—না, আমায় ছেড়ে দিন। [হাত ছিনাইয়া লইল]

নরনাথ। বটে, নারীর এত শক্তি! এবার তোমায় কি করি দেখ—

[ত্রিশূল হস্তে বিজয়ার প্রবেশ]।

বিজয়া। গীত।

দেখিবার কিছু নাই।
যুগে যুগে দেখেছে মানব নারীর শক্তির তুলনা নাই॥
শক্তি অংশে জনম যাহার,
পরাজয় কভু হয় না তাহার,
লম্পট করে লাঞ্ছিত হয়,
চিত্তে যদি থাকে ভয়,
শক্তি জাগে বক্ষ মাঝে অন্তরে তার প্রেরণা পাই॥

নরনাথ। কে তুমি নারি?

বিজয়া। আমি সন্ন্যাসিনী। ছিঃ, ব্রাহ্মণ! বর্ণশ্রেষ্ঠ তোমরা—তোমাদের এ অধঃপতনে দেশ আর জাতি লজ্জিত।

তরঙ্গ। কোথায় যাবে?

বিজয়া। তরায়নে। তুর্কি সেনা দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে—

আর দিল্লীশ্বর তাদের বাধা দেবার জন্মে তরায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। বিজয়া—

বিজয়া। বাবা!

তুঙ্গাচার্য্য। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলুম, আজ রাত্রেই বক্তিয়ার খিলজি নদী পার হবে।

বিজয়া। তুর্কি সেনা যদি একবার এপারে আসতে পারে, তাহলে তরায়নে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র তৈরী হবে।

তুঙ্গাচার্য্য। তুর্কি সৈন্যকে আমি নিরাপদে নদী পার হতে দেবো না।

বিজয়া। বৈষ্ণব হয়ে আপনি অস্ত্র ধারণ করবেন?

তুঙ্গাচার্য্য। আমার অস্ত্র শাণিত কৃপান নয়,—কৌশল।

বিজয়া। কৌশল—

তুঙ্গাচার্য্য। হ্যাঁ, কৌশলে মহম্মদঘোরী—আর বক্তিয়ারকে সৈন্যদল থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—তরায়নের উত্তর প্রান্তে।

বিজয়া। সেখানে আমাদের কে কে আছে?

তুঙ্গাচার্য্য। উত্তরে গোবিন্দ, সম্মুখে পৃথ্বীরাজ,—পশ্চিমে সমরসিংহ কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

নরনাথ। মহম্মদঘোরীকে আপনি কি করে গোবিন্দর সামনে নিয়ে আসবেন?

তুঙ্গাচার্য্য। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ব্রাহ্মণ।

নরনাথ। আদেশ করুন প্রভু!

তুঙ্গাচার্য্য। কৌশলে মহম্মদঘোরীর পথ-প্রদর্শক সেজে, নদীপথে তাকে তরায়নের উত্তরে নিয়ে যেতে হবে।

নরনাথ। এ কাজ কি আমি পারবো?

তুঙ্গাচার্য্য। না পারলে মরবে। তবু নীরবে বসে থাকা চলবে না! বিপন্ন দেশকে যদি বাঁচাতে চাও, জাতিকে যদি রক্ষা করতে চাও—সাহসে বুক বেধে কর্ম্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাও।

নরনাথ। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জননী জন্মভূমির ঋণ শোধ করে যেতে পারি।

[প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। তোমার নাম কি বালিকা?

তরঙ্গ। তরঙ্গ।

তুঙ্গাচার্য্য। তুমি গোবিন্দরায়কে জানো?

তরঙ্গ। জানি—

তুঙ্গাচার্য্য। তোমায় যদি তার কাছে যেতে বলি—পারবে?

তরঙ্গ। পথ চিনিয়ে দিলে যেতে পারবো।

তুঙ্গাচার্য্য। ওই পাহাড়ের নীচ দিয়ে চলে যাও—পাহাড় শেষেই দেখবে গোবিন্দর শিবির।

তরঙ্গ। তাঁকে কি বলবো?

তুঙ্গাচার্য্য। বলবে, আজ রাত্রেই মহম্মদঘোরী আর বক্তিয়ার নদীপথে এইখানে আসবে, সে যেন তাদের কামানের অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

তরঙ্গ। বলবো প্রভু।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিজয়া। তুমি একা যেতে পারবে?

তরঙ্গ। [ফিরিয়া] পারব দিদি! বিপন্ন দেশের ডাকে আমি সব বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবো মরণকে বরণ করতে।

[প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। বিজয়া—

বিজয়া। আদেশ করুন বাবা!

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, সমরসিংহ এরা তিনজনে তিন দিক থেকে মহম্মদঘোরীকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলবে, আর সেই সঙ্গে জয়চাঁদ যদি তরায়নের পেছন দিক থেকে মহম্মদঘোরীকে আক্রমণ করে, তবে আর তাকে গজনী ফিরে যেতে হবে না।

বিজয়া। সে কি সম্ভব বাবা?

তুঙ্গাচার্য্য। অসম্ভবই সম্ভব করতে হবে মা।

বিজয়া। বাবা—

তুঙ্গাচার্য্য। যা-মা কনোজে গিয়ে জয়চাঁদকে তরায়নে নিয়ে আয়।

বিজয়া। সে কি আসবে বাবা?

তুঙ্গাচার্য্য। আমার অনুরোধ জানিয়ে বল্‌বি—

বিজয়া। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন জন্মভূমির ঋণ শোধ করতে পারি।

[প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। ঈশ্বর! ভারতবাসী যদি কোন পাপ করে থাকে তাকে অন্য শাস্তি দাও! তোমার কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা দয়াময় পৃথিবীর আদি সনাতন-হিন্দুধর্ম্মকে বিধর্ম্মীর পায়ের তলায় ফেলে লাঞ্ছিত করো না।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

সরস্বতীর অপর তীর।

মহম্মদঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। সুদূর তুর্কিস্থান থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে কত জনপথ—নদ-নদী, গিরি-কান্তার অতিক্রম করে অবিরাম গতিতে ঝঞ্ঝার মত ছুটে এসেছি ভারতবর্ষে! দিনের পর দিন দেশের পর দেশ জয় করেছি, কেউ বাধা দেয় নি,—বাধা পেলুম এই সরস্বতী তীরে।

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আদেশ দিন হজরৎ—

মহম্মদ। কিসের আদেশ?

বক্তিয়ার। সসৈন্যে নদী পার হয়ে আমি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করি—

মহম্মদ। কুতুবউদ্দিন নদী পার হয়েছে,—এ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা নদী পার হতে পাচ্ছি না।

বক্তিয়ার। কুতুবউদ্দিন যদি সংবাদ না দেয়?

মহম্মদ। কুতুবউদ্দিন অকৃতজ্ঞ নয় বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা কি আমায় অবিশ্বাস করেন?

মহম্মদ। বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। হজরৎ, কুতুবউদ্দিন যদি আপনার একমাত্র বিশ্বাসী হয়—

মহম্মদ। জানি বক্তিয়ার—কুতুবউদ্দিনের পদোন্নতিতে তুমি ঈর্ষান্বিত।

বক্তিয়ার। সে কি অন্যায়?

মহম্মদ। হিংসাই মানুষের মনুষ্যত্ব গ্রাস করে।

বক্তিয়ার। সামান্য ক্রীতদাস জাঁহাপনার প্রিয়পাত্র, আর তাতার সেনাপতি বক্তিয়ার অবিশ্বাসী!

মহম্মদ। বক্তিয়ার, কুতুবউদ্দিন ক্রীতদাস থেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজ প্রিয়পাত্র হয়েছে।

বক্তিয়ার। এই যুদ্ধেই প্রমাণ হয়ে যাবে—কুতুবউদ্দিন আর বক্তিয়ারের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

মহম্মদ। তোমার দক্ষতার পরিচয় নিতেই ভারত অভিযানে আমি তোমায় সঙ্গে এনেছি কুতুব।

বক্তিয়ার। দক্ষতার পরিচয় দিতে আমি প্রস্তুত জাঁহাপনা! তাই রাতের অন্ধকারেই আমি নদী পার হতে চাই।

মহম্মদ। অজানা দেশ, রাতের অন্ধকারে নদী পার হওয়া বিপজ্জনক।

বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

বীরাবাঈ। অন্ধকারেই নদী পার হতে হবে।

মহম্মদ। বীরা—

বীরাবাঈ। ভারতীয় সৈন্যরা দ্রুত সরস্বতী তীরে এগিয়ে আসছে—

মহম্মদ। আর কুতুব?

বীরাবাঈ। রাণা সমরসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ?

বীরাবাঈ। যুদ্ধক্ষেত্রে আসেনি!

বক্তিয়ার। এই সুযোগে নদী পার হয়ে যদি আমরা ভারতীয় সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি—জয় আমাদের অনিবার্য্য।

মহম্মদ। অন্যায় যুদ্ধে আমি জয়লাভ করতে চাই না বক্তিয়ার।

বীরাবাঈ। ন্যায়যুদ্ধে কেউ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পারে ন।

মহম্মদ। অন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতবাসীর কাছে আমি অপ্রিয় হতে চাই না।

বক্তিয়ার। ভারতবাসীর পাপের সাজা দিতেই বিধাতা আপনাকে সুদূর তুর্কিস্থান থেকে ভারতে এনেছেন।

মহম্মদ। বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা, বৌদ্ধরা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্ম্মে লিপ্ত! আর হিন্দুরা স্বজাতি বিদ্বেষী স্বার্থপর।

মহম্মদ। আমি জানি বক্তিয়ার! তবু আমার বিবেক আছে—ধর্ম্ম আছে—আর সবার উপরে আছে আমার মানবতা।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা স্বধর্ম্ম বিদ্বেষীদের শাস্তি দিতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মপ্রেমিক জাতি আজ ভারতে এসেছে।

মহম্মদ। মানুষ হয়ে মানুষকে শাস্তি দেবার কোন অধিকার নেই।

বীরাবাঈ। তবে বিধাতার সৃষ্ট মানুষকে মানুষের অধিকার না দিয়ে নীচ অন্ত্যজ বলে দূরে সরিয়ে রাখে কোন অধিকারে?

মহম্মদ। তার জন্য কি সম্রাট দায়ী?

বীরাবাঈ। সম্রাট যখন স্বার্থবাদীদের হাতের পুতুল, তখন তাকেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মহম্মদ। বীরা—

বীরাবাঈ। সমাজ ভ্রষ্টা বাঈজীর দেহ উপভোগে উচ্চবর্ণের জাত যায় ন—জাত যায় শুধু হাড়ি মুচি মেথরের অঙ্গ স্পর্শ করলে।

মহম্মদ। আমি বুঝতে পারি না বীরা, মানুষের প্রতি মানুষের কেন এই বিদ্বেষ?

বীরাবাঈ। জাঁহাপনা! ভারতবাসীরা যদি স্বজাতিকে ঘৃণা না করে সমস্ত মানুষের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিত—তাহলে মহাবীর মহম্মদঘোরী কোনদিন খাইবার গিরিপথ পার হতে পারতেন না।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনা—

মহম্মদ। সত্য বক্তিয়ার।

বীরাবাঈ। ভারতের শাসকদের ভুলের জন্যই হাজার হাজার মানুষ যুগ যুগ ধরে অশিক্ষিত বর্ব্বর হয়ে আছে, তাই জাঁহাপনা বীরদর্পে ভারতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নরনাথের প্রবেশ

নরনাথ। জাঁহাপনা—

মহম্মদ। কি সংবাদ?

নরনাথ। কুতুবউদ্দিন বললেন নদী পার হতে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন?

নরনাথ। শুধু আসা নয় জনাব, টকাটক্ করে আমার সৈন্য ভায়াদের মুণ্ডুগুলো ধড়্ ছাড়া করে দিচ্ছেন।

মহম্মদ। বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। জনাব, আজ নদী পার হতে না পারলে কুতুব-উদ্দিনকে হারাতে হবে।

নরনাথ। ও—হো—হো! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

বক্তিয়ার। কি হ'লো?

নরনাথ। কুতুবউদ্দিন আছেন কি না সন্দেহ।

বক্তিয়ার। আর অপেক্ষা করা উচিত নয় জাঁহাপনা!

মহম্মদ। না। আর অপেক্ষা নয়…কিন্তু তুমি কে?

নরনাথ। আজ্ঞে আমি ভারতবাসী! দেশ আর জাতির উপর আমার ঘৃণা এসেছে, তাই সেনাপতি কুতুবউদ্দিনের অধীনে চাকরী নিয়েছি।

মহম্মদ। সত্য বল্‌ছো?

নরনাথ। বললাম তো—আপনি যদি বিশ্বাস না করেন—সে আমার ভাগ্য।

বক্তিয়ার। ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই জাঁহাপনা।

মহম্মদ। অবিশ্বাস নয়…সামনে উত্তাল তরঙ্গময়ী তটিনী পার হব কি করে?

নরনাথ। সে আপনাকে ভাবতে হবে না জনাব। সেনাপতি সাহেবের আদেশে আমি সব ঠিক করে এসেছি। আপনি শুধু একটা আদেশ দিয়ে নৌকোয় উঠুন, দেখবেন চোখের পলক পড়তে না পড়তে আপনার সৈন্যেরা একেবারে ভবনদীর পরপারে গিয়ে পড়বে।

মহম্মদ। বক্তিয়ার, ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দাও, সৈন্যগণ এই মুহূর্ত্তে যেন নদী পার হবার জন্য প্রস্তুত হয়।

[বক্তিয়ার সাংকেতিক ধ্বনি করিল]

বীরাবাঈ। জাঁহাপনা—

মহম্মদ। বীরা! মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে প্রয়োজন হলে আমি জীবন বিসর্জ্জন দেব।

[প্রস্থান]

নরনাথ। আসুন খাঁ সাহেব—

বক্তিয়ার। তুমি নৌকো প্রস্তুত করে রাখ, আমি এখুনি আসছি।

নরনাথ। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান ।

বক্তিয়ার। তুমি যাবে না বীরা?

বীরাবাঈ। যাব।

বক্তিয়ার। এসো! [বক্রদৃষ্টিতে বীরার দিকে চাহিয়া প্রস্থান]

বীরাবাঈ। বিদেশীকে ডেকে এনে দেশের স্বাধীনতা বিলিয়ে দেওয়া কি পাপ?...না না, কে বলে পাপ? কিসের পাপ? মানুষকে যারা অমানুষ করে রাখে তাদের ধ্বংসই ঈশ্বরের বিচার।

[প্রস্থান]

———

পঞ্চম দৃশ্য।

কনোজ প্রাসাদ।

জয়চাঁদের প্রবেশ।

জয়চাঁদ। ঈশ্বরের বিচার! এইবার আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিট্‌বে। মহম্মদঘোরীকে পরাজিত করবার শক্তি চৌহান পৃথ্বীরাজের নেই!

উদয়চাঁদের প্রবেশ

উদয়। পৃথ্বীরাজের না থাকলেও—ভারতবাসীর আছে পিতা।

জয়চাঁদ। উদয়—

উদয়। তোমাকে পৃথ্বীরাজের পক্ষে যোগ দিতে হবে না পিতা!

জয়চাঁদ। না উদয়, সেই গর্ব্বিত চৌহানের পক্ষে আমি অস্ত্র-ধারণ করবো না।

উদয়। পিতা—

জয়চাঁদ। রাজসূয় যজ্ঞে পৃথ্বীরাজ আমায় যে অপমান করে গেছে—সে অপমান আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।

উদয়। সেকথা ভুলে গিয়ে সসৈন্যে তরায়নে গিয়ে মহম্মদ-ঘোরীকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দাও!

জয়চাঁদ। দুর্ব্বৃত্ত পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ওই মহম্মদঘোরী!

উদয়। পিতা, বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল।

জয়চাঁদ। উদয়—

উদয়। তরায়নে পৃথ্বীরাজ যদি মরে—তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার একমাত্র কন্যা সংযুক্তাই বিধবা হবে।

জয়চাঁদ। রাজন্যবর্গের সম্মুখে সংযুক্তা আমায় যে অপমান করেছে, আমি তার প্রতিশোধ নেব।

উদয়। অপমানের প্রতিশোধ নিতে যদি তোমার মনে সন্তান হত্যার বাসনা জেগে থাকে তাহ'লে তুমি আমায় হত্যা কর বাবা।

জয়চাঁদ। ওরে না না—তুই যে আমার একমাত্র আদরের দুলাল।

উদয়। আমি শুধু তোমার আদরের দুলাল নই—আমি ক্ষত্রিয়! প্রয়োজন হলে দেশের জন্য আমি তোমার বিরুদ্ধেও অস্ত্র-ধারণ করব।

জয়চাঁদ। উদয়—

উদয়। পিতা, কন্যা-জামাতার উপর অভিমান করে ভারত মাতার হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিও না।

জয়চাঁদ। উদয়,—জয়চাঁদ জীবিত থাকতে মহম্মদঘোরী ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে পারবে না। প্রয়োজন হলে জননী জন্মভূমির জন্য আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু বিসর্জ্জন দেবো—তবু স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবো না।

[গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। গীত :

এসেছে সেইদিন!

লক্ষ হৃদয়ে শঙ্কা না জানে রাখে না মায়ের ঋণ।

তরায়ন পথে উল্লাসে ছুটে,

হাজার কণ্ঠে নিবিড় নিশীথ টুটে,

ভাবে মনে সবে কি ফল জীবনে হয়ে চির পরাধীন।

তরায়ন ঘাটে গুরুজী ডাকে চল বীর—

জয় হবে হবে জয় চির উন্নত রবে শির

ভুল মান অপমান ঘুচাও দেশের দুর্দ্দিন।

জয়চাঁদ। কে তুমি বালিকা?

বিজয়া। মহর্ষি তুঙ্গাচার্য্যের আশ্রিতা সন্ন্যাসিনী।

জয়চাঁদ। গুরুদেব কই?

বিজয়া। তরায়নের মাঠে, তাঁরই আদেশে আমি তোমায় ডাকতে এসেছি।

জয়চাঁদ। বালিকা—

উদয়। পিতা, স্বাধীনতা রক্ষায় গুরু তোমায় ডেকেছেন,—তাঁকে তুমি অসম্মান করো না।

জয়চাঁদ। উদয়! আমি যুদ্ধে যাব—আমায় সাজিয়ে দে। আমার জন্মভূমি বিদেশী গ্রাস করতে এসেছে। আমি তাদের বুঝিয়ে দেবো যে ভারতবর্ষ বীর শূন্য হয় নি।

[মেঘার প্রবেশ]।

মেঘা। ধন্য বীর জয়চাঁদ।

জয়চাঁদ। মেঘা—!

মেঘা। কন্যার কচি মুখখানা মনে করে বুঝি প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছ?

জয়চাঁদ। না—ভুলি নি—

মেঘা। তবে যুদ্ধে যাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

জয়চাঁদ। বিদেশীরা আমার জন্মভূমি আক্রমণ করেছে—তাই আমি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চলেছি।

মেঘা। পৃথ্বীরাজ যখন আলহ-উদালকে হত্যা করেছিল—তখন কোথায় ছিল এ বীরত্ব?

জয়চাঁদ। মেঘা—

মেঘা। পৃথ্বীরাজের ভয়ে নিজে দূরে দাঁড়িয়ে আমার দুটো ছেলেকে বলি দিয়েছিলে—মনে আছে?

জয়চাঁদ। যুদ্ধের পর আমি নিজে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব।

মেঘা। সংযুক্তা হরণেই আমি তোমার শক্তির পরিচয় পেয়েছি। তুমি কোনদিন পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করতে পারবে না।

জয়চাঁদ। না পারি তোমার তৃপ্তির জন্য জীবন বিসর্জ্জন দেবো।

মেঘা। তোমার জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই—আমি চাই পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ।

উদয়। তুমি মানবী না পিশাচী?

মেঘা। মানবীই ছিলুম, তোমার পিতার স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে আজ আমায় পিশাচী সাজতে হয়েছে।

বিজয়া। পথ ছেড়ে দাও পিশাচী—

মেঘা। আশা না মিটলে আমি পথ ছাড়বো না।

উদয়। তোমার তৃপ্তির জন্য আমার রক্ত নাও!

মেঘা। পৃথ্বীরাজের রক্ত ছাড়া আমার তৃপ্তি নেই।

জয়চাঁদ। দেশ জাতি আজ বিপন্ন, গুরুদেব ডেকেছেন—আমায় যেতেই হবে।

মেঘা। না, আমি তোমায় যেতে দেবো না।

বিজয়া। মেঘা—

মেঘা। এই অপূর্ব্ব সুযোগ! তুমি পারবে না—মহম্মদঘোরী পারবে।

বিজয়া। মহম্মদঘোরীও পারবে না।

জয়চাঁদ। দাঁড়াও সন্ন্যাসিনী আমি যাবো—

বিজয়া। চলে এসো রাজা—

জয়চাঁদ। আমায় পথ দাও—আমার ডাক এসেছে—আমায় যেতে হবে।

মেঘা। সাবধান জয়চাঁদ! [ছুরি বাহির করিয়া জয়চাঁদের বক্ষে ধরিল]

জয়চাঁদ। সন্ন্যাসিনী—!

বিজয়া। তোমায় যেতে হবে না রাজা, পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের মিলন হবে না।

জয়চাঁদ। আমার অপরাধ নিও না—

বিজয়া। অপরাধ তোমার নয়—অভিশপ্ত ভারতের!

[প্রস্থান]

উদয়। দাঁড়াও সন্ন্যাসিনী আমি দিদির কাছে যাবো।

[প্রস্থান]

মেঘা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার জয়।

[প্রস্থান]

জয়চাঁদ। তরায়নে মহম্মদঘোরী যদি জয়ী হয়···হোক্। জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে সে যখন দিল্লীর দিকে ছুটে আসবে—আমি তাকে বাধা দিয়ে ভারতের এ ঘোর কলঙ্ক মুছে দেবো।

[প্রস্থান]

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

তরায়ন—রণস্থল।

[দ্রুত গোবিন্দ ও তরঙ্গের প্রবেশ]

গোবিন্দ। রাতের অন্ধকারে তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে তরঙ্গ?

তরঙ্গ। গুরুদেব এইখানেই আসতে বলেছিলেন।

গোবিন্দ। কোথায় গুরুদেব?

তরঙ্গ। তাঁকে তো দেখছি না।

গোবিন্দ। তোমায় বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছে।

তরঙ্গ। ভুল হয় নি, গুরুদেব যা বলেছেন আমি শুধু তাই করেছি।

গোবিন্দ। তোমার কথা শুনে আমিও তো এলুম, কিন্তু ফল হ'লো কি?

তরঙ্গ। আপনি তো বড় বেয়াড়া! নদীতীরে চুপ করে বসে থাকতে পারছেন না।

গোবিন্দ। এখানে বসে কি হবে?

তরঙ্গ। দেখুন না, ভোর রাত্রে তুর্কি সৈন্য নদী পার হয় কি না।

গোবিন্দ। যদি না হয়?

তরঙ্গ। সকালে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যেখান থেকে এসেছেন—সেখানেই ফিরে যাবেন।

গোবিন্দ। না—সব গোলমাল হয়ে গেল।

তরঙ্গ। উতলা হবেন না চুপ করে বসুন।

গোবিন্দ। আচ্ছা, তুমি কি রকম মেয়ে?

তরঙ্গ। সে কথা বুঝি ভাবতে পারেন নি?

গোবিন্দ। তোমার প্রাণে একটু ভয় নেই? এই যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছো?

তরঙ্গ। সেই তো ভাববার কথা—

গোবিন্দ। আমি তোমায় বুঝতে পারছি না তরঙ্গ?

তরঙ্গ। দিনরাত যুদ্ধ যুদ্ধ করলে মাথার ঠিক থাকে, না মনের ভাব বুঝতে পারা যায়?

গোবিন্দ। তুমি কি—

তরঙ্গ। জলজ্যান্ত মানুষ, তবে পুরুষ নই—নারী।

গোবিন্দ। যুদ্ধক্ষেত্রে কেন?

তরঙ্গ। আপনিই ত নিয়ে এলেন।

গোবিন্দ। আমি?

তরঙ্গ। হ্যাঁ, আপনি চোর ধরতে ওস্তাদ। তাই প্রথম দর্শনেই আমার মনচোরকে বন্দী করে ফেলেছেন।

গোবিন্দ। সে কি?

তরঙ্গ। তাইতো রাতের অন্ধকারে একলা আপনার পেছু পেছু ছুটে বেড়াচ্ছি।

গোবিন্দ। তরঙ্গ—[তরঙ্গের হাত ধরিল]

তরঙ্গ। আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত। [গোবিন্দের বক্ষে মাথা রাখিল]

[নেপথ্যে—"জয় সুলতান মহম্মদ ঘোরীর জয়"]

গোবিন্দ। এ কি! [তরঙ্গকে ছাড়িয়া দিলেন]

তরঙ্গ। তুরাণী সেনার জয়ধ্বনি।

গোবিন্দ। তবে কি তুরাণী সৈন্যরা নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তরঙ্গ। ওই দেখুন, পাহাড় থেকে কত সৈন্য নামছে।

গোবিন্দ। ও কার সৈন্য?

তরঙ্গ। মেবারের রাণার।

গোবিন্দ। এত সৈন্য কোথায় ছিল?

তরঙ্গ। পাহাড়ের উপত্যকায় লুকিয়ে ছিল।

গোবিন্দ। বিদায় তরঙ্গ···যদি বাঁচি তোমার এ অযাচিত উপকারের প্রতিদানে আমি তোমায় বরণ করে দিল্লীর প্রাসাদে নিয়ে যাব। আর যদি মরি আমার আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে তোমার ওই মধু ভরা নাম—তরঙ্গ।

[প্রস্থান]

তরঙ্গ। ভগবান! ক্ষত্রিয় জাতটাকে কি কঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরী করেছ দয়াময়? যুদ্ধের নাম শুনলে এরা সব ভুলে যায়।

[প্রস্থান]

বক্তিয়ার ও সমরসিংহের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। সত্য বলুন রাণা—কুতুবউদ্দিন কোথায়?

সমরসিংহ। কুতুবউদ্দিন পরাজিত হয়ে পালিয়েছে।

বক্তিয়ার। সত্য?

সমরসিংহ। রাজপুত মিথ্যা বলতে শেখেনি।

বক্তিয়ার। রাজপুত! রাজপুত! বলতে পারেন রাণা কিসের অহঙ্কারে আপনাদের এই দর্প!

সমরসিংহ। বীরত্বের অহঙ্কারই রাজপুতের দর্প!

বক্তিয়ার। তুরাণী সেনার করে রাজপুতের দর্প চির অবসান হয়ে যাবে।

সমরসিংহ। রাজপুতের বীরত্ব দেখাবার জন্যই আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

বক্তিয়ার। তস্করের মত অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছেন—তাই আজ আমাদের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছেন।

সমরসিংহ। বক্তিয়ার খিলজী—

বক্তিয়ার। বর্ব্বর রাজপুত—

সমরসিংহ। সাবধান বক্তিয়ার!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। তুরাণী সৈন্যেরা নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সৈন্যেরা বাঘের মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কুতুবউদ্দিন পরাজিত হয়ে পালিয়েছে। এইবার তরায়নের মাঠে ভারত তুরাণের শক্তি পরীক্ষা হবে। ভারতীয় সৈন্যগণ—দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে জীবনকে তুচ্ছ করে—মহোল্লাসে মরণের মুখে এগিয়ে যাও।

চাঁদকবির প্রবেশ

চাঁদকবি। গীত।

মরণে নাহি কো ভয়।
রক্ত তটিনী সৃজিয়া মাটিতে গাহে ভারতের জয়।
তুরাণী ভারত রণে মরণ আলিঙ্গণে—

লাখো বীর হাঁকে ভারতের জয়
সুগভীর নিঃস্বনে হবে ভারতের জয়
মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া চিত্ত করেছে জয় ॥

তুঙ্গাচার্য্য। চাঁদকবি! তোমার অগ্নিবীণার রুদ্রতানে সৈন্যদের প্রাণে নবচেতনার প্রেরণা এনে দাও। বুঝিয়ে দাও তাদের—দেশ শুধু রাজার নয়, দেশের বুকে সবারই সমান অধিকার।

চাঁদকবি। ভারতের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আপনার আদেশ আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করব।

[পূর্ব্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। চতুর মহম্মদঘোরী! দেখবো কোন শক্তি বলে তুমি আমার চক্রজাল ছিন্ন কর।

[মহম্মদঘোরীর প্রবেশ]।

মহম্মদ। বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসী! প্রতারণায় পথ-প্রদর্শক সেজে আমায় বিপর্য্যস্ত করেছে। অপরিণামদর্শী বক্তিয়ারের পরামর্শেই আজ আমার এই শোচনীয় পরিণাম।

তুঙ্গাচার্য্য। বুঝতে পারলে সুলতান, যে চাতুরীতে ভারতবর্ষ জয় করা যায় না।

মহম্মদ। যুদ্ধ ব্যবসায়ী তুরাণী সুলতান চাতুরিতে জয়লাভ করতে চায় না।

তুঙ্গাচার্য্য। বীর পুত্র প্রসবিনী ভারত জননীর বুকে দাঁড়িয়ে বীরত্বের অহঙ্কার করো না।

মহম্মদ। কৌশলে আমার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করে ভারতবাসী চমৎকার বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

পুনঃ গোবিন্দর প্রবেশ।

গোবিন্দ। সম্মুখ যুদ্ধে ভারতবাসী ভয় পায় না সুলতান।

মহম্মদ। কেন তবে এই অন্যায় আক্রমণ?

গোবিন্দ। অন্যায় যদি করেই থাকে, করেছে সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের দল।

মহম্মদ। এর জন্য সেনাপতিই দায়ী।

গোবিন্দ। পররাজ্য লোভী বিদেশী শক্রর কবল থেকে নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা যদি অন্যায় হয়—সহস্রবার আমরা সে অন্যায় করতে প্রস্তুত।

মহম্মদ। গোবিন্দ রায়—

গোবিন্দ। রক্তচক্ষুতে রাজপুত ভয় পায় না।

তুঙ্গাচার্য্য। যদি সাহস থাকে যুদ্ধে অগ্রসর হও সুলতান। দেখে যাও ভারতবাসীর বাহুর শক্তি, শুনে যাও কণ্ঠের হুঙ্কার—আর বিপথগামী শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকের মত শিখে যাও ন্যায়নীতির পথ।

মহম্মদ। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘৃণা করে, শিয়াবুদ্দিন ঘোরীকে তাদের কাছে রাজনীতি শিখতে হবে না।

তুঙ্গাচার্য্য। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে সনাতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে—

মহম্মদ। স্বার্থের নেশায় বিভোর হয়ে যারা নিজেদের রচিত শাস্ত্রকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলে চালাতে চায়—তারা ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রতারক।

তুঙ্গাচার্য্য। ভারতের সনাতনপন্থিকে তোমার কাছে ঈশ্বর তত্ত্ব শিখতে হবে না।

মহম্মদ। স্তব্ধ হও ব্রাহ্মণ। তোমাদের অনাচার ব্যভিচারেই সত্যিকারের সনাতন নীতি অন্তর্হিত। ভারত গৌরব বেদান্ত দর্শন আজ নির্জীব—মনুসংহিতা বধির। ঈশ্বর আরাধনার মহামন্ত্র শক্তি-হীন। তাই আজ একটা বিরাট জাতি পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে।

গোবিন্দ। ওহে, বক-ধাম্মিক এইখানেই তোমার জীবনের অবসান হোক্।

মহম্মদ। সাবধান গোবিন্দ রায়—

গোবিন্দ। তুমি নিজে সাবধান হও সুলতান। মরণে রাজপুত ভয় পায় না। [উভয়ের যুদ্ধ, সহসা মহম্মদঘোরীকে আঘাত করিল]

মহম্মদ। তস্কর রাজপুত—[হাত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল]

গোবিন্দ। এইবার ভারতের মাটিতে মহম্মদঘোরীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হোক্। [মহম্মদঘোরীকে হত্যায় উদ্যত]

[রণসাজে সজ্জিত পৃথ্বীরাজের প্রবেশ]।

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরীকে হত্যা করো না ভাই।

গোবিন্দ। দাদা—

পৃথ্বীরাজ। নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা বীর ধর্ম্ম নয়।

গোবিন্দ। এত বড় শত্রুকে তুমি—

পৃথ্বীরাজ। ক্ষমা করতে চাই।

গোবিন্দ। দাদা—[পৃথ্বীরাজ গোবিন্দর অস্ত্র কাড়িয়া নিলেন]

পৃথ্বীরাজ। ওরে ভাই রাজপুত মরবে—তবু নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত করবে না।

মহম্মদ। কি করতে চাও রাজা?

পৃথ্বীরাজ। তোমায় বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যেতে চাই।

মহম্মদ। তার চেয়ে তুমি আমায় হত্যা কর।

পৃথ্বীরাজ। না হত্যা নয়,—বন্দী।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ! শত যুদ্ধ জয়ী মহাবীর মহম্মদঘোরীকে শৃঙ্খলিত করে দিল্লী নিয়ে যাও।

[দ্রুত বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।]

বীরাবাঈ। না রাজা—ওকে শৃঙ্খলিত করো না।

তুঙ্গাচার্য্য। এ কি! তুমি!

বীরাবাঈ। হ্যাঁ, তোমরা যাকে ঘৃণায় অবজ্ঞায় আবর্জ্জনা বোধে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছ—সুলতান মহম্মদঘোরী তাকে আদর করে বুকে তুলে নিয়েছেন।

পৃথ্বীরাজ। তবে—

তুঙ্গাচার্য্য। মহম্মদঘোরীকে শাস্তি দাও রাজা।

বীরাবাঈ। মহম্মদঘোরী তোমার চক্ষে ঘৃণিত, কিন্তু বিশ্বের কাছে—সে অনেক বড়।

মহম্মদ। দিল্লীশ্বর আমি পরাজয় স্বীকার করছি। তুমি আমায় শাস্তি দাও!

পৃথ্বীরাজ। তোমাকে শাস্তি দিয়ে জগতের চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাই না।

তুঙ্গাচার্য্য। গোবিন্দ! মহম্মদঘোরীর অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে—

পৃথ্বীরাজ। সসম্মানে মহম্মদঘোরীর হাতে তুলে দাও।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ—!

পৃথ্বীরাজ। গুরুদেব! মানুষকে ভালবাসা যদি আমার ধর্ম্ম না হয়, তবে তাকে শাস্তি দেবারও আমার কোন অধিকার নেই। সুলতান মহম্মদঘোরী তুমি মুক্ত।

মহম্মদ। না রাজা, আমি মুক্তি ভিক্ষা চাই না!

পৃথ্বীরাজ। আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি না বন্ধু, দিচ্ছি তোমার মানবতার সম্মান।

মহম্মদ। দিল্লীশ্বর—

পৃথ্বীরাজ। স্মরণ' রেখো সুলতান, ভারতবাসীর সমাজ-শৃঙ্খলায় শৈথিল্য এলেও মহানুভবতা ভোলেনি। তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ! ভারতবাসী মানুষেব গুণের মর্য্যাদা দিতে জানে, তাই আজ তোমার মত শত্রুকেও হাতে পেয়ে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলুম।

[প্রস্থান ।]

মহম্মদ। দিল্লীশ্বর! তোমার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ! পরাজিত মহম্মদঘোরী আজ বিজয় গর্ব্বে গজনীতে ফিরে যাচ্ছে, যদি দিন পাই—তোমার এ মহত্বের প্রতিদান আমি দেবো।

[প্রস্থান।]

বীরাবাঈ। হে ভারত! মানব স্বাধীনতার জন্য তুমি আর একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।]

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ! তোমার এই মহত্ত্বই ভারতের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে।

[প্রস্থান।]

গোবিন্দ। গুরুদেব, সে সর্ব্বনাশকে আমরা সাদরে বরণ করে নেবো।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কনোজ—প্রাসাদ।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

সখি বল না গো তোর মনের কথা।
কার তরে তুই পেলি মনে ব্যথা॥

১ম নর্ত্তকী। না না লাজে মরে যাই,
সবার মাঝে গোপন কথা বলতে যে গো নাই।

নর্ত্তকীগণ। বৃথা তোর এই জারি-জুরি,
ভাবের ঘরে চলবে না লুকোচুরি।

১ম নর্ত্তকী। সেই নীরব রাতে চাঁদের সাথে,
ফুল কুমারীর হ'লো কত কথা।

নর্ত্তকীগণ। হাসি আর গানে ভুলিয়া আপনে,
ডুবিনু অতলে প্রিয় পরশনে।

নর্ত্তকীগণ। পরশন পরে সোহাগ ভরে,
কোমল অধরে দিলে বুঝি চুম্বন?

সকলে। সে মধু অতিথিরে খুঁজি বারে বারে,
কহিতে তারে সঞ্চিত আছে যত পুঞ্জিত ব্যথা॥

[সকলের প্রস্থান।

নরনাথের প্রবেশ।

নরনাথ। নানা দেশ তো ঘুরে এলুম—কিন্তু ফল হ'লো কি? না—না—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর থাকবে না।

[উদয়চাঁদের প্রবেশ]।

উদয়। ঠাকুর মশাই? কোথায় ছিলেন এতদিন?

নরনাথ। যেখানেই থাকি তোমার দরকারটা কি?

উদয়। বারে, এতদিন পরে এলেন আর একটা খবর নিতে হবে না?

নরনাথ। দিল্লীর বিজয়-উৎসব দেখতে গিয়েছিলুম।

উদয়। মিথ্যা কথা।

নরনাথ। কি রকম?

উদয়। আপনি তরায়ণ যুদ্ধের আগেই গিয়েছিলেন।

নরনাথ। তা হয়তো হবে,—

উদয়। সত্যি বলুন—নইলে আমি পিতাকে বলে দেবো।

নরনাথ। বল্‌লে তো বয়ে গেল!

উদয়। বেশ, এই আমি চল্‌লুম!

নরনাথ। আরে হন্ হন্ করে চল্লে কোথায়?

উদয়। পিতার কাছে আপনার নামে অভিযোগ করতে।

নরনাথ। কি অভিযোগ?

উদয়। আপনি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে কনৌজে এসেছেন। [অগ্রসর]

নরনাথ। আরে শোন শোন—

উদয়। না—আর আমি আপনার কোন কথাই শুনবো না।

নরনাথ। কাজের কথা—মিষ্টি কথা—ভাল কথা শুনে যাও—

উদয়। বলুন?

নরনাথ। কথায় কথায় অমন তেরিয়া হয়ে ওঠো কেন?

উদয়। সত্যি বলুন—কোথায় গিয়েছিলেন?

নরনাথ। তোমার বিয়ের জন্যে একটি ফুলকুমারী খুঁজতে।

উদয়। এবার কিন্তু ভারী রেগে যাব।

নরনাথ। এ কথায় আর রাগ হবে না—রাগ গলে একেবারে অনুরাগ হয়ে যাবে।

উদয়। তাহলে বলবেন না কোথায় গিয়েছিলেন?

নরনাথ। শোন শোন—

উদয়। কি বলুন?

নরনাথ। মহারাজের কাজ করতে গিয়ে—ফস্ করে একটা দেশের কাজ করে ফেলেছি।

উদয়। কি কাজ?

নরনাথ। গোপনে বলবো।

উদয়। ঠিক বলবেন?

নরনাথ। নিশ্চয়ই বলবো। সে কাজে যে কি আনন্দ পেয়েছি, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। বাড়ী ঘর ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব ভুলিয়ে দেয়।

উদয়। এমন কাজ ছেড়ে চলে এলেন কেন?

নরনাথ। এখানেও দেশের কাজ করতে এসেছি।

উদয়। দেশের কাজ?

নরনাথ। হ্যাঁ, একটা বিদেশীকে আমি কনোজের পথে আসতে দেখেছি। মনে হয়—সে শত্রুর গুপ্তচর? চল, ওই অন্ধকার পথটায় গিয়ে অপেক্ষা করি।

উদয়। চলুন—

[উভয়ের প্রস্থান।

(জয়চাঁদের প্রবেশ)

জয়চাঁদ। আমি কি অন্যায় করেছি?…না—না কিসের অন্যায়? এ রাজধর্ম্ম! কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে…না, এত বড় অন্যায় আমি করব না।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীমসিংহ। সে এসেছে মহারাজ।

জয়চাঁদ। কে?

ভীমসিংহ। যাকে আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন—আপনার সেই বন্ধুর কর্ম্মচারী!

জয়চাঁদ। কোথায় সে?

ভীমসিংহ। প্রাসাদ দ্বারে অপেক্ষা করছে।

জয়চাঁদ। প্রাসাদ দ্বার থেকেই তাকে ফিরে যেতে বল।

ভীমসিংহ। কেন মহারাজ?

জয়চাঁদ। যা বলেছিলুম—সে আমি পারবো না।

ভীমসিংহ। এতদূর এগিয়ে আর তা হয় না মহারাজ!

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ—পৃথ্বীরাজের ধ্বংসের জন্য কেন তোমার এ আয়োজন?

ভীমসিংহ। পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে আমি আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবো।

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ তোমার পিতাকে হত্যা করেছে?

ভীমসিংহ। শুধু পিতাকেই নয়—গুজরাট ধ্বংস করে, গুজরাটের চালুক্য বংশধরগণকেও সে পথের ভিখারী সাজিয়েছে।

জয়চাঁদ। সত্য বল, তুমি কে?

ভীমসিংহ। আমি প্রতাপ চালুক্যের পুত্র!

জয়চাঁদ। তোমার মা কোথায়?

ভীমসিংহ। পিতার মৃত্যুর পর রণোন্মত্ত চৌহান সৈন্যেরা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলে—মা তখন পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে সেই যে চলে গেছে, আর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ—

ভীমসিংহ। ভুলে যাবেন না রাজা! আমার মা শুধু গুজরাটের রাণী নন—আপনার সহোদরা ভগ্নী।

জয়চাঁদ। ওঃ! অনেক কষ্টে জ্বলন্ত আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিলুম—কেন তুমি তাকে বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে?

[ছদ্মবেশে কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ।]

কুতুবউদ্দিন। অভিবাদন মহারাজ।

জয়চাঁদ। কে তুমি?

কুতুবউদ্দিন। ভিখারী! মহারাজের কাছে প্রার্থীরূপে এসেছি।

জয়চাঁদ। কি চাও?

কুতুবউদ্দিন। রণহস্তী আর রাঠোর সৈন্য।

জয়চাঁদ। কে তুমি প্রার্থীরূপে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে এসেছো?

কুতুবউদ্দিন। সুলতান মহম্মদঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন।
[ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন]

জয়চাঁদ। না—না—আমি পারবো না, তুমি ফিরে যাও।

কুতুবউদ্দিন। গজনী থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান করতে চান?

ভীমসিংহ। নিমন্ত্রিত অতিথিকে বিমুখ করা ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়।

জয়চাঁদ। অতিথি!

[মেঘার প্রবেশ]

মেঘা। হ্যাঁ—অতিথি!

জয়চাঁদ। মেঘা—

মেঘা। অতিথি-সৎকারের আয়োজন কর রাজা—মঙ্গল হবে।

জয়চাঁদ। তোমার প্রভু কোথায় সেনাপতি?

কুতুবউদ্দিন। তবরহিন্দে্।

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দ্ অধিকার করেছিল না?

কুতুবউদ্দিন। হ্যাঁ! পৃথ্বীরাজ তবরহিন্দ্ জয় করার পর আমরা সেখানে প্রবেশ করেছি।

জয়চাঁদ। তোমার প্রভু কি চান?

কুতুবউদ্দিন। সাহায্য—

জয়চাঁদ। বিনিময়ে?

কুতুবউদ্দিন। আপনি যা চাইবেন?

জয়চাঁদ। দিল্লীর সিংহাসন আমার চাই!

কুতুবউদ্দিন। প্রভু আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। আসুন—এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

জয়চাঁদ। না—না, ও আমি পারবো না।

ভীমসিংহ। সহোদরা ভগ্নীর লাঞ্ছনা সহ্য করবেন?

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ—!

মেঘা। আলাহ্-উদালের অতৃপ্ত আত্মা পৃথ্বীরাজের রক্তপানের জন্য লালায়িত।

জয়চাঁদ। মেঘা—

কুতুবউদ্দিন। আপনাকে বঞ্চিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে ঐশ্বর্য্যের মোহে বার বার যে আপনাকে অপমান করেছে—আপনি তার প্রতিশোধ নিন্।

জয়চাঁদ। আর তোমরা আমায় দংশন করো না। আমি পাগল হয়ে যাবো।

কুতুবউদ্দিন। স্বাক্ষর করুন মহারাজ!

ভীমসিংহ। স্বাক্ষর করুন মাতুল!

জয়চাঁদ। লেখনি দাও।

মেঘা। লেখনি নয়—রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর কর।

জয়চাঁদ। রক্ত!

মেঘা। রক্তের স্বাক্ষর না দিলে—শেষে হয়তো স্মরণ থাকবে না।

জয়চাঁদ। ভগবান! তুমি আমায় কোন পথে নিয়ে চলেছো দয়াময়?

মেঘা। এই নাও ছুরি—রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর কর।

[জয়চাঁদ আঙ্গুল কাটিয়া রক্তে স্বাক্ষর করিল]

জয়চাঁদ। এই নাও কুতুবউদ্দিন আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

কুতুবউদ্দিন। চুক্তি শেষ পর্য্যন্ত যেন মনে থাকে মহারাজ!

জয়চাঁদ। রক্তাক্ষরের স্বাক্ষর জয়চাঁদ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

কুতুবউদ্দিন। মহারাজের জয় হোক্!···হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাড়ি, মুচী, নীচ অন্ত্যজ জারজ—এইবার তার প্রতিশোধে ভারতের বুকে—

জয়চাঁদ। কুতুবউদ্দিন—

কুতুবউদ্দিন। ···হ্যাঁ নিমন্ত্রণ রইলো।

জয়চাঁদ। নিমন্ত্রণ! কোথায়?

কুতুবউদ্দিন। তরায়নে—আমাদের শিবিরে।

জয়চাঁদ। শিবিরে—?

কুতুবউদ্দিন। হ্যাঁ, সুলতান মহম্মদঘোরী তরায়ন শিবিরে অপেক্ষা করবেন। আপনি তাঁকে করবেন সাহায্য—বিনিময়ে তিনি আপনাকে দেবেন দিল্লীর সিংহাসন। আদাব—আদাব—আদাব—

[প্রস্থান।

মেঘা। পৃথ্বীরাজ! এইবার মরবার জন্য প্রস্তুত হও—

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। ও কি! নদী পথে ও কার বজরা?

ভীমসিংহ। শত্রুপক্ষের নয় সত্য। হ্যাঁ, আমি এখন যাই।

জয়চাঁদ। কোথায় যাবে?

ভীমসিংহ। দিল্লীতে।

জয়চাঁদ। কেন?

ভীমসিংহ। কৌশলে পৃথ্বীরাজের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করতে।

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ—

ভীমসিংহ। এখানে নয়—দেখা হবে রণক্ষেত্রে।

[প্রস্থান।

জয়চাঁদ। আমি কি সত্যিকারের মানুষ? না যাদুকরের হাতের যন্ত্র পুত্তলিকা?

॥ উদয়চাঁদের প্রবেশ ॥

উদয়। চোর—চোর—

জয়চাঁদ। কই, কোথায়?

উদয়। দু'জন লোক চুপি চুপি বেরিয়ে গেল।

জয়চাঁদ। তারা চোর নয়।

উদয়। তবে চোরের মত ছুটে গেল কেন?

জয়চাঁদ। উদয়—

উদয়। ওরা বুঝি গুপ্তঘাতক?

জয়চাঁদ। চুপ্—!

উদয়। ও কি! তোমার মুখখানা অমন শুকিয়ে গেল কেন? বল পিতা ওরা কি জন্য এসেছিল?

জয়চাঁদ। জানি না—

উদয়। মিথ্যা কথা!

জয়চাঁদ। খবরদার। [উদয়ের গলা টিপিয়া ধরিল]

সংযুক্তার প্রবেশ।

সংযুক্তা। সাবধান।

উদয়। দিদি—[সংযুক্তার কাছে গেল]

সংযুক্তা। ভাই!

জয়চাঁদ। সংযুক্তা—!

সংযুক্তা। না—দিল্লীশ্বরী।

জয়চাঁদ। এত দর্প?

সংযুক্তা। না—এ আমার গৌরবের পরিচয়!

জয়চাঁদ। তোমার গৌরব আমি ধূলিসাৎ করে দেবো।

সংযুক্তা। চমৎকার! শুনেছি সাপেই শাবক খায়, আজ দেখছি মানুষের মনেও সে বাসনা জেগেছে।

জয়চাঁদ। সাবধান দিল্লীশ্বরী!

উদয়। পিতা, দিদি তোমার পর নয়—

জয়চাঁদ। তোমরা আমার কেউ নও—শত্রু!

[তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ]।

তুঙ্গাচার্য্য। কুতুবউদ্দিন কেন এসেছিলো রাজা?

জয়চাঁদ। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। আমি তাকে চিনি—আমার কাছে গোপন করতে পারবে না। বল কেন সে এসেছিল?

জয়চাঁদ। তার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ ছিল।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ—

উদয়। পিতা—

সংযুক্তা। পিতা, দিল্লীশ্বর যদি তোমার কাছে কোন অপরাধ করে থাকেন—তার জন্যে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তিনি আমার স্বামী, তাঁকে তুমি ক্ষমা কর। [জয়চাঁদের পদধারণ]

জয়চাঁদ। না—এ জীবনে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারবো না।

তুঙ্গাচার্য্য। ভুলে যেও না রাজা,—তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে তোমার আদরিণী কন্যা সংযুক্তা।

জয়চাঁদ। আমার পুত্র-কন্যা মরে গেছে।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ তুমি বীর, তোমার এ অভিমান সাজে না।

জয়চাঁদ। অভিমান নয় গুরুদেব—এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত!

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজকে তুমি ক্ষমা কর রাজা—

জয়চাঁদ। না গুরুদেব, আমি বেঁচে থাকতে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর ভারতে থাকতে দেবো না।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজকে তুমি কোনদিন পরাজিত করতে পারবে না।

জয়চাঁদ। আমি একা পারবো না বলেই—মহম্মদঘোরীর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়েছি।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ!

সংযুক্তা। পিতা! তুমি দিল্লী নাও—আজমীর নাও, আমরা সানন্দে তোমার হাতে রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুলে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করব। আমাদের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে তুমি দিল্লীশ্বরকে বাঁচতে দাও—ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা কর।

জয়চাঁদ। জয়চাঁদ ভিখারী নয়—রাজা!

সংযুক্তা। অভিমান করে—ভারতমাতার হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিও না!

জয়চাঁদ। জয়চাঁদ বেঁচে থাকতে ভারতবর্ষ পরাধীন হবে না।

তুঙ্গাচার্য্য। মহম্মদঘোরীকে তুমি পরাজিত করতে পারবে না।

জয়চাঁদ। না পারি জীবন দেবো, তবু পৃথ্বীরাজের শ্রেষ্ঠত্ব আমি স্বীকার করব না।

তুঙ্গাচার্য্য। আমার অনুরোধ রাজা, সন্ধি প্রত্যাহার কর।

জয়চাঁদ। উপায় নেই গুরুদেব, রক্ত দিয়ে আমি চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছি।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ!

জয়চাঁদ। আমি ক্ষত্রিয়, সত্য ভঙ্গ করব না……আমি প্রতিজ্ঞা করছি গুরুদেব এ যুদ্ধে আমি নিজে অস্ত্রধারণ করব না।

সংযুক্তা। আমার হাতে যদি একখানা অস্ত্র থাকতো—

জয়চাঁদ। কে আছ গর্ব্বিতা চৌহান রাণীকে বন্দী কর!

সংযুক্তা। সংযুক্তার হাতে শৃঙ্খল পরাবার মত সৈনিক কনোজে আজও জন্মায় নি। [প্রস্থান।

উদয়। দিদি দিদি—[যাইতে উদ্যত]

জয়চাঁদ। সাবধান উদয়—[উদয়ের হাত ধরিলেন] সৈনিক—[সৈনিকের প্রবেশ] কুমারকে প্রাসাদে বন্দী করে রাখ। [সৈনিক উদয়কে বন্দী করিল।]

উদয়। ছেড়ে দাও সৈনিক—আমি দিদির কাছে যাব।

[উদয়কে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ, এখনও সময় আছে, ফিরে এসো! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেকে কলঙ্কিত করে যেও না।

জয়চাঁদ। ভবিষ্যতের আশায়—এ অপমান আমি নীরবে সহ্য করতে পারবো না। আমি ক্ষত্রিয় প্রাণের চেয়ে মানই আমার কাছে বড়।

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ—

জয়চাঁদ। ক্ষমা করুন গুরুদেব—এই আমার শেষ কথা।

[প্রস্থান]

তুঙ্গাচার্য্য। জয়চাঁদ! পৃথ্বীরাজ মরবে—কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হবে না।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ।

গোবিন্দ ও তরঙ্গের প্রবেশ।

তরঙ্গ। যেও না—দাঁড়াও!

গোবিন্দ। কেন?

তরঙ্গ। সে আমি বলতে পারবো না!

গোবিন্দ। এক বছর তো তোমার কাছেই আছি।

তরঙ্গ। এক বছরে কটা দিন, যুগ-যুগান্তর ধরে অহোরাত্র কাছে কাছে থাকলেও এ দেখার সাধ মিটবে না!

গোবিন্দ। তরঙ্গ—

তরঙ্গ। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ আজ তোমার বুকে স্থান পেয়েছে—তাকে তুমি কাঁদিও না। গোবিন্দর বুকে মাথা রাখিল।

গোবিন্দ। লক্ষীটি আমায় ছেড়ে দাও,—যেতে হবে।

তরঙ্গ। কোথায়?

গোবিন্দ। যুদ্ধে।

তরঙ্গ। কার সঙ্গে যুদ্ধ?

গোবিন্দ। মহম্মদঘোরীর সঙ্গে।

তরঙ্গ। এই তো সেদিন সে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে।

গোবিন্দ। এক বছর পরে আবার সে এসেছে!

তরঙ্গ। মহারাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন?

গোবিন্দ। মহারাজ সেনা সমাবেশ করতে আজমীরে গেছেন। আমি এখান থেকেই সৈন্যচালনা করব।

তরঙ্গ। আজই চলে যাবে?

গোবিন্দ। হঁ্যা,...ও কি! অমন করে চেয়ে আছ কেন?

তরঙ্গ। না, ও কিছু নয়—

গোবিন্দ। যুদ্ধের নাম শুনে বুঝি ভয় পেয়েছ?

তরঙ্গ। না।

গোবিন্দ। তবে?

তরঙ্গ। একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দোব—মালা গেঁথে নিয়ে আসি—[অগ্রসর]

গোবিন্দ। তরঙ্গ—

তরঙ্গ। কি—

গোবিন্দ। একটা কথা......না থাক, তুমি যাও।

তরঙ্গ। চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।......চলে যেও না যেন।—আমি এখুনি আসছি।

[দ্রুত প্রস্থান]

গোবিন্দ। প্রেমময়ী তরঙ্গ আমার জীবনের ধ্রুবতারা—

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। দাদা—!

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা কোথায়?

গোবিন্দ। কেন, প্রাসাদে নেই?

পৃথ্বীরাজ। না। আজমীর থেকে এসে আর আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। বোধ হয় মন্দিরে গেছেন। [অগ্রসর]

পৃথ্বীরাজ। মন্দিরে—

গোবিন্দ। আজমীরের সংবাদ কি দাদা?

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরী তবরহিন্দে্ আশ্রয় নিয়েছে।

গোবিন্দ। কোন সাহসে সে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে।

পৃথ্বীরাজ। জম্বুরাজ নরসিংহদেব—তাকে গজনী থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

গোবিন্দ। জম্বুরাজ!

[সংযুক্তার প্রবেশ]

সংযুক্তা। না।

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা—!

সংযুক্তা। মহম্মদঘোরীকে ডেকে এনেছে রাঠোররাজ জয়চাঁদ।

পৃথ্বীরাজ। বল কি সংযুক্তা!

সংযুক্তা। সত্য প্রভু, আমি নিজে শুনেছি, দিল্লীশ্বরকে হত্যা করতে জয়চাঁদ মহম্মদঘোরীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

পৃথ্বীরাজ। তিনি যে তোমার পিতা!

সংযুক্তা। ও কথা ভুলে যাও—

গোবিন্দ। তাহলে উপায় কি দাদা?

সংযুক্তা। দেবর! দিল্লীশ্বরকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে এই মুহূর্ত্তে দেশদ্রোহী জয়চাঁদকে বন্দী করে নিয়ে এসো।

গোবিন্দ। এ সময় বিপদ ডেকে আনা কি উচিত হবে?

সংযুক্তা। আমি যুক্তি-তর্ক শুনতে চাই না, আমি চাই বন্দী জয়চাঁদ!

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা—

সংযুক্তা। আমায় বোঝাবার চেষ্টা করো না, পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছি—আমার দুদিক বজায় থাকবে না। তাই আমি চাই দেশদ্রোহী পিতাকে কারারুদ্ধ করে—আমার আদর্শ দেবতা স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখতে।

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ আমাদের কর্ত্তব্য?

গোবিন্দ। হটকারিতায় কিছু করা ঠিক হবে না!

সংযুক্তা! তোমরা যদি না পারো—আমায় সৈন্য দাও, আমি কনোজ আক্রমণ করি।

পৃথ্বীরাজ। উত্তেজিত হয়ো না প্রিয়তমে!

সংযুক্তা। উত্তেজনার কথা নয় স্বামি! জয়চাঁদ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদঘোরীর সঙ্গে মিলিত হয়—আর আমি তোমায় রক্ষা করতে পারবো না।

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ এই মুহূর্ত্তে তুমি কনোজ আক্রমণ কর।

[সমরসিংহের প্রবেশ]

সমরসিংহ। না, এই মুহূর্ত্তে তুমি তরায়নের পথে অগ্রসর হও!

পৃথ্বীরাজ। কেন রাণা?

সমরসিংহ। বিশাল বাহিনী নিয়ে মহম্মদঘোরী এগিয়ে আসছে।

সংযুক্তা। কিন্তু জয়চাঁদ?

গোবিন্দ। ভয় নেই দেবী! এ যুদ্ধের শেষে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে ওই জয়চাঁদ!

সংযুক্তা। ভগবান! আমার কপালে কি এতটুকু সুখ লেখনি?

[প্রস্থান]

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ—

গোবিন্দ। দাদা!

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরীকে জানিয়ে দাও, যদি তার জীবনের মমতা থাকে—তাহলে যেন সে ভারত ছেড়ে চলে যায়।

গোবিন্দ। দাদা, মহম্মদঘোরীকে যদি মুক্তি না দিতে, আজ তাহলে এ বিপদ হতো না!

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ রায় কি মহম্মদঘোরীর ভয়ে ভীত?

গোবিন্দ। শত শত মহম্মদঘোরীকে আমি তুচ্ছ তৃণ জ্ঞান করি দাদা—কিন্তু ভয় করি ওই একটা জয়চাঁদকে।

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ!

গোবিন্দ। ভুলে যেও না দাদা—বিভীষণই লঙ্কা শ্মশান করেছিল।

পৃথ্বীরাজ। মহারাণা—

সমরসিংহ। ভাব্‌ছি রাজা, কি নিয়ে যুদ্ধ করব। আমাদের বহু সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। এই সব অশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে কতদূর অগ্রসর হতে পারবো।

পৃথ্বীরাজ। সে চিন্তা করবার আর সময় নেই রাণা!

[নরনাথের প্রবেশ]

নরনাথ। মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। কি সংবাদ ব্রাহ্মণ?

নরনাথ। তুরাণী সৈন্যেরা তারাগড় অবরোধ করেছে।

পৃথ্বীরাজ। তারাগড় অবরোধের উদ্দেশ্য?

সমরসিংহ। মহম্মদঘোরী আমাদের বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে চায়।

নরনাথ। গুরুদেব আপনাকে তারাগড় যেতে বলেছেন!

পৃথ্বীরাজ। কোনদিকে যাব? তারাগড়—না তরায়ন?

সমরসিংহ। তরায়নেই যেতে হবে।

পৃথ্বীরাজ। তারাগড় রক্ষার উপায়?

সমরসিংহ। অন্য কোন সেনাপতিকে তারাগড়ে পাঠিয়ে দাও।

পৃথ্বীরাজ। কে উপযুক্ত আছে?

[দ্রুত ভীমসিংহের প্রবেশ]।

ভীমসিংহ। আমি আছি মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। তুমি!

নরনাথ। ভীমসিংহ! আপনি এখানে?

ভীমসিংহ। দেশ আর জাতি যেখানে বিপন্ন—সেখানে গৃহ বিবাদের স্থান নেই।

নরনাথ। মশায়ের মতি গতি ফিরেছে। তা বেশ—

পৃথ্বীরাজ। জয়চাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে?

ভীমসিংহ। আমি জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজ জানি না রাজা—জানি মাত্র দেশ। আমার দেশকে আমি বিদেশীর হাতে তুলে দেবো না।

পৃথ্বীরাজ। ভীমসিংহ! তোমার দেশাত্মবোধের পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক পদে বরণ করলুম। [ভীমসিংহকে পাঞ্জা দিলেন]

ভীমসিংহ। [নতজানু হইয়া] মহারাজ মহানুভব! [পাঞ্জা লইলেন]

পৃথ্বীরাজ। সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে তুমি আমার পশ্চাতে অপেক্ষা করবে। আমি সঙ্কেত দেওয়া মাত্র তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

ভীমসিংহ। মহারাজের জয় হোক্। [প্রস্থান]।

নরনাথ। কাজটা ভাল হ'লো না মহারাজ, এখনো চিন্তা করে দেখুন—

পৃথ্বীরাজ। চিন্তা করবার সময় নেই ব্রাহ্মণ।

নরনাথ। মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। গৃহ বিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হতে চলেছে—আমি আর গৃহ বিবাদ সৃষ্টি করতে চাই না।

নরনাথ। মহারাজের জয় হোক্। [প্রস্থান]

সমরসিংহ। আর অপেক্ষা করা উচিৎ হবে না। এস রাজা—

[প্রস্থান]।

পৃথ্বীরাজ। জন্মভূমির ডাক এসেছে আর অপেক্ষা করা চলবে না।

[পুষ্পপাত্র হস্তে সংযুক্তার প্রবেশ।]

সংযুক্তা। প্রভু!

পৃথ্বীরাজ। কে?

সংযুক্তা। দাঁড়াও, মায়ের নির্ম্মাল্য নিয়ে যাও। [সহসা সংযুক্তার হাত হইতে পুষ্পপাত্র পড়িয়া গেল।]

পৃথ্বীরাজ। সংযুক্তা—!

সংযুক্তা। ভয় নেই, থালাটা পড়ে গেছে। মন্দিরে আরও ফুল আছে—দাঁড়াও আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

[বিজয়ার প্রবেশ]।

বিজয়া। মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। কি বিজয়া?

বিজয়া। গুরুদেব জানতে চান, ভীমসিংহ সেনাপতি হলে গোবিন্দর অধীনে কত সৈন্য থাকবে?

সংযুক্তা। কোন্ ভীমসিংহ?

পৃথ্বীরাজ। কনোজ সেনাপতি ভীমসিংহ।

বিজয়া। মহারাজ—

পৃথ্বীরাজ। আমি যাচ্ছি বিজয়া—

বিজয়া। মহম্মদঘোরীর সৈন্যরা নদী পার হয়েছে, আর বিলম্ব করবেন না।

পৃথ্বীরাজ। না।...হ্যাঁ সংযুক্তা, তুমি একটু অপেক্ষা কর—গোবিন্দকে যুদ্ধের মানচিত্র বুঝিয়ে দিয়ে আমি এখুনি আসছি।

[প্রস্থান]

সংযুক্তা। মহারাজ—প্রিয়তম—

বিজয়া। গীত

ও অভাগী—

করলি কি তুই মনের ভুলে।

যাবার সময় পেছু ডেকে তুই কেন জড়িয়ে দিলি মরণ জালে।

ভুলের ফলে মরবি জ্বলে

ভাসবে বয়ান অশ্রুজলে,

জীবন পথের ধারা-কারা বুঝবি এবার পড়বি যবে তুফান তলে।

সংযুক্তা। ভগবান তুমি আমার জীবন নাও—বিনিময়ে আমার স্বামীকে বাঁচতে দাও।

[পুষ্পমাল্য হস্তে দ্রুত তরঙ্গের প্রবেশ]

তরঙ্গ। প্রভু, মালা এনেছি—

সংযুক্তা। তরঙ্গ!

তরঙ্গ। দিদি!

সংযুক্তা। গোবিন্দকে চাই?

তরঙ্গ। বলুন তিনি কোথায়?

সংযুক্তা। মালা নেবার আগেই সে চলে গেছে।

তরঙ্গ। কোথায়?

সংযুক্তা। যুদ্ধে।

তরঙ্গ। আমি যে অনেক আশায় এই মালা গেঁথেছি—

সংযুক্তা। ক্ষত্রিয় নারীর ভাগ্যে ভগবান সুখ-শান্তি লেখেনি ভাই!

তরঙ্গ। কি হবে দিদি?

সংযুক্তা। চিরদিন যা হয়ে আসছে তাই হবে।

[প্রস্থান]

তরঙ্গ। না না, আমি তা হতে দেবো না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

(বক্তিয়ার ও কুতুবউদ্দিন দাঁড়াইয়াছিল, মহম্মদঘোরী মানচিত্র দেখিতেছিল)

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজের পত্রের কি উত্তর দিলেন জাঁহাপনা?

মহম্মদ। লিখেছি আমার অগ্রজ তুরুকের সুলতান! তাঁর আদেশে আমি ভারতে এসেছি, আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি ফিরে যেতে পারব না।

কুতুবউদ্দিন। দিল্লীশ্বর কি উত্তর দিয়েছেন?

মহম্মদ। দিল্লীশ্বর বলেছেন যুদ্ধ বন্ধ থাক্।

বক্তিয়ার। আপনি কি উত্তর দিয়েছেন?

মহম্মদ। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত। আমার কথায় বিশ্বাস করে তিনি তাঁর সৈন্যদের বিশ্রামের আদেশ দিয়েছেন।

বক্তিয়ার। এই উপযুক্ত অবসর। এইবার আমরা পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করব।

কুতুবউদ্দিন। সে কি! সুলতান যে সন্ধি করেছেন—তুমি সে সন্ধি ভঙ্গ করতে চাও?

বক্তিয়ার। শত্রুকে সুযোগ দেওয়া চলে না। সেবার সুযোগ পেয়েই তারা আমাদের বিধ্বস্ত করেছিল।

মহম্মদ। তোমার পরামর্শেই—আমাদের পরাজিত হতে হয়েছে।

বক্তিয়ার। আর ভয় নেই জনাব! আরব-ইস্পাহান-খোরসান—তুরস্ক থেকে যে দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে আপনি ভারতে এসেছেন—তাতে জয় আপনার অনিবার্য্য।

মহম্মদ। চুক্তিভঙ্গ করে অতর্কিত আক্রমণে আমি জয়লাভ করতে চাই না বক্তিয়ার।

[জয়চাঁদের প্রবেশ]।

জয়চাঁদ। অতর্কিত আক্রমণই করতে হবে সুলতান!

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনা, কনোজরাজ জয়চাঁদ। [দ্রুত জয়চাঁদকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন]

মহম্মদ। আসুন মহারাজ! [জয়চাঁদকে সম্ভাষণ জানাইলেন]

জয়চাঁদ। সুলতান মহানুভব! সেনাপতিগণ আপনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

কুতুবউদ্দিন। তাহলে দিল্লীশ্বরকে জানিয়ে দিতে হবে—যে আমরা সন্ধি চাই না, যুদ্ধ চাই।

মহম্মদ। অপরাহ্নে যে সন্ধি করেছি, নিশা অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত—সে সন্ধি আমি ভঙ্গ করব না।

জয়চাঁদ। আমার আমন্ত্রণেই আপনি ভারতে প্রবেশ করেছেন—তাই পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ রেখেছে।

বক্তিয়ার। যদি পৃথ্বীরাজ সেনা-সমাবেশ করবার সুযোগ পায়—

জয়চাঁদ। তাহ'লে আপনার দুর্দ্ধর্ষ সেনা-বাহিনীকে এখানেই রেখে যেতে হবে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ এতই শক্তিমান?

জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ যদি একদিন সময় পায় আপনার সমস্ত সৈন্যদল সে বিধ্বস্ত করবে।

কুতুবউদ্দিন। করুক, তবু আমরা সন্ধি ভঙ্গ করব না।

বক্তিয়ার। এ তোমার পক্ষপাতিত্ব কুতুবউদ্দিন।

কুতুবউদ্দিন। বক্তিয়ার খিলজী—!

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজ উৎকোচ দিয়ে তোমায় বশীভূত করেছে, তাই তুমি তাঁর পক্ষ নিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে চাও।

কুতুবউদ্দিন। বক্তিয়ার, কুতুবউদ্দিন ক্রীতদাস—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়।

মহম্মদ। কুতুব—

কুতুবউদ্দিন। আদেশ দিন জনাব—রাতের অন্ধকারেই আমি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করব।

[ইসলাম সৈনিকের বেশে নরনাথের প্রবেশ]

নরনাথ। জনাব! খানা প্রস্তুত!

মহম্মদ। আসুন মহারাজ—

জয়চাঁদ। আমার শরীর অসুস্থ।

কুতুবউদ্দিন। আর দ্বিধা নয় জনাব, আদেশ দিন, আমি মত্ত-মাতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ঋণ শোধ করে যাই।

মহম্মদ। যদি পরাজিত হই?

[দ্রুত ভীমসিংহের প্রবেশ]।

ভীমসিংহ। সুলতান—!

জয়চাঁদ। ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ। মহারাজ! পৃথ্বীরাজ আমায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েছে।

মহম্মদ। তারা কোথায়?

ভীমসিংহ। শিবিরে আমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজের সৈন্যদল?

ভীমসিংহ। বিশ্রামের অবসরে তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত। এই সুযোগে যদি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন—তবে জয় আপনার অনিবার্য্য।

মহম্মদ। আমি আক্রমণ করলে—তুমি কি করবে বন্ধু?

ভীমসিংহ। আপনার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে আমি দিল্লীর দিকে ফিরে যাব। [সহসা নরনাথ চমকাইয়া উঠিল]।

মহম্মদ। যাও প্রস্তুত হও! যুদ্ধ শেষে আমি তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেবো!

ভীমসিংহ। মহানুভব জাঁহাপনা! আদাব— [প্রস্থান]।

নরনাথ। জনাব—

মহম্মদ। তুমি যাও—আমরা যাচ্ছি।

নরনাথ। যো হুকুম খোদাবন্দ।

[প্রস্থান]।

জয়চাঁদ। আর বিলম্ব নয় সুলতান—

মহম্মদ। না, আমি চিন্তা করছি—

[বীরাবাঈয়ের প্রবেশ]

বীরাবাঈ। চিন্তার প্রয়োজন নেই জনাব—

মহম্মদ। বীরাবাঈ—

বীরাবাঈ। যে জাতি ভাইকে বঞ্চিত করে বড় হ'তে চায়, তাদের বাঁচিয়ে রাখা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়।

মহম্মদ। সত্যই কি খোদা ভারতবাসীর ধ্বংস চায়?

বীরাবাঈ। তাঁর ইচ্ছা না হলে পৃথ্বীরাজের ধ্বংসের জন্য জয়চাঁদ আপনার পাশে দাঁড়াবে কেন?

জয়চাঁদ। নারি!

বীরাবাঈ। পৃথ্বীরাজ শক্তিমান, কিন্তু ভাই যখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—তখন শত চেষ্টাতেও সে আর বাঁচতে পারবে না।

কুতুবউদ্দিন। আদেশ দিন জনাব—

মহম্মদ। কুতুব...না—বক্তিয়ার—

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনা বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতক নই, প্রয়োজন হলে আমি জীবন দেবো।

মহম্মদ। তবে খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! যাও কুতুব, তুমি পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ কর।

কুতুবউদ্দিন। জাঁহাপনার অসীম করুণা! বক্তিয়ার এইবার তুমি কুতুবউদ্দিনের পরিচয় পাবে! আদাব—

[প্রস্থান।

মহম্মদ। বক্তিয়ার তুমি দক্ষিণ দিকে আক্রমণ কর।

বক্তিয়ার। জাঁহাপনার অনুকম্পায় আমি ধন্য। আদাব—

[প্রস্থান

মহম্মদ। মহারাজ—

জয়চাঁদ। আমায় ক্ষমা করুন সুলতান—আমি নিজে এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না।

মহম্মদ। উত্তম আপনি শিবিরে বিশ্রাম করুন।

জয়চাঁদ। চুক্তি?

মহম্মদ। মনে আছে রাজা, যুদ্ধের পর আমি তার ব্যবস্থা করব।

জয়চাঁদ। সুলতানের জয় হোক্‌। [প্রস্থান

মহম্মদ। বীরা—

বীরাবাঈ। শয়তান! ভাইকে মেরে বড় হতে চান্‌! ন্যায়ের শাসন দণ্ড থেকে তুমিও বাদ যাবে না জয়চাঁদ!

[প্রস্থান।

মহম্মদ। খোদা! এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মেহেরবান ...না-না আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য চাই না—চাই শুধু ইসলামের জয়।

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রান্তর।

পৃথ্বীরাজ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। গোবিন্দ দাঁড়াইয়াছিল।

গোবিন্দ। মহম্মদঘোরী কি লিখেছে দাদা!

পৃথ্বীরাজ। লিখেছে, দাদার বিনা অনুমতিতে আমি স্বদেশে ফিরে যেতে পারি না।

গোবিন্দ। তার কথায় তুমি বিশ্বাস কর?

পৃথ্বীরাজ। না করে কি উপায় আছে বল?

গোবিন্দ। আমরা যদি আক্রমণ করি—

পৃথ্বীরাজ। আমরা ক্ষত্রিয় সত্য ভঙ্গ করব না।

গোবিন্দ। দাদা—!

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ, ঈশ্বর আমাদের অসম্পূর্ণ আয়োজন সম্পূর্ণ করবার সুযোগ দিয়েছেন।

গোবিন্দ। কি আয়োজন করবে দাদা?

পৃথ্বীরাজ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

গোবিন্দ। যে দেশে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদেশীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না।

পৃথ্বীরাজ। জানি ভাই, জয়চাঁদ জম্বুরাজ আমার ধ্বংসের জন্য মহম্মদঘোরীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

গোবিন্দ। শুধু যোগ দেয় নি দাদা! সৈন্য-গজ-অশ্ব-অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে।

পৃথ্বীরাজ। করুক্ সাহায্য,—তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমার পক্ষেও দিল্লীর সামন্ত রাজারা আছেন।

গোবিন্দ। জয়চাঁদ জম্বুবাজের পরামর্শে দিল্লীব সামন্ত রাজারা এবার আমাদের সাহায্য করবে না।

পৃথ্বীরাজ। গোবিন্দ!

গোবিন্দ। দাদা! আর আমাদের সাহায্য করবার কেউ নেই, আমরা বড় অসহায়

পৃথ্বীবাজ। আমি যতক্ষণ আছি—ততক্ষণ কোন ভয় নেই ভাই।

[নেপথ্যে—"জয় সুলতান মহম্মদঘোরীর জয়"]

পৃথ্বীরাজ। ও কি! ও কি!

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমরসিংহ। তুরাণী সেনার জয়ধ্বনি।

পৃথ্বীরাজ। রাণা—

সমরসিংহ। অতর্কিতে ওরা আক্রমণ করেছে।

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরী সন্ধি করে ভঙ্গ করলে?

গোবিন্দ। মহম্মদঘোরী চতুর! সে তার সদ্ব্যবহার করেছে।

পৃথ্বীরাজ। বিশ্বাসঘাতক মহম্মদঘোরী! সুযোগ পেয়ে নৈশ আক্রমণে আমায় বিধ্বস্ত করতে চায়।

সমরসিংহ। কি করতে চান রাজা?

পৃথ্বীরাজ। তুরাণী সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সমরসিংহ। আমাদের সৈন্যরা নিদ্রিত।

পৃথ্বীরাজ। ভেরীনাদে সৈন্যদের জাগিয়ে দিন।

সমরসিংহ। সৈন্যদলে শৃঙ্খলা আসবার আগেই আমাদের আত্ম-সমর্পণ করতে হবে!

পৃথ্বীরাজ। তুরাণী সেনার ভয়ে—রাজপুত জাতীয় গৌরব বিসর্জ্জন দেবে না।

গোবিন্দ। রাজপুত জীবন দেবে, তবু বিদেশীর পায়ে আত্ম-সমর্পণ করবে না।

তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। এরই নাম ক্ষাত্রতেজ!

সমরসিংহ। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। ভুলে যেও না রাণা—তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান।

সমরসিংহ। ভুলি নি প্রভু, শুধু ভাবছি কি দিয়ে শত্রুকে বাধা দেবো!

তুঙ্গাচার্য্য। মৃত্যু দিয়ে!

সমরসিংহ। আমি প্রস্তুত গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাও। বুঝিয়ে দাও শত্রুকে, ক্ষত্রিয় দেশের জন্য প্রাণ দেয়—তবু মান দেয় না।

সমরসিংহ। আশীর্ব্বাদ করুন গুরু! যেন জননী জন্মভূমির জন্য জীবন দিতে পারি।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরী এইবার তুমি রাজপুত শক্তির পরিচয় পাবে।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। গুরুদেব! এতদিন যুদ্ধ করেছি স্বার্থের জন্য, এই-বার যুদ্ধ করব জীবন দানের জন্য।

গোবিন্দ। দাদা—

পৃথ্বীরাজ। দাসত্ব থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে আমাদের জীবন দিতে হবে ভাই।

গোবিন্দ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক দাদা! সন্তানের রক্তে তৃপ্ত হোক মায়ের রক্ত-তৃষা। [প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। ভারতের এই মহা-সন্ধিক্ষণে তুর্কি ধ্বংসে জেগে উঠুক ক্ষত্রিয় শক্তি! সৈন্যগণ, তুরাণী সেনার জয়ধ্বনিকে উড়িয়ে দাও তোমাদের মেঘ-মন্দ্র কণ্ঠ-ধ্বনিতে। বল ভাইসব "জয় ভারত মাতা কি জয়।"

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে—ভেরীনাদ ও "জয় ভারত মাতা কি জয়"]

গীতকণ্ঠে চাঁদকবির প্রবেশ।

চাঁদকবি। গীত :

জয় জয় ধ্বনি তুলিয়া গগনে।
শত বীর চলে ধীর পদভরে মরণ আলিঙ্গনে।
"মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ভঞ্জন
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্জন ঝঞ্জন"
ভারত আজি গরজি উঠিল কাঁপায়ে নিখিল ভুবন।

তুঙ্গাচার্য্য। এসো চাঁদকবি! সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে সার্থক করে যাই আমাদের জাতীয় সংগ্রাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

যুদ্ধরত সমরসিংহ ও কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ।

কুতুবউদ্দিন। এখনো সময় আছে রাণা, যদি আত্ম-সমর্পণ করেন—আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি।

সমরসিংহ। রাজপুত অনুগ্রহ চায় না—চায় মৃত্যু।

কুতুবউদ্দিন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে যুদ্ধ করে আপনি ক্লান্ত!

সমরসিংহ। কুতুবউদ্দিন! সহস্র রাঠোর সৈনিকের আঘাতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত—তাই তুমি বীরদর্পে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো।

কুতুবউদ্দিন। রাজপুতের দর্প আর চলবে না রাণা—

সমরসিংহ। সহস্র সৈনিক মিলে একজনকে আক্রমণ করে চমৎকার বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ।

কুতুবউদ্দিন। নীচ অন্ত্যজের নামে যুগ যুগ মানুষের বুকে সমাজের জগদ্দল পাহাড় চাপিয়ে রেখে আপনারাও বড় গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন।

সমরসিংহ। কুতুবউদ্দিন!

কুতুবউদ্দিন। শত শত কুতুবউদ্দিনকে আপনারা পায়ের তলায় পিশে মেরেছেন—তাই এসেছে আজ ভারতের চরম দুর্দ্দিন।

সমরসিংহ। সাবধান কুতুবউদ্দিন!

কুতুবউদ্দিন। কুতুবউদ্দিন আজ দুর্জ্জয়—তাকে জয় করবার সাধ্য আপনার নেই রাণা।

[উভয়ের যুদ্ধ, সমরসিংহকে আঘাত করিয়া কুতুবউদ্দিনের প্রস্থান।

সমরসিংহ। মা। জন্মভূমি অভাগা সন্তানকে কোলে স্থান দাও!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

পুনঃ কুতুবউদ্দিনের প্রবেশ।

কুতুবউদ্দিন। মহারাণা মেবার ঈশ্বর! বক্তিয়ার খিলজী তোমার সন্দেহের কটুক্তিতে কুতুবউদ্দিন আজ ক্ষিপ্ত! "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।" হে ভারত প্রস্তুত হও; অপমানে ঘৃণায় মানুষের মনে যে আঘাত দিয়েছ তার প্রতিশোধে আমি তোমার বুকে রক্ত নদী বহিয়ে দেব।

ক্ষত বিক্ষত গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ।

গোবিন্দ। আঃ-আর পারছি না। সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, দেহে আর একবিন্দু রক্ত নেই। পা দুটো আর দেহের ভার বইতে পাচ্ছে না। ভগবান, শক্তি দাও ভগবান!

কুতুবউদ্দিন। মানুষকে হাড়ি, মুচী, মেথর বলে দূরে সরিয়ে রাখলে এইভাবেই মরতে হয়।

গোবিন্দ। কুতুবউদ্দিন!

কুতুবউদ্দিন। কুতুবউদ্দিন আজ নির্ম্মম কঠোর!

গোবিন্দ। যোদ্ধারূপে যুদ্ধ করতে এসে বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না ভাই!

বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

বীরাবাঈ। আর মানুষ হয়ে সমাজের নামে মায়ের জাতিকে জাতিচ্যুত করা বুঝি ন্যায়-ধর্ম্ম?

গোবিন্দ। মা!

বীরাবাঈ। বিধর্ম্মীর আশ্রিতা নারীকে মা বলে ডাকতে লজ্জা হচ্ছে না?

গোবিন্দ। সমাজের বিচারে দোষী হলেও তুমি যে মায়ের জাতি!

বীরাবাঈ। জোর করে অপরাধী বলে তাড়িয়ে দিয়ে তোমরা সুখশান্তি ভোগ করতে চাও? কুতুবউদ্দিন—

কুতুবউদ্দিন। মা!

বীরাবাঈ। দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ম্মম কঠোর হস্তে ভারতের উচ্চবর্ণের গৌরব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও কুতুব।

গোবিন্দ। তুমি যে মায়ের জাতি তোমার এ কঠোরতা সাজে না মা!

বীরাবাঈ। ঘৃণায় অবজ্ঞায় তোমরা আমাদের মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, সে আগুনে সোনার ভারত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কুতুবউদ্দিন। তোমার শাণিত তরবারি দিয়ে ভারতভূমি শ্মশান করে দাও।

[প্রস্থান।

কুতুবউদ্দিন। আত্মরক্ষা কর গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। কুতুবউদ্দিন—

কুতুবউদ্দিন। কথা নয়, আজ শুধু যুদ্ধ—

[যুদ্ধ করিতে করিতে কুতুবউদ্দিন ও গোবিন্দ রায়ের প্রস্থান।

বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। সমরসিংহ নিহত! গোবিন্দ রায়ও যাবে। বাকী শুধু পৃথ্বীরাজ—

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। সেনাপতি মশাই—

বক্তিয়ার। ভীমসিংহ তোমার সৈন্যদল কোথায়?

ভীমসিংহ। যুদ্ধের আগেই আমি তাদের দিল্লীর পথে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বক্তিয়ার। মনে হয় আজই যুদ্ধ শেষ হবে।

ভীমসিংহ। কিন্তু আপনারা এইভাবে পেছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

বক্তিয়ার। এইভাবেই কিস্তীমাৎ করে দেবো।

ভীমসিংহ। পৃথ্বীরাজ যে ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে।

বক্তিয়ার। পৃথ্বীরাজকে আর এগোতে দেবো না। এইবার তাকে……ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ। আমি খালাজী সৈনিক প্রস্তুত করে রেখেছি।

বক্তিয়ার। এসো আমার সঙ্গে চলে এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—পালাও—পালাও শব্দ শোনা গেল]

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। ভয় নেই সৈন্যগণ! পৃথ্বীরাজ এখনো জীবিত—আর আছে তাঁর পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যদল! ফিরে দাঁড়াও ভাইসব! আমি অনেক দুর এগিয়ে এসেছি—আর একবার—ফিরে দাঁড়াও। কে আছো ভীমসিংহকে সংবাদ দাও।

নরনাথের প্রবেশ।

নরনাথ। ভীমসিংহ বিশ্বাসঘাতক মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। ব্রাহ্মণ—

নরনাথ। শয়তান ভীমসিংহ মহম্মদঘোরীর মন্ত্রী।

পৃথ্বীরাজ। তার অধীনস্থ আমার সৈন্যদল?

নরনাথ। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই তাদের দিল্লীর পথে ফিরিয়ে দিয়েছে।

পৃথ্বীরাজ। কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক?

নরনাথ। দূরে দাঁড়িয়ে মহম্মদঘোরীর রণনৈপুণ্য দেখ্‌ছে।

পৃথ্বীরাজ। ব্রাহ্মণ আপনি একবার গোবিন্দকে সংবাদ দিন।

নরনাথ। মহারাজ—

পৃথ্বীরাজ। আর বিলম্ব করবেন না যান্। গোবিন্দকে সংবাদ দিন।

নরনাথ। মহারাজ! গোবিন্দ রায় নেই।

পৃথ্বীরাজ। নেই! গোবিন্দ রায় নেই!…না, না, এ যে অসম্ভব।

নরনাথ। অসম্ভব সম্ভব করেছে জম্বুরাজ নরসিংহ দেব!

পৃথ্বীরাজ। জম্বুরাজ নরসিংহ দেব।……ডাকুন ব্রাহ্মণ সমরসিংহকে ডাকুন। আমি এখুনি তার ইহলীলা শেষ করে দেবো।

নরনাথ। মহারাণা সমরসিংহ পরলোকে—

পৃথ্বীরাজ। ব্রাহ্মণ—

নরনাথ। সহস্র রাঠোর সৈন্যের সাহায্যে কুতুবউদ্দিন তাঁকে হত্যা করেছে।

পৃথ্বীরাজ। চমৎকার! যাদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলুম—তারা একে এ:ক সবাই চলে গেল। জগতের বুকে অ.জ আমি একা।

জয়চাঁদ জম্বুরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতবর্ষ আজ বীরশূন্য হতে চলেছে।...মুখ ঢাক দিবাকর, ভারতের এ বিশ্বাসঘাতকতার গৌরব তুমি দেখতে পারবে না।

নরনাথ। ভারতবর্ষের মত এমন বিশ্বাসঘাতকের দেশ আর নেই মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। পৃথিবীর মধ্যে ভারত বড় উচেচ উঠেছিল, তাই তার এই অধঃপতন! ব্রাহ্মণ, ডাকুন মহম্মদঘোরীকে!

নরনাথ। মহারাজ!

পৃথ্বীরাজ। আমি দেখতে চাই ব্রাহ্মণ, কোন যাদু মন্ত্রে সে এক দেহ থেকে এক হাতকে সরিয়ে,—অন্য হাত কেটে নিলে?

নরনাথ। আর একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ, আমি একবার ভীমসিংহের খোঁজ নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। ভীমসিংহ—জয়চাঁদ—জম্বুরাজ—উঃ·· জাতিদ্রোহী দেশ-দ্রোহীদের যদি একবার সামনে পেতুম—

মহম্মদঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। দিল্লীশ্বর—

পৃথ্বীরাজ। মহম্মদঘোরী!

মহম্মদ। এখনো যদি আমার অধীনতা স্বীকার কর—আমি তোমায় মুক্তি দেবো!

পৃথ্বীরাজ। আমি মহম্মদঘোরী নই সুলতান—আমি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ!

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ। আমি সহস্র বীরের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলেছি। তোমার মত বীরকেও হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

মহম্মদ। মহম্মদঘোরী অকৃতজ্ঞ নয় সম্রাট! যে মহত্ত্ব তুমি দেখিয়েছ—তার বিনিময়ে সামান্য করধার্য্য করে আমি তোমার রাজ্য তোমার হাতেই ফিরিয়ে দেব রাজা!

পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ রাজা! ভিখারীকে সে ভিক্ষা দেয়—হাতপেতে-ভিক্ষা নেয় না।

মহম্মদ। বল রাজা কি চাও?

পৃথ্বীরাজ। রাজা ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চায় না—

মহম্মদ। একবার শুধু তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর রাজা।

পৃথ্বীরাজ। বৃথা অনুরোধ সুলতান! পৃথ্বীরাজ মরবে তবু ক্ষমা চাইবে না।

মহম্মদ। এখনো দর্প?

পৃথ্বীরাজ। বীরের দর্প চিরদিনের।

মহম্মদ। উত্তম। বীরত্বের গৌরব এখুনি ধুলিস্যাৎ হবে। [অস্ত্র ধরিলেন]

পৃথ্বীরাজ। সত্যই যদি তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—তবে ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমি নূতন ইতিহাস রচনা করে যাবো।

মহম্মদ। পৃথ্বীরাজ বীর, কিন্তু মহম্মদঘোরী কাপুরুষ নয় রাজা!

পৃথ্বীরাজ। উত্তম, দিবা-যামিনীর এই শুভ-সন্ধিক্ষণে ভারতের বুকে—পৃথ্বীরাজ মহম্মদঘোরীর জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যাক্!

[উভয়ের যুদ্ধ। একজন খালাজী সৈনিক পশ্চাৎ হইতে পৃথ্বীরাজের পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল।]

পৃথ্বীরাজ। আঃ! তস্কর—ভীরু—কাপুরুষ—

মহম্মদ। কে—কে, অতর্কিতে মহাবীর পৃথ্বীরাজকে অস্ত্রাঘাত করে ইস্‌লামের নামে কলঙ্ক লেপন করলে কে? যেই হোক্—মহম্মদঘোরী তাকে ক্ষমা করবে না।

[প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। আঃ—এইবার হিন্দুর স্বাধীনতা অস্তাচলে চলে যাবে। ওই আসছে তামসী নিশা! কে জানে এ কাল নিশার অবসান হবে কবে?...ভগবান শক্তি দাও, আমি যেন দিল্লী যেতে পারি—

[প্রস্থান।

পুনঃ বক্তিয়ার ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কাজ শেষ!

বক্তিয়ার। ভীমসিংহ! তোমার সাহায্যেই আজ আমরা জয়ী!

ভীমসিংহ। এইবার আমার বিষয় বিবেচনা করুন!

বক্তিয়ার। নিশ্চয়ই করব। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, এইবার সুলতান দেশে ফিরে গেলেই দিল্লী রাজ্য তোমার আর আমার।

ভীমসিংহ। তখন কি আর আমার কথা মনে থাকবে? পুরস্কার আজই দিয়ে দিন।

দ্রুত তরবারী হস্তে নরনাথের প্রবেশ।

নরনাথ। পুরস্কার আমিই দিচ্ছি। [ভীমসিংহকে অস্ত্রাঘাত করিল]

ভীমসিংহ। আঃ—পিশাচ— [প্রস্থান।

নরনাথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এতদিনে একটা ভাল কাজ করেছি, জীবনে যত পাপ করেছি আজ সব খণ্ডন হয়ে গেল। এই পুণ্যেই

আমার অক্ষয় স্বর্গ, হাঃ-হাঃ-হাঃ—ব্রাহ্মণের হাতে আজ বলিদানের খড়্গা। মহম্মদঘোরী বক্তিয়ার খিলজী কেউ বাদ যাবে না।

বক্তিয়ার। ভণ্ড—পিশাচ—[নরনাথকে অস্ত্রাঘাত]

নরনাথ। আঃ, বক্তিয়ার খিল্‌জী, পরাধীনতার চেয়ে এ মৃত্যু অনেক গৌরবের।   [প্রস্থান।

বক্তিয়ার। যুদ্ধ শেষ, এইবার আমায় দিল্লী যেতে হবে।

বীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

বীরাবাঈ। এ কি, আকাশ এমন অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

বক্তিয়ার। বীরা—

বীরাবাঈ। চেয়ে দেখ বক্তিয়ার—অস্তোন্মুখ সূর্য্য ভারতের সব-টুকু সৌন্দর্য্য গ্রাস করে ফেলেছে।

বক্তিয়ার। ভয় নেই বীরা, তোমায় নিয়ে আমি আঁধারেই আলোক জ্বালিয়ে তুলবো!

বীরাবাঈ। কি বল্‌লে?

বক্তিয়ার। প্রবঞ্চনা করো না নারী।

বীরাবাঈ। সাবধান বক্তিয়ার খিল্‌জী—

বক্তিয়ার। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সুলতান দেশে ফিরে গেলেই দিল্লীর মস্‌নদ হবে আমার—আর তুমি হবে সেই দিল্লীশ্বরের হৃদয়-ঈশ্বরী। [বীরাবাঈয়ের হাত ধরিতে অগ্রসর]

বীরাবাঈ। দাঁড়াও বক্তিয়ার—

বক্তিয়ার। কেন?

বীরাবাঈ। আর এক পা এগোলে ছাই হয়ে যাবে!

বক্তিয়ার। বীরাবাঈ—

বীরাবাঈ। ভারতবর্ষের বুকে যে আগুন জালিয়েছি, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে আজ আমার মনে তার শতগুণ আগুন জ্বলে উঠেছে। উঃ, এ আমি কি করলুম! নিজের হাতে সংযুক্তাকে বিধবা সাজালুম।

[প্রস্থানোদ্যত।

বক্তিয়ার। দাঁড়াও বীরা।

বীরাবাঈ। না—না আর নয়, সংযুক্তাকে বিধবা সাজিয়ে মহাপাপ করেছি। সমাজপতিরা তাকে বিধান দেবে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে! না-না আর নয়—

বক্তিয়ার। স্থির হও বীরা! আমি তোমার মনে শান্তি এনে দেবো।

বীরাবাঈ। পারবে না বক্তিয়ার! আমার মনে শান্তি এনে দিতে পারে ওই অগাধ সলিলা সরস্বতী!

বক্তিয়ার। বীরাবাঈ—

বীরাবাঈ। এ কলঙ্কিত মুখ আর আমি কাউকে দেখাবো না—কাউকে দেখাবো না—

[প্রস্থান।

বক্তিয়ার। বীরা—বীরা—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

রক্তাক্ত দেহে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। এই দিল্লী তরায়নের অর্দ্ধ পথ! ঈশ্বর আর একটু শক্তি দাও! আমি দিল্লী যাবো—সংযুক্তাকে দেখবো—তাকে বলে যাব—জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় আমি কোন ত্রুটি করি নি!

তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ! পৃথ্বীরাজ!

পৃথ্বীরাজ। গুরুদেব! সব শেষ—। জয়চাঁদ আমার সব শেষ করে দিয়েছে।

তুঙ্গাচার্য্য। স্থির হও রাজা—

পৃথ্বীরাজ। স্থির হবো! যদি আপনি আমায় দিল্লী পৌঁছে দেন।

তুঙ্গাচার্য্য। এ অবস্থায় কি করে তোমায় দিল্লী নিয়ে যাব রাজা?

পৃথ্বীরাজ। যেমন করে হোক দিল্লী আমায় যেতে হবে। সংযুক্তাকে আমার যাত্রাপথের সাথী করে নিতে হবে। জয়চাঁদ হয় ত রাজ্যের লোভে আমার সংযুক্তাকেও—

তুঙ্গাচার্য্য। চঞ্চল হয়ো না রাজা—আরো রক্তপাত হবে।

পৃথ্বীরাজ। জয়চাঁদকে বিশ্বাস নেই গুরুদেব! যে স্বার্থবাদী স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে পারে—

কন্যাকেও সে তাদের হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হতে পারে।...গুরুদেব আমার রাজ্য গেছে—ঐশ্বর্য্য গেছে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, কিন্তু আমার সংযুক্তা যদি যায় তাতে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে।

তুঙ্গাচার্য্য। সংযুক্তা সতী নারী, তার জন্য তোমার চিন্তার কারণ নেই। সে নিজের ধর্ম্ম নিজেই রক্ষা করবে।

পৃথ্বীরাজ। জয়চাঁদের চক্রান্ত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তুঙ্গাচার্য্য। পারবে রাজা, তুমি একটু স্থির হও আমি তোমার ক্ষতমুখে প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা করি।

পৃথ্বীরাজ। বৃথা চেষ্টা গুরুদেব! আশৈশব যুদ্ধ করেছি। কোথায় আঘাতের কি পরিণাম জানি। বিষাক্ত ছুরিকা আমার মর্ম্মস্থল ভেদ করেছে, শিরা ছিঁড়ে গেছে, পদধুলি দিন গুরুদেব।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ! তুমি ভারত গৌরব—তোমায় বাঁচতেই হবে।

পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ রাজা—পর পদানত হয়ে সে বাঁচতে চায় না!

তুঙ্গাচার্য্য। আর একটু অপেক্ষা কর রাজা। কৃষক পল্লী থেকে গোরক্ষ চাকুলি এনে আমি তোমার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবার ব্যবস্থা করি। [প্রস্থান।

পৃথ্বীরাজ। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসছে, আর দেরী করলে রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মত সংযুক্তাকেও হারিয়ে ফেলবো। সংযুক্তা—স্বামী সোহাগিনী প্রেমময়ী সংযুক্তা—

দ্রুত মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। সংযুক্তাকে দেখ্‌বি?

মেঘা। আমায় হত্যা করবি—এত সাহস তোর?

সংযুক্তা। নারি—

মেঘা। খবরদার! আর এক পা এগোলে আমি তোর বুক চিরে রক্ত পান করব।

সংযুক্তা। ক্ষত্রিয় নারী মরণে ভয় পায় না। বল কে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে?

মহম্মদঘোরীর প্রবেশ।

মহম্মদ। আমি!

সংযুক্তা। কে তুমি?

মহম্মদ। আমি মহম্মদঘোরী।

সংযুক্তা। তুমিই মহম্মদঘোরী...! মহম্মদঘোরী আমি দেখতে চাই তোমার বাহুতে কত শক্তি?

মহম্মদ। আপনি আমার শক্তির পরীক্ষা চান্?

সংযুক্তা। অস্ত্র ধর সুলতান—

মহম্মদ। নারীর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না।

সংযুক্তা। ক্ষত্রিয় নারী শত্রুর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে।

মহম্মদ। আমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যদি আপনি শান্তি পান—নিন্!

সংযুক্তা। ভারতবাসী নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করে না—

মহম্মদ। দিল্লীশ্বরী—!

সংযুক্তা। অস্ত্র ধর সুলতান—অস্ত্র ধর। ভারত জয় করেছো—ভারতের বীর দেখেছো, সেই সঙ্গে ভারত নারীর শক্তি দেখে যাও।

মহম্মদ। একি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি! এ মানবী না দেবী?

সংযুক্তা। অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর সুলতান!

মহম্মদ। না-না, আমি অস্ত্রধারণ করব না। আমার উন্নত মস্তক আপনার পায়ের তলায় রেখে দিলুম,—যদি ইচ্ছা হয়—হত্যা করুন—

সংযুক্তা। মহম্মদঘোরী—

মহম্মদ। মা!—

সংযুক্তা। আঃ—[অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন] একটি কথায় আমায় সব ভুলিয়ে দিলে। প্রিয়তম তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলুম না। তুমি আমায় অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও—

তুঙ্গাচার্য্যের প্রবেশ।

তুঙ্গাচার্য্য। পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজ!—

সংযুক্তা। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। আমার পৃথ্বীরাজ কোথায়?

সংযুক্তা। ওই গাছতলায় নিথর হয়ে পড়ে আছে দেব!

তুঙ্গাচার্য্য। আমার রাজ-রাজ্যেশ্বর পৃথ্বীরাজ মাটিতে পড়ে আছে! উঃ ভগবান, কোন পাপে তুমি আমায় এই শাস্তি দিলে দয়াময়?

সংযুক্তা। গুরুদেব!

তুঙ্গাচার্য্য। ওরে মা আমি যে আশা করেছিলুম—পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে নিয়ে ভারতের বুকে আবার আমি রাম-সীতা বশিষ্ঠের মিলন দেখবো।

সংযুক্তা। আদেশ দিন গুরুদেব! আমি চিতা সজ্জিত করি—

মেধা। তোকে চিতা সাজাতে হবে না—আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

সংযুক্তা। মহম্মদঘোরী—

মহম্মদ। মা!

সংযুক্তা। মা বলে ডেকেছো—প্রতিদানে আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে গেলুম।

তুঙ্গাচার্য্য। কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারলুম না সুলতান?

মহম্মদ। কেন ব্রাহ্মণ?

তুঙ্গাচার্য্য। মহাবীর পৃথ্বীরাজকে তোমরা হত্যা করেছো?

মহম্মদ। বলুন ব্রাহ্মণ—কি দিয়ে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব?

তুঙ্গাচার্য্য। সত্যই যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, কনোজ আক্রমণ কর।

মহম্মদ। ব্রাহ্মণ—

তুঙ্গাচার্য্য। মিত্র বলে যদি ছেড়ে দাও, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

মহম্মদ। খোদার নামে শপথ করছি ব্রাহ্মণ! জয়চাঁদকেও আমি মাটির বুকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো!

জ্বলন্ত অগ্নিদণ্ড হস্তে মেঘার প্রবেশ।

মেঘা। পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ চিতায় তুলে দিয়েছি।

সংযুক্তা। গুরুদেব আপনি অনুমতি দিন্ আমি সহমৃতা হই;

তুঙ্গাচার্য্য। আত্মহত্যা মহাপাপ মা।

সংযুক্তা। গুরুদেব।

তুঙ্গাচার্য্য। সতীধর্ম্ম রক্ষায় যা কর্ত্তব্য মনে কর করতে পার।

সংযুক্তা। আসি প্রভু—

মেঘা। অগ্নি দণ্ড ধর—তোকেই যে মুখাগ্নি করতে হবে।

সংযুক্তা। [অগ্নিদণ্ড ধরিয়া] প্রণাম পিতা, প্রণাম মাতা—প্রণাম শ্রীগুরু চরণে। বিদায় গুরুদেব! বিদায় সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমি—

[প্রস্থান।

তুঙ্গাচার্য্য। ঈশ্বর! যদি আমার কর্ম্মার্জ্জিত কোন পুণ্য থাকে—সেই পুণ্যে তুমি আমার পতিত জাতিকে উদ্ধার কর। বুঝিয়ে দাও তাদের "জাতির দুর্গতিমূলে দুর্ম্মতি জাতির।"

মেঘা। ওই চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে—ওই আগুনে এবার সমগ্র ভারত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। ভারত গৌরব পৃথ্বীরাজ! মহিয়সী নারী সংযুক্তা! আমি তোমাদের শত সহস্র আদাব জানাই—! [উদ্দেশ্যে আদাব করিলেন]

তুঙ্গাচার্য্য। হে বীর পৃথ্বীরাজ!

"এনেছিলে সাথে নিয়া মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

[সকলের প্রস্থান।